ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের
প্রতিবেদন
রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ সমূহের উপর

31 মার্চ 2023-এ সমাপ্ত বছরের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

2024 সালের প্রতিবেদন সংখ্যা 4

(মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা - বাণিজ্যিক)

বিষয়সূচী

	উল্লেখসূত্র	
	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
প্রাক্কথন		(v)
অধিদর্শন		(vii)-(ix)
প্রথম অধ্যায়		
রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের কার্যকারিতা		
ভূমিকা	1.1	1
প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য	1.1.1	1
সরকারী কোম্পানী/নিগমের সংজ্ঞা	1.1.2	1
নিরীক্ষার আদেশ	1.1.3	1-2
জবাবদিহিতার কাঠামো	1.1.4	2
এস পি এস ই-গুলির নাম এবং রাজ্যের জি এস ডি পি-তে এস পি এস ই গুলির টার্নওভারের অবদান সহ তাদের কার্যকলাপের ভূমিকা	1.1.5	2-4
সরকারী কোম্পানী এবং নিগমে বিনিয়োগ এবং বাজেট সহায়তা	1.2	4
এস পি এস ই-তে ইক্যুইটি হোল্ডিং	1.2.1	4-5
এস পি এস ই গুলিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে	1.2.2	5-6
সম্পদের পর্যাপ্ততা	1.2.3	6-7
কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারের ঋণ এবং ভর্তুকি/অনুদান সংক্রান্ত তথ্য	1.2.4	7-8
এস পি এস ই-এর বিনিয়োগ, পুনর্গঠন ও বেসরকারীকরণ এবং এস পি এস ই-তে সংস্কার	1.2.5	8
সরকারী কোম্পানী এবং নিগম থেকে রিটার্ন	1.3	8
এস পি এস ই গুলি দ্বারা অর্জিত মুনাফা	1.3.1	8-9
এস পি এস ই গুলি দ্বারা প্রদত্ত লভ্যাংশ	1.3.2	9-10
ঋণ পরিষেবা এবং আইনি সম্মতি	1.4	10
সুদের পর্যাপ্ততা অনুপাত	1.4.1	10-11
মূল ঋণ পরিশোধ এবং সুদের চার্জ প্রদান	1.4.2	11
এস পি এস ই-এর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিতরণ করা বকেয়া ঋণ	1.4.3	12
সরকারী কোম্পানীর পরিচালন দক্ষতা	1.5	12
পরিচালন এবং অ-পরিচালন কার্যক্রম থেকে উৎপাদন করা লাভের বিশ্লেষণ	1.5.1	12-13
বিনিয়োজিত মূলধনের প্রতিদান	1.5.2	13-14
এস পি এস ই দ্বারা ইক্যুইটির ওপর প্রতিদান	1.5.3	14-15
লোকসান বহনকারী এস পি এস ই	1.6	15
লোকসান হয়েছে	1.6.1	15-16
এস পি এস ই গুলিতে নীট মূল্য/মূলধনের ক্ষয়	1.6.2	16-17
এস পি এস ই-এর সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা	1.7	17
এস পি এস ই গুলি দ্বারা হিসাব জমা দেওয়া	1.8	17

	উল্লেখসূত্র	
	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সময়মত হিসাব জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা	1.8.1	17-18
এস পি এস ই গুলি দ্বারা হিসাব প্রস্তুতে সময়োপযোগীতা	1.8.2	18
সি এ জি-এর তত্ত্বাবধান- হিসাব নিরীক্ষা এবং সম্পূরক নিরীক্ষা	1.9	19
সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সরকারী কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষা	1.9.1	19
সরকারী কোম্পানীর হিসাবের সম্পূরক নিরীক্ষা	1.9.2	19
সি এ জি-এর তদারকি ভূমিকার ফলাফল	1.10	19-20
সি এ জি দ্বারা পরিচালিত সম্পূরক নিরীক্ষার ফলে নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সংশোধনের উদাহরণ	1.10.1	20-21
ব্যবস্থাপনা চিঠি	1.10.2	21
কর্পোরেট শাসন	1.11	21
ভূমিকা	1.11.1	21
কোম্পানী আইন, 2013-তে থাকা বিধানগুলি	1.11.2	21-22
কর্পোরেট গভর্ন্যান্স বিধানের সম্মতির পর্যালোচনা	1.11.3	22
পরিচালন পর্ষদের গঠন এবং সভা	1.11.4	22-23
পর্ষদে স্বাধীন পরিচালকের প্রতিনিধিত্ব	1.11.5	23
পর্ষদে মহিলা পরিচালক (ডব্লিউ ডি)-এর প্রতিনিধিত্ব	1.11.6	23
অডিট কমিটি এবং পর্ষদের অন্যান্য কমিটি	1.12	23
অডিট কমিটির গঠন	1.12.1	23-24
মনোনয়ন এবং পারিশ্রমিক কমিটি	1.12.2	24
হুইসেল ব্লোয়ার মেকানিজম (ডব্লিউ বি এম)	1.12.3	24-25
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাঠামো	1.13	25
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ভূমিকা	1.13.1	25
আইনি কাঠামো	1.13.2	25
কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা	1.14	26
ভূমিকা	1.14.1	26
আইনি কাঠামো	1.14.2	26
সি এস আর-এর প্রযোজ্যতা	1.14.3	27
দ্বিতীয় অধ্যায়		
মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ সমূহ		
বিদ্যুৎ দপ্তর		
পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড		
পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে অনর্থক ব্যয় এবং তহবিল অবরুদ্ধ থাকা	2.1	29-31
একটি অলাভজনক কয়লা ব্লকের উপর অনাবশ্যক ব্যয়	2.2	31-33
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড		
ইকো পার্কে সৌর গম্বুজ প্রস্তুত করার জন্য প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিক আদায় না করা	2.3	34-35

	উল্লেখসূত্র	
	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ঘাটতির কারণে ক্ষতি	2.4	35-37
স্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন উপভোক্তার কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতা	2.5	38-40
গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বিলম্বে উপস্থাপনের জন্য সুদের ক্ষতি	2.6	40-42
বরাদ্দকৃত বিদ্যুৎ গ্রহণ না করার কারণে অনর্থক ব্যয়	2.7	42-44
শিল্প, বাণিজ্য এবং উদ্যোগ দপ্তর		
পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড		
একটি বেসরকারী পক্ষকে বরাদ্দকৃত জমির ভুল মূল্য নির্ধারণের কারণে ক্ষতি	2.8	44-46
জন উদ্দ্যোগ এবং শিল্প পুনর্গঠন দপ্তর		
দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড		
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও পদক্ষেপ গ্রহণের অভাবে পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে	2.9	47-49
অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর		
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড		
আই টি সি-এর অস্বীকৃতি এবং তার উপর সুদ প্রদান	2.10	49-51

পরিশিষ্ট সমূহ		
নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা
1.	2022-23 অর্থবর্ষের জন্য সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব অনুযায়ী সরকারী কোম্পানী এবং সংবিধিবদ্ধ নিগমের আর্থিক অবস্থা এবং কাজের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (30 সেপ্টেম্বর 2023 অনুযায়ী)	53-61
2.	01.04.2022 থেকে 31.03.2023 পর্যন্ত এস পি এস ই-এর হিসাবসমূহের উপর জারি করা উল্লেখযোগ্য মন্তব্যের সারাংশ	62
3.	এস পি এস ই-এর তালিকা যেখানে পরিচালকবর্গের চিঠি জারি করা হয়েছে	63
4	এস পি এস ই-এর তালিকা যেখানে দুটি পর্ষদ সভার মধ্যবর্তী সময়কাল ছিল 120 দিনের বেশী	64
5	মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি এবং অডিট কমিটিতে স্বাধীন পরিচালকের উপস্থিতির বিশ্লেষণ	65-66
6	পর্ষদে মহিলা পরিচালকের উপস্থিতির বিশ্লেষণ	67
7	যে সকল এস পি এস ই-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজন ছিল	68
8	কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য ব্যয়	69
শব্দকোষ		
	শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ	71-73

প্রাক্কথন

মার্চ 2023-এ সমাপ্ত বছরের এই প্রতিবেদনটি ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ 151-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরগুলির অধীনে এস পি এস ই গুলির নিরীক্ষার উল্লেখযোগ্য ফলাফল রয়েছে।

এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি 2022-23 অর্থবর্ষের নিরীক্ষার সময়ে নজরে এসেছিল এবং সেই সাথে যে দৃষ্টান্তগুলি পূর্ববর্তী অর্থবর্ষগুলিতে নজরে এসেছিল কিন্তু আগের নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলিতে রিপোর্ট করা যায়নি সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 2022-23-এর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিও যেখানে প্রাসঙ্গিক সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভারতের মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক দ্বারা জারি করা নিরীক্ষা মানক অনুসারে নিরীক্ষাগুলি পরিচালিত হয়েছে।

বাংলা প্রতিবেদনে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকলে ইংরাজী প্রতিবেদনকে প্রামাণ্য হিসাবে ধরতে হবে।

অধিদর্শন

অধিদর্শন

প্রতিবেদনটিতে দুটি অধ্যায় রয়েছে:

প্রথম অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে 84 টি রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের কার্যকারিতা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

প্রতিবেদনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার নীচে উপস্থাপন করা হল:

প্রথম অধ্যায়

রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের কার্যকারিতা

31 মার্চ 2023 পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন 30 টি দপ্তরের আওতায় থাকা 84 টি রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (এস পি এস ই) ছিল। এর মধ্যে একটি সংবিধিবদ্ধ নিগম যথা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল লিমিটেড সহ 19 টি নিষ্ক্রিয় এস পি এস ই ছিল। 2022-23 অর্থবর্ষের 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাবের ভিত্তিতে এস পি এস ই গুলি তাদের পরিচালনা থেকে মোট ব্যবসামূল্য/ রাজস্ব নিবন্ধন করেছে 66,756.78 কোটি টাকা। এই ব্যবসামূল্য 2022-23 অর্থবর্ষে মোট রাষ্ট্রীয় আভ্যন্তরীন উৎপাদনের 9.29 শতাংশের সমান ছিল।

(অনুচ্ছেদ 1.1.5.1)

31 মার্চ 2023 পর্যন্ত, 65 টি কর্মরত এস পি এস ই-তে মোট বিনিয়োগ ছিল 47,774.40 কোটি টাকা এবং 19 টি নিষ্ক্রিয় এস পি এস ই-তে মোট বিনিয়োগ ছিল 1,487.23 কোটি টাকা, যেগুলি গত এক থেকে 17 বছর ধরে নিষ্ক্রিয় ছিল। 19 টি নিষ্ক্রিয় এস পি এস ই-এর মধ্যে, দুটি এস পি এস ই ন্যাশনাল কোম্পানী ল ট্রাইব্যুনালে (এন সি এল টি) লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন। গত পাঁচ বছরে জি এস ডি পি তে এস পি এস ই-এর অবদান 3.95 থেকে 4.65 শতাংশের মধ্যে ছিল।

(অনুচ্ছেদ 1.1.5.2)

30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব অনুযায়ী, 65 টি কর্মরত এস পি এস ই-এর মধ্যে 34 টি এস পি এস ই 1,714.37 কোটি টাকা লাভ করেছে যেখানে 31 টি এস পি এস ই 832.43 কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। 2022-23 অর্থবর্ষে লাভ অর্জনকারী মুখ্য সংস্থাগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানী লিমিটেড (970.25 কোটি টাকা), পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (347.45 কোটি টাকা) এবং পশ্চিমবঙ্গ পাঠ্যপুস্তক নিগম লিমিটেড (59.59 কোটি টাকা)। লোকসান বহনকারী মুখ্য এস পি এস ই গুলি ছিল কলকাতা রাজ্য পরিবহন নিগম (135.05 কোটি টাকা), দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম (109.43 কোটি টাকা) এবং পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম (91.71 কোটি টাকা)।

(অনুচ্ছেদ 1.3.1 & 1.6.1)

কর্পোরেট গভর্ন্যান্স এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানী আইন, 2013 এবং কোম্পানী বিধিমালা 2014-এর কিছু বিধান, কিছু এস পি এস ই মেনে চলছে না। সংশ্লিষ্ট বছরে, নির্ধারিত নিয়ম থেকে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি গুলি লক্ষ্য করা গেছে:

16 টি এস পি এস ইতে, দুটি পর্ষদ সভার মধ্যবর্তী সময়সীমা 120 দিনের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি ছিল।

(অনুচ্ছেদ 1.11.4)

46 টি এস পি এস ই-এর প্রতিটির জন্য একজন স্বতন্ত্র পরিচালক থাকা প্রয়োজন ছিল, তবে, শুধুমাত্র 13 টি এস পি এস ই একজন স্বাধীন পরিচালক নিয়োগ করেছিল।

(অনুচ্ছেদ 1.11.5)

46 টি এস পি এস ই-এর প্রতিটির একটি নিরীক্ষা কমিটি থাকার প্রয়োজন ছিল, তবে, শুধুমাত্র 12 টি এস পি এস ই তাদের নিরীক্ষা কমিটি গঠন করেছিল।

(অনুচ্ছেদ 1.12.1)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য 22 টি এস পি এস ই -কে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন ছিল, তবে, শুধুমাত্র 17 টি এস পি এস ই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করেছিল।

(অনুচ্ছেদ 1.13.2)

16 টি এস পি এস ই-এর যেখানে সি এস আর কার্যকলাপের জন্য 37.66 কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত ছিল, দেখা গিয়েছে মাত্র 10 টি এস পি এস ই এই খাতে মাত্র 25.98 কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

(অনুচ্ছেদ 1.14.3)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ সমূহ

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর গুলির সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করার সময়, ভুল অনুমানের ফলে 4.64 কোটি টাকার অকার্যকর ব্যয় হয়।

(অনুচ্ছেদ 2.1)

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড একটি কয়লা ব্লকের জন্য 52.89 কোটি টাকা ব্যয় করেছে যা পূর্ববর্তী বরাদ্দকারীর দ্বারা বাণিজ্যিকভাবে অব্যবহারযোগ্য হওয়ার কারণে সমর্পণ করা হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.2)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড ইকো পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাটে একটি সোলার ডোম স্থাপন করেছে, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস, 1979-এর অধীনে প্রদত্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে 2.58 কোটি টাকা এজেন্সি ফি দাবি করেনি

(অনুচ্ছেদ 2.3)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড প্রি-স্ট্রেসড সিমেন্ট কংক্রিটের খুঁটি সরবরাহের জন্য দেওয়া আদেশগুলি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে 3.38 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 2.4)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড বিদ্যমান বিধানের অধীনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা আমানত না পেয়েও একজন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে, এবং তারপর সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করতে বিলম্ব করেছে, যার ফলে 6.76 কোটি টাকা বিদ্যুতের শুল্ক আদায় করা যায়নি।

(অনুচ্ছেদ 2.5)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড মিটার ডেটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেম (এম ডি এ এস) এর সংশোধনে বিলম্বের কারণে, কেন্দ্রীভূত বাল্ক গ্রাহকদের জন্য এনার্জি বিল বাড়াতে বিলম্ব করেছে, যার ফলে 4.59 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 2.6)

2017-18 অর্থবর্ষে কান্তি বিজলী উৎপাদন নিগম লিমিটেড থেকে বরাদ্দকৃত বিদ্যুত না নেওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড 39 কোটি টাকার অপব্যয় করেছে।

(অনুচ্ছেদ 2.7)

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড জমির মূল্য নির্ধারণের নীতি থেকে বিচ্যুতিতে, জমির ভিত্তিমূল্যের ভুল গণনার কারণে 12.86 কোটি টাকার ক্ষতি করেছে।

(অনুচ্ছেদ 2.8)

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেডের অংশীদারিত্ব বিক্রি এবং প্ল্যান্টের কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে না চলার কারণে, জন উদ্যোগ এবং শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরকে অলস জনশক্তির বেতন ও মজুরি বাবদ 42.37 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় বহন করতে হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.9)

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড দ্বারা ট্যাক্স ইনভয়েস সংগ্রহ না করা/সংরক্ষণ না করা এবং ভ্যাট রিটার্নের অমিলের কারণে 5.99 কোটি টাকার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বাতিল করা হয়েছে যার ফলে 1.59 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 2.10)

প্রথম অধ্যায়

রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের কার্যকারিতা

প্রথম অধ্যায়

1. রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের কার্যকারিতা

1.1 ভূমিকা

1.1.1 প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি 2022-23 অর্থবর্ষের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহের (এস পি এস ই গুলির) আর্থিক কার্য্যকলাপ সম্পাদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে, যার মধ্যে ভারতের মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিরীক্ষাধীন সরকারী কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ নিগম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য কোম্পানী রয়েছে। এই রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহ মানুষের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে বাণিজ্যিক প্রকৃতির কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য এবং পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে রাজ্যের মোট রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি এস ডি পি) বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই অধ্যায়ে, রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহ (এস পি এস ই) শব্দটি সেইসব সরকারী কোম্পানীকে ও সরকারী কোম্পানীগুলির সহায়ক সংস্থাগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরাসরি হোল্ডিং 51 শতাংশ বা তার বেশি। এছাড়াও সংসদ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা দ্বারা প্রণীত সংবিধির অধীনে প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ নিগমগুলি, সেইসাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য সংস্থাগুলিকেও এস পি এস ই হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে চিত্রিত এস পি এস ই-এর আর্থিক কর্মক্ষমতা তাদের আর্থিক বিবরণী এবং এস পি এস ই গুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে নেওয়া হয়েছে। 2022-23 অর্থবর্ষের (বা আগের বছরগুলির যা এই বছরে চূড়ান্ত করা হয়েছে) এস পি এস ই-এর আর্থিক বিবৃতিতে ভারতের মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের (সি এ জি) দ্বারা পরিচালিত একমাত্র নিরীক্ষা/সম্পূরক নিরীক্ষার ফলে হিসাবগুলির সংশোধনের প্রভাব এবং চলতি বছরে চূড়ান্তকৃত উল্লেখযোগ্য মন্তব্যগুলি এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু, প্রতিবেদনে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত কোম্পানী আইন, 2013-এর বিধানগুলির সাথে সম্মতির অবস্থানও রয়েছে।

1.1.2 সরকারী কোম্পানী/নিগমের সংজ্ঞা

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 2(45) অনুসারে, একটি সরকারী কোম্পানী হল এমন কোনো কোম্পানী যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো রাজ্য সরকার/সরকারসমূহ বা আংশিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আংশিকভাবে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের হাতে পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমান 51 শতাংশের কম নয়। এর মধ্যে এমন কোম্পানীও রয়েছে যা এই ধরনের একটি সরকারী কোম্পানীর একটি সহায়ক কোম্পানী। অধিকন্তু, কোনো কোম্পানীর মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি কেন্দ্রীয় সরকার, বা কোনো রাজ্য সরকার বা সরকারসমূহ দ্বারা, বা আংশিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এবং আংশিকভাবে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের হাতে থাকে, এই প্রতিবেদনে সেই সকল কোম্পানীকে সরকার নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য কোম্পানী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

1.1.3 নিরীক্ষার আদেশ

'সরকারী কোম্পানী' এবং 'সরকার নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য কোম্পানী'-এর নিরীক্ষা সম্পাদিত হয় কোম্পানী আইন, 2013-এর 143(5) থেকে 143(7) ধারার বিধানের অধীনে এবং সি এ জি-এর

(কর্তব্য, ক্ষমতা এবং পরিষেবার শর্তাবলী) আইন, 1971-এর ধারা 19 এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সি এ জি দ্বারা পরিচালিত হয়। কোম্পানী আইন, 2013-এর অধীনে, সি এ জি কোম্পানীর জন্য সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসাবে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের নিয়োগ করে এবং হিসাবের নিরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে নির্দেশনা দেয়। উপরন্তু, সি এ জি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের নিরীক্ষার পর কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীর সম্পূরক নিরীক্ষা পরিচালনা করে। কিছু সংবিধিবদ্ধ নিগম পরিচালনাকারী বিধিগুলির জন্য তাদের হিসাব শুধুমাত্র সি এ জি দ্বারা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়।

1.1.4 জবাবদিহিতার কাঠামো

সরকারী কোম্পানীর অডিট করার প্রক্রিয়া কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 139 এবং 143-এর নিজ নিজ বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনের ধারা 2 (45) অনুসারে, সরকারী কোম্পানী বলতে এমন একটি কোম্পানীকে বোঝায় যেখানে কোম্পানীর পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের শতকরা 51 ভাগ অংশ কেন্দ্রীয় সরকার, বা কোনো রাজ্য সরকার, বা আংশিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আংশিকভাবে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের হাতে থাকে। এর মধ্যে সেই কোম্পানীও রয়েছে, যা এই ধরনের একটি সরকারী কোম্পানীর একটি সহায়ক কোম্পানী।

অধিকন্তু, আইনের 143(7) ধারা অনুযায়ী, সি এ জি, প্রয়োজন মনে করলে, ধারা 139-এর উপধারা (5) অথবা উপধারা (7)-এর অধীনে আওতাভুক্ত যেকোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে, যদি তিনি প্রয়োজন মনে করেন, একটি আদেশ দ্বারা, এই ধরনের কোম্পানীর হিসাবের নিরীক্ষা করাতে পারে, মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের (কর্তব্য, ক্ষমতা এবং পরিষেবার শর্তাবলী) আইন, 1971-এর ধারা 19 (A)-এর বিধানগুলি এই ধরনের নিরীক্ষার প্রতিবেদনে প্রযোজ্য হবে। এইভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার বা এক বা একাধিক রাজ্য সরকার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সরকারী কোম্পানী গুলি সি এ জি দ্বারা নিরীক্ষাধীন হয়। 31 মার্চ 2014 তারিখে বা তার আগে শুরু হওয়া অর্থবর্ষ গুলির ক্ষেত্রে কোম্পানীর আর্থিক বিবৃতিগুলির নিরীক্ষা কোম্পানী আইন, 1956-এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে।

1.1.5 এস পি এস ই-গুলির নাম এবং রাজ্যের জি এস ডি পি-তে এস পি এস ই গুলির টার্নওভারের অবদান সহ তাদের কার্যকলাপের ভূমিকা

1.1.5.1 এস পি এস ই এর সংখ্যা

31 মার্চ 2023 পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গে মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-I) কার্য্যালয়ের আওতাধীন 16 টি এস পি এস ই সহ মোট 84 টি এস পি এস ই ছিল ***(পরিশিষ্ট-1)***। এর মধ্যে একটি সংবিধিবদ্ধ নিগম (গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল লিমিটেড) সহ 19 টি এস পি এস ই নিষ্ক্রিয় রয়েছে। 31 মার্চ 2023 পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের এস পি এস ই-এর বিবরণী **সারণী 1.1**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 1.1: 31 মার্চ 2023 অনুযায়ী মোট এস পি এস ই-এর সংখ্যা

এস পি এস ই-এর প্রকার	কর্মরত এস পি এস ই	নিষ্ক্রিয় এস পি এস ই	মোট
সরকারী কোম্পানী	56	18	74
সংবিধিবদ্ধ নিগম	8	1	9
সরকার নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য কোম্পানী	1	0	1
মোট	**65**	**19**	**84**

2022-23 অর্থবর্ষের 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী এস পি এস ই গুলি তাদের মোট টার্নওভার/রাজস্ব নিবন্ধন করেছে 66,756.78 কোটি টাকা। এই

রাজস্বের পরিমান ছিল 2022-23 অর্থবর্ষে রাজ্যের মোট দেশজ উৎপাদন (জি এস ডি পি)[1]-এর 4.29 শতাংশ। শুধুমাত্র একটি[2] এস পি এস ই ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের অধীনে তালিকাভুক্ত ছিল।

1.1.5.2 রাজ্যের জি এস ডি পি-তে অবদান

31 মার্চ 2023 পর্যন্ত, 65টি কর্মরত এস পি এস ই ছিল যেগুলিতে মোট 47,774.40 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল এবং এর পাশাপাশি 19 টি নিষ্ক্রিয়[3] এস পি এস ই ছিল, যেগুলি গত এক থেকে সতেরো বছর ধরে নিষ্ক্রিয় ছিল, যেগুলিতে মোট বিনিয়োগ 1,487.23 কোটি টাকা। 19টি নিষ্ক্রিয় এস পি এস ই-এর মধ্যে, দুটি এস পি এস ই[4] ন্যাশনাল কোম্পানী ল ট্রাইব্যুনালে (এন সি এল টি) লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন। টার্নওভারের সেক্টর-ভিত্তিক বিশদ বিবরণী এবং এস পি এস ই-এর জি এস ডি পি-তে টার্নওভারের শতাংশ **সারণী 1.2**-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণী 1.2: কর্মরত এবং নিষ্ক্রিয় এস পি এস ই-এর টার্নওভারের বিবরণী

ক্ষেত্রের নাম (1)	সরকারী কোম্পানী		সংবিধিবদ্ধ নিগম		মোট (6) = (2+3+4+5)	কর্মরত এস পি এস ই গুলির টার্নওভার (কোটি টাকায়) (7)	প্রতি জি এস ডি পি-তে টার্নওভার (শতাংশে) (8)
	(2) কর্মরত	(3) নিষ্ক্রিয়	(4) কর্মরত	(5) নিষ্ক্রিয়			
কৃষি ও সহায়ক	10	01	01	-	12	723.46	0.05
অর্থ	06	01	03	-	10	624.20	0.04
পরিকাঠামো	11	-	01	-	12	1,332.22	0.09
উৎপাদন	09	16	-	-	25	147.56	0.01
বিদ্যুৎ	06	-	-	-	06	43,042.56	2.77
পরিষেবা	11	-	03	01	15	20,099.56	1.29
অন্যান্য	04	-	-	-	04	787.22	0.05
মোট	**57**	**18**	**08**	**01**	**84**	**66,756.78**	**4.29**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

সারণী 1.2 থেকে স্পষ্ট যে, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের এস পি এস ই গুলি 2022-23 সালে জি এস ডি পি-তে যথাক্রমে 2.77 এবং 1.29 শতাংশ অবদান রেখেছিল।

সরকারী কোম্পানী এবং নিগমের ক্ষেত্রে রাজ্যের মোট দেশজ উৎপাদন (জি এস ডি পি)-এর টার্নওভারের একটি অনুপাত রাজ্য অর্থনীতিতে তাদের কার্যকলাপের পরিমাণ দেখায়। কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট (সি এ জি আর) হল একাধিক মেয়াদে বৃদ্ধির হার পরিমাপ করার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি। 2018-23 সময়কালে এস পি এস ই গুলির টার্নওভার থেকে জি এস ডি পি-তে অবদানের হিসাব **সারণী 1.3**-তে দেখানো হয়েছে।

1 *বর্তমান মূল্যে মোট রাষ্ট্রীয় দেশীয় উৎপাদন - 15,54,992 কোটি টাকা। (সূত্র: অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, পশ্চিমবঙ্গ: 2022-23)।*

2 *ওয়েবফিল লিমিটেড, গত নয় বছরে অর্থাৎ 2013-14 থেকে 2022-23 পর্যন্ত যার শেয়ারের কোন লেনদেন হয়নি।*

3 *নিষ্ক্রিয় এস পি এস ই হল যারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।*

4 *পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এবং পালভার অ্যাশ প্রজেক্টস লিমিটেড।*

সারণী 1.3: জি এস ডি পি-তে এস পি এস ই-এর টার্নওভারের অবদান

(কোটি টাকায়)

বিশেষ	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
এস পি এস ই গুলির টার্নওভার	51,264.41	53,805.82	54,521.69	60,649.56	66,756.78
আগের বছরের তুলনায় টার্নওভারের শতকরা পরিবর্তন	16.78	4.96	1.33	11.24	10.10
বর্তমান মূল্যে জি এস ডি পি	11,02,283	12,07,823	13,01,017	15,36,681	15,54,992
আগের বছরের তুলনায় জি এস ডি পি-এর শতকরা পরিবর্তন	7.98	9.57	7.72	18.11	1.19
জি এস ডি পি-তে টার্নওভারের শতকরা ভাগ	4.65	4.45	4.19	3.95	4.29

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

সারণী 1.3 থেকে এটা স্পষ্ট যে, গত পাঁচ বছরে এস পি এস ই গুলির জি এস ডি পি-তে অবদানের পরিমান 3.95 থেকে 4.65 শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। 2022-23 অর্থবর্ষে প্রধান অবদান ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) থেকে 28,608.78 কোটি টাকা (42.85 শতাংশ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পানীয় নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস বি সি এল) 15,298.89 কোটি টাকা (22.91 শতাংশ) এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল) 11,181.28 কোটি টাকা (16.74 শতাংশ)।

2018-19 থেকে 2022-23 পর্যন্ত জি এস ডি পি-এর চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার[5] ছিল 8.78 শতাংশ, একই সময়ে টার্নওভারের চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধি ছিল 8.75 শতাংশ। এর ফলে জি এস ডি পি-তে এস পি এস ই-এর টার্নওভারের শেয়ার 4.65 শতাংশ থেকে 4.29 শতাংশে নেমে এসেছে।

1.2 সরকারী কোম্পানী এবং নিগমে বিনিয়োগ এবং বাজেট সহায়তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার (জি ও ডব্লিউ বি) এস পি এস ই-গুলিতে শেয়ার মূলধন এবং ঋণ হিসাবে বিনিয়োগ করে। এছাড়াও এস পি এস ই গুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য অনুদান ও ভর্তুকি দেওয়া হয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এস পি এস ই গুলিকে দেওয়া ঋণের জন্য গ্যারান্টি প্রদান করে।

1.2.1 এস পি এস ই-তে ইক্যুইটি হোল্ডিং

এস পি এস ই-গুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কিত ইক্যুইটি বিনিয়োগের বিবরণী **সারণী 1.4**-এ দেওয়া হল।

সারণী 1.4: এস পি এস ই গুলির ইক্যুইটিতে রাজ্য সরকারের বিনিয়োগ

ক্ষেত্রের নাম	এস পি এস ই গুলির সংখ্যা	ইক্যুইটি হোল্ডিংস (কোটি টাকায়)			মোট পরিশোধিত শেয়ার মূলধন (কোটি টাকায়)	মোট পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে জি ও ডব্লিউ বি-এর ইক্যুইটি হোল্ডিংস (শতাংশে)
		জি ও ডব্লিউ বি	জি ও আই	অন্যান্য		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4+5)	(7)=(3/6)* 100
কৃষি ও সহায়ক	12	113.25	0.95	3.84	118.04	95.94
অর্থ	10	1,325.78	132.21	6.65	1,464.64	90.52

5 *চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার হল [{(2022-23-এর মান 2017-18-এর মান)^ (1/5 বছর)}-1]*100। 2017-18 অর্থবর্ষের জন্য এস পি এস ই-এর টার্নওভার এবং রাজ্যের জি ডি পি ছিল যথাক্রমে 43,900.12 কোটি টাকা এবং 10,20,868 কোটি টাকা।*

ক্ষেত্রের নাম	এস পি এস ই গুলির সংখ্যা	ইক্যুইটি হোল্ডিংস (কোটি টাকায়)			মোট পরিশোধিত শেয়ার মূলধন (কোটি টাকায়)	মোট পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে জি ও ডব্লিউ বি-এর ইক্যুইটি হোল্ডিংস (শতাংশে)
		জি ও ডব্লিউ বি	জি ও আই	অন্যান্য		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4+5)	(7)=(3/6)* 100
পরিকাঠামো	12	1,973.17	-	5.15	1,978.32	99.74
উৎপাদন	25	417.18	-	12.34	429.53	97.12
বিদ্যুৎ	6	13,467.36	-	5.14	13472.45	99.96
পরিষেবা	15	240.45	5.82	0.67	246.94	97.37
অন্যান্য	4	5.78	-	0.81	6.59	87.71
মোট	**84**	**17,542.97**	**138.98**	**34.60**	**17,716.55**	**99.02**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলি থেকে সংগৃহিত আর্থিক হিসাব বই থেকে সংকলিত)*

উপরের **সারণী 1.4** থেকে স্পষ্ট যে, এস পি এস ই-গুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইক্যুইটি বিনিয়োগ (17,542.97 কোটি টাকা) মোট পরিশোধিত মূলধনের 99 শতাংশ নিয়ে গঠিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইক্যুইটি বিনিয়োগ (95.58 শতাংশ) মূলত তিনটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ছিল যথা বিদ্যুৎ (76.77 শতাংশ), পরিকাঠামো (11.25 শতাংশ) এবং অর্থ (7.56 শতাংশ)। কেন্দ্র সরকারের ইক্যুইটি বিনিয়োগ ছিল 138.98 কোটি টাকা, মূলত অর্থ ক্ষেত্রে (95.13 শতাংশ) এবং অন্যান্যরা[6] প্রধানত উৎপাদন ক্ষেত্রে (35.68 শতাংশ) এস পি এস ই-গুলিতে 34.61 কোটি টাকা ইক্যুইটি হোল্ডিংয়ে অবদান রেখেছিল।

1.2.2 এস পি এস ই গুলিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে

বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কিত এস পি এস ই-গুলিতে জি ও ডব্লিউ বি, জি ও আই এবং অন্যান্য (আর্থিক প্রতিষ্ঠান) দ্বারা প্রদত্ত ঋণের বিবরণী **সারণী 1.5**-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণী 1.5: এস পি এস ই গুলিকে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের বিবরণী

ক্ষেত্রের নাম	এস পি এস ই-এর সংখ্যা	প্রদত্ত ঋণ (কোটি টাকায়)			মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (কোটি টাকায়)	মোট ঋণের স্বাপেক্ষে জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা প্রদত্ত ঋণের শতকরা ভাগ
		জি ও ডব্লিউ বি	জি ও আই	অন্যান্য		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4+5)	(7)=(3/6)* 100
কৃষি ও সহায়ক	12	143.26	0.27	36.8	180.33	79.44
অর্থ	10	54.85	153.27	5,894.79	6,102.91	0.90
পরিকাঠামো	12	178.82	-	0.12	178.94	99.93
উৎপাদন	25	1,983.18	-	37.89	2,021.07	98.13
বিদ্যুৎ	6	607.81	-	19,791.56	20,399.37	2.98
পরিষেবা	15	2,285.35	-	289.50	2,574.85	88.76
অন্যান্য	4	87.13	-	0.48	87.61	99.45
মোট	**84**	**5,340.40**	**153.54**	**26,051.14**	**31,545.08**	**16.93**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলি থেকে সংগৃহিত আর্থিক হিসাব বই থেকে সংকলিত)*

31 মার্চ 2023 পর্যন্ত 84 টি এস পি এস ই-এর মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ছিল 31,545.08 কোটি টাকা (**সারণী 1.5**)। মোট ঋণের মধ্যে, জি ও ডব্লিউ বি থেকে প্রাপ্ত ঋণ ছিল 16.93 শতাংশ এবং বাকি 82.58 শতাংশ 'অন্যান্য' আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া হয়েছিল।

6 *জি ও আই এবং জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা বিনিয়োগ করা ইকুইটি শেয়ার মূলধন ছাড়াও এস পি এস ই-তে ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন বিনিয়োগ করেছে এমন কোম্পানীগুলি।*

জি ও আই 153.54 কোটি টাকা ঋণ হিসাবে বিনিয়োগ করেছে যা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিল উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

84 টি এস পি এস ই-এর মধ্যে 27 টি এস পি এস ই, "জি ও ডব্লিউ বি ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান[7]" থেকে 26,204.68 কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্কগুলি থেকে প্রাপ্ত ঋণ (7,795.59 কোটি টাকা), জি ও ডব্লিউ বি-এর উদ্যোগসমূহ (4,205.54 কোটি টাকা) থেকে প্রাপ্ত ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি (14,203.55 কোটি টাকা[8]) থেকে প্রাপ্ত ঋণ। এর মধ্যে, দুটি এস পি এস ই[9]-এর ব্যবসা সমাপ্তির পথে এবং যাদের বকেয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণের পরিমাণ ছিল 13.41 কোটি টাকা ।

মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণের (26,204.68 কোটি টাকা) মধ্যে, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের অংশ হল 19,791.56 কোটি টাকা (64.08 শতাংশ), যার মধ্যে রয়েছে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত 2,600.79 কোটি টাকা এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত 17,190.77 কোটি টাকার ঋণ।

1.2.3 সম্পদের পর্যাপ্ততা

সম্পদের পর্যাপ্ততার অনুপাত হল একটি সচ্ছলতা অনুপাত যা থেকে একটি কোম্পানীর সম্পদ বিক্রি করে ঋণ/দায় পরিশোধ করার ক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়। একটি কোম্পানীর সম্পদের পরিমান তার স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং দায়বদ্ধতার পরিমান থেকে বেশি হলে তা ঋণদাতাকে ইঙ্গিত করে যে, কোম্পানী তার লিকুইডেশন বা ব্যবসা বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও এটি ধার নেওয়া তহবিলগুলি ফেরত দিতে পারবে। অতএব, একটি উচ্চ সম্পদ পর্যাপ্ততা অনুপাত সহ একটি কোম্পানী কম সম্পদ পর্যাপ্ততা অনুপাত[10] সহ একটি কোম্পানীর তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

সম্পদ পর্যাপ্ততা অনুপাত গণনা করা হয় {(মোট সম্পদ – অস্পর্শনীয় সম্পদ) – (চলতি দায় – দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চলতি বছরের অংশ)}/মোট ঋণ। **সারণী 1.6**-এ এস পি এস ই গুলির 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব বই অনুযায়ী সম্পদ পর্যাপ্ততার অনুপাত দেখায়।

সারণী 1.6: 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব অনুযায়ী এস পি এস ই-এর সম্পদ পর্যাপ্ততার অনুপাত

ক্ষেত্রের নাম	এস পি এস ই-এর সংখ্যা	সম্পদ	অস্পর্শনীয় সম্পদ	বর্তমান দায়	দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চলতি বছরের অংশ	দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	সম্পদ পর্যাপ্ততার অনুপাত
		(কোটি টাকায়)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)={(3-4)-(5-6)}/7
কৃষি ও সহায়ক	12	1,817.59	1.44	1,619.01	-	180.33	1.09
অর্থ	10	14,353.60	0.38	3,469.04	-	6,102.91	1.78

7 জি ও আই এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ (উল্লেখিত সারণী নম্বর 1.5)।

8 পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগম কর্তৃক জারি করা 62.48 কোটি টাকার নন-এস এল আর বন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক জারি করা 2,171.15 কোটি টাকার বন্ড অন্তর্ভুক্ত এবং জি ও আই এর 153.54 কোটি টাকা।

9 লিলি প্রোডাক্টস লিমিটেড (0.41 কোটি টাকা) এবং পালভার অ্যাশ প্রজেক্টস লিমিটেড (13.0 কোটি টাকা)।

10 'সম্পদ পর্যাপ্ততা অনুপাত'কে 'সম্পদ কভারেজ অনুপাত'ও বলা হয়।

ক্ষেত্রের নাম	এস পি এস ই-এর সংখ্যা	সম্পদ	অস্পর্শনীয় সম্পদ	বর্তমান দায়	দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চলতি বছরের অংশ	দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	সম্পদ পর্যাপ্ততার অনুপাত
		(কোটি টাকায়)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)={(3-4)-(5-6)}/7
পরিকাঠামো	12	9,107.69	4.84	1,808.40	35.59	178.94	40.96
উৎপাদন	25	2,167.94	0.04	3,291.81	15.61	2,015.07	(-) 0.55
বিদ্যুৎ	06	97,368.78	1,420.21	42,443.14	6,015.64	20,399.37	2.92
পরিষেবা	15	9,242.55	1.96	9,449.56	162.33	2,574.85	(-) 0.02
অন্যান্য	04	748.46	0.13	493.20	3.05	87.61	2.95
মোট	**84**	**1,34,806.61**	**1,429.00**	**62,574.17**	**6,232.22**	**31,539.08**	**2.44**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

সারণী 1.6 থেকে দেখা যায়, উৎপাদন ও সেবা খাতে এস পি এস ই-এর সম্পদ পর্যাপ্ততার অনুপাত ঋণাত্মক, যা ইঙ্গিত করে যে, এই ক্ষেত্রগুলির এস পি এস ই-রা আর্থিকভাবে সচ্ছল নয় এবং বন্ধ বা লিকুইডেশন হলে তারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। "পরিকাঠামো" ক্ষেত্র, যা প্রধানত তিনটি এস পি এস ই যথা ডব্লিউ বি এইচ আই ডি সি এল[11], ডব্লিউ বি এইচ ডি সি এল এবং ডব্লিউ বি ই আই ডি সি এল[12] নিয়ে গঠিত, তার একটি ভাল সম্পদ পর্যাপ্ততার অনুপাত ছিল 40.96, তারপরেই ছিল 'অন্যান্য' এবং 'বিদ্যুৎ' ক্ষেত্রের সম্পদ পর্যাপ্ততা, যা ছিল যথাক্রমে 2.95 এবং 2.92।

1.2.4 কেন্দ্রীয়/ রাজ্য সরকারের ঋণ এবং ভর্তুকি/ অনুদান সংক্রান্ত তথ্য

রাজ্য সরকার বার্ষিক বাজেটের মাধ্যমে বিভিন্ন আকারে এস পি এস ই-কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। 2020-21 থেকে 2022-23 পর্যন্ত তিন বছরের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত এস পি এস ই-র ক্ষেত্রে ইক্যুইটি, ঋণ এবং অনুদান/ভর্তুকির জন্য প্রতি বাজেটে দেওয়া বরাদ্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণী **সারণী 1.7**-এ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও 2022-23 অর্থবর্ষে তিনটি[13] এস পি এস ই-কে 124.32 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

সারণী 1.7: এস পি এস ই গুলিকে বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণী	2020-21		2021-22		2022-23	
		এস পি এস ই-এর সংখ্যা	পরিমাণ	এস পি এস ই-এর সংখ্যা	পরিমাণ	এস পি এস ই-এর সংখ্যা	পরিমাণ
(i)	ইক্যুইটি মূলধন	2	108.16	2	128.27	4	527.77
(ii)	ঋণ	10	136.31	12	164.46	14	1,171.40

11 *পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড।*

12 *পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এবং পশ্চিমবঙ্গ বৈদ্যুতিন শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড।*

13 *পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানী লিমিটেড: 3.32 কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম : 23 কোটি টাকা এবং নিউ টাউন কলকাতা গ্রীন স্মার্ট সিটি নিগম লিমিটেড: 98 কোটি টাকা।*

ক্রমিক সংখ্যা	বিশেষ	2020-21		2021-22		2022-23	
		এস পি এস ই-এর সংখ্যা	পরিমাণ	এস পি এস ই-এর সংখ্যা	পরিমাণ	এস পি এস ই-এর সংখ্যা	পরিমাণ
(iii)	অনুদান/ভর্তুকি	19	1,715.95	16	2,043.77	14	2,038.90
(iv)	**মোট বরাদ্দ (i+ii+iii)**		**1,960.42**		**2,336.50**		**3,738.07**
(v)	ঋণ পরিশোধ মকুব	-	-	-	-	-	-
(vi)	ইক্যুইটিতে রূপান্তরিত ঋণ	-	-	-	-	-	-
(vii)	জারি করা গ্যারান্টি	-	-	-	-	1	1,000
(viii)	প্রতিশ্রুত গ্যারান্টি	3	3,718.16	3	6,031.11	4	8,886.22

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব এবং অধ্যায়-I-এর তথ্য)*

সারণী 1.7 থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গত তিন বছরে জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা এস পি এস ই-তে ইক্যুইটি বিনিয়োগ 108.16 কোটি টাকা (2020-21) থেকে উল্লেখযোগ্য হরে বেড়ে হয়েছে 527.77 কোটি টাকা (2022-23)। এক বছরের মধ্যেই রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল)-এ যথাক্রমে 100 কোটি টাকা এবং 386.45 কোটি টাকার ইক্যুইটি বিনিয়োগ করেছে। অনুদান/ভর্তুকিও 2020-21 অর্থবর্ষে 1,716 কোটি টাকা থেকে বেড়ে 2022-23 অর্থবর্ষে 2,039 কোটি টাকা হয়েছে।

1.2.5 এস পি এস ই-এর বিনিয়োগ, পুনর্গঠন ও বেসরকারীকরণ এবং এস পি এস ই-তে সংস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালন দক্ষতার উন্নতির জন্য এবং তাদের জনশক্তি/সম্পদকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করার জন্য এস পি এস ই-গুলিকে পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2017)। তদনুসারে, ওয়েস্টিংহাউস স্যাক্সবি ফার্মার্স লিমিটেডের সাথে ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (বি ই এল)-এর একীভূতকরণ এপ্রিল 2016 থেকে কার্যকরী হয়েছিল যা ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল 16 সেপ্টেম্বর 2022 তারিখে । এছাড়াও, 2019 সালের নভেম্বর মাসে ন্যাশনাল কোম্পানী ল ট্রাইব্যুনালের (এন সি এল টি) আদেশবলে আরেকটি এস পি এস ই অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি টি ডি সি এল) বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং অফিসিয়াল লিকুইডেটর, কলকাতা হাইকোর্ট ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর সম্পদ এবং অন্যান্য বিষয়গুলির অধিকার গ্রহণ করেছিল 02 জানুয়ারী 2020 তারিখে। এন সি এল টি অন্য একটি এস পি এস ই যথা পালভার অ্যাশ প্রজেক্ট লিমিটেড কে বন্ধ করার জন্য সরকারের আবেদন গ্রহণ করেছিল এবং 14 সেপ্টেম্বর 2022 তারিখে একজন অস্থায়ী লিকুইডেটর নিয়োগ করা হয়েছিল।

1.3 সরকারী কোম্পানী এবং নিগম থেকে রিটার্ন

1.3.1 এস পি এস ই গুলি দ্বারা অর্জিত মুনাফা

সরকারী কোম্পানী এবং সংবিধিবদ্ধ নিগমের আর্থিক অবস্থার এবং কাজের ফলাফলের বিশদ বিবরণী ***পরিশিষ্ট-1***-এ দেওয়া হয়েছে। 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব

অনুযায়ী, 65 টি কর্মরত এস পি এস ই-এর মধ্যে 34 টি এস পি এস ই 1,714.37 কোটি টাকা লাভ করেছে যেখানে 31 টি এস পি এস ই 832.43 কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। এস পি এস ই দ্বারা অর্জিত মুনাফা **সারণী 1.8**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 1.8: এস পি এস ই গুলি দ্বারা অর্জিত লাভ

(কোটি টাকায়)

ক্ষেত্রের নাম	কর্মরত এস পি এস ই	করের পরে লাভ
কৃষি ও সহায়ক	8	78.41
অর্থ	5	64.13
পরিকাঠামো	9	61.80
উৎপাদন	1	1.89
বিদ্যুৎ	5	1,348.81
পরিষেবা	4	57.79
অন্যান্য	2	101.54
মোট	**34**	**1,714.37**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

2022-23 অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকার বেশি মুনাফা অর্জনকারী এস পি এস ই গুলির তালিকা নীচের **সারণী 1.9**-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণী 1.9 : 2022-23 অর্থবর্ষে 50 কোটি টাকার বেশি মুনাফা অর্জনকারী এস পি এস ই গুলির তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	এস পি এস ই-এর নাম	সর্বমোট লাভ (কোটি টাকায়)
1	পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থ নিগম লিমিটেড	53.13
2	পশ্চিমবঙ্গ পাঠ্যপুস্তক নিগম লিমিটেড	59.59
3	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	347.45
4	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানী লিমিটেড	970.25
মোট		**1,430.42**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

এটি দেখা যায় যে, 2022-23 সালে 34টি এস পি এস ই দ্বারা অর্জিত মোট মুনাফার 83.44 শতাংশ অবদান রেখেছে এই চারটি এস পি এস ই।

1.3.2 এস পি এস ই গুলি দ্বারা প্রদত্ত লভ্যাংশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো বিবৃত লভ্যাংশ নীতি নেই। এস পি এস ই দ্বারা অর্জিত মুনাফা এবং লভ্যাংশ, **সারণী 1.10**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 1.10: এস পি এস ই গুলি দ্বারা অর্জিত লাভ এবং লভ্যাংশ প্রদান করা হয়

(কোটি টাকায়)

ক্ষেত্রের নাম	কর্মরত এস পি এস ই		জি ও ডব্লিউ বি-কে দেওয়া লভ্যাংশ
		(কোটি টাকায়)	
কৃষি ও সহায়ক	8	78.41	-
অর্থ	5	64.13	-
পরিকাঠামো	9	61.80	4.68
উৎপাদন	1	1.89	-
বিদ্যুৎ	5	1,348.81	77.39
পরিষেবা	4	57.79	-
অন্যান্য	2	101.54	0.55
মোট	**34**	**1,714.37**	**82.62**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

উপরের **সারণী 1.10** থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 34 টি এস পি এস ই মোট 1,714.37 কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র 82.62 কোটি টাকার (অর্জিত মুনাফার 4.8 শতাংশ) লভ্যাংশ পেয়েছে। অর্থ ক্ষেত্রের এস পি এস ই গুলি 64.13 কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করা সত্ত্বেও, তারা সরকারকে লভ্যাংশ দেয়নি। 2022-23 অর্থবর্ষে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে থেকে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানী লিমিটেড, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে থেকে ম্যাকিনটোস বার্ন লিমিটেড এবং 'অন্যান্য' ক্ষেত্রে থেকে সরস্বতী প্রেস লিমিটেড যথাক্রমে, 77.39 কোটি টাকা, 4.68 কোটি টাকা এবং 0.55 কোটি টাকা সরকারকে লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করেছে।

1.4 ঋণ পরিষেবা এবং আইনি সম্মতি

1.4.1 সুদের পর্যাপ্ততা অনুপাত

সুদ পর্যাপ্ততা অনুপাত, এস পি এস ই-এর বকেয়া ঋণের উপর সুদ পরিশোধ করার ক্ষমতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি এস পি এস ই-এর সুদ এবং কর প্রদানের আগের (ই বি আই টি) মোট উপার্জনকে ওই সময়ের সুদ বাবদ খরচ দ্বারা ভাগ করার মাধ্যমে গণনা করা হয়। সুদ পর্যাপ্ততা অনুপাত যত কম হবে এস পি এস ই-এর বকেয়া পরিশোধের ক্ষমতা তত কম হবে। এক-এর নিচে সুদ পর্যাপ্ততা অনুপাত বোঝায় যে, এস পি এস ই গুলো তার সুদের খরচ বহন করার মতো উপার্জন করতে পারছে না। 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত করা সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী এস পি এস ই গুলির সুদের বোঝার ক্ষেত্রে সুদের কভারেজ অনুপাতের (আই সি আর) সেক্টর ভিত্তিক বিবরণী নীচের **সারণী 1.11**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 1.11: প্রতিটি এস পি এস ই সম্পর্কিত সুদ পর্যাপ্ততার অনুপাত

(কোটি টাকায়)

ক্ষেত্রের নাম	সুদের খরচ সহ কর্মরত এস পি এস ই-এর সংখ্যা	সুদ এবং কর দানের আগে আয় (ই বি আই টি)	সুদ	ক্ষেত্র আই সি আর
		(কোটি টাকায়)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3/4)
কৃষি ও সহায়ক	02	6.88	32.10	0.21
অর্থ	05	390.79	308.41	1.27
পরিকাঠামো	05	(-) 7.67	9.81	(-) 0.78

ক্ষেত্রের নাম	সুদের খরচ সহ কর্মরত এস পি এস ই-এর সংখ্যা	সুদ এবং কর দানের আগে আয় (ই বি আই টি)	সুদ	ক্ষেত্র আই সি আর
		(কোটি টাকায়)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3/4)
উৎপাদন	08	(-) 71.19	100.71	(-) 0.71
বিদ্যুৎ	04	4,894.07	3,310.78	1.48
পরিষেবা	08	(-) 110.46	375.56	(-) 0.29
অন্যান্য	04	132.35	12.02	11.01
মোট	**36**	**5,234.77**	**4,149.39**	**1.26**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

65টি কর্মরত এস পি এস ই-এর মধ্যে, 36টি এস পি এস ই-এর 2022-23-এর মধ্যে ঋণের সুদের জন্য 4,149.39 কোটি বকেয়া ছিল, যেমনটি উপরের **সারণী 1.11**-এ নির্দেশিত হয়েছে। ‘অন্যান্য’ ক্ষেত্রের এস পি এস ই গুলির পাশাপাশি ‘কৃষি ও সহযোগী’ ক্ষেত্র তাদের সুদের ব্যয় মেটাতে পর্যাপ্ত রাজস্ব তৈরি করেছে। যাইহোক, ‘উৎপাদন’ ক্ষেত্রের এবং ‘পরিষেবা’ ক্ষেত্রের অধীনের এস পি এস ই ঋণাত্মক রাজস্ব তৈরি করেছে এবং তারা তাদের সুদের খরচ মেটাতে অক্ষম ছিল।

1.4.2 মূল ঋণ পরিশোধ এবং সুদের চার্জ প্রদান

30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব অনুসারে তাদের ঋণ এবং ঋণ পরিশোধের বিবরণী (সুদ সহ) **সারণী 1.12**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 1.12: 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত তাদের সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব অনুযায়ী এস পি এস ই গুলি দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এবং সুদের পরিশোধ

ক্ষেত্রের নাম	রাজ্য সরকার ছাড়া অন্য উৎস থেকে ঋণ			রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ঋণ		
	বকেয়া ঋণ	মূলধন পরিশোধ	সুদ পরিশোধ	বকেয়া ঋণ	মূলধন পরিশোধ	সুদ পরিশোধ
	(কোটি টাকায়)					
কৃষি ও সহায়ক	37.07	10.00	10.00	143.26	-	-
অর্থ	6,048.06	-	-	54.85	-	-
পরিকাঠামো	0.12	-	3.29	178.82	-	7.22
উৎপাদন	37.89	-	6.12	1983.18	-	41.40
বিদ্যুৎ	19,791.56	814.30	2,995.05	607.81	53.73	44.18
পরিষেবা	289.50	-	51.13	2,285.35	50.00	66.75
অন্যান্য	0.48	-	-	87.13	-	0.78
মোট	**26,204.68**	**824.30**	**3,065.59**	**5,340.40**	**103.73**	**160.33**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

সারণী 1.12 থেকে দেখা যায় যে, ঋণের মূল এবং সুদের পরিশোধের বড় অংশটি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের এস পি এস ই গুলি থেকে ছিল, এবং তা ছিল 868.03 কোটি এবং 3,039.23 কোটি টাকা, যথাক্রমে যা ছিল মোট পরিশোধেয় ঋণের 93.53 শতাংশ এবং মোট পরিশোধেয় সুদের 94.21 শতাংশ। পরিষেবা সেক্টরের এস পি এস ই গুলি 117.88 কোটি টাকার সুদ প্রদান করেছে, যা সুদের মোট পরিশোধের মাত্র 3.65 শতাংশ।

1.4.3 এস পি এস ই-এর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিতরণ করা বকেয়া ঋণ

2006-07 থেকে 2022-23 (সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত) অর্থবর্ষের জন্য 84 টি এস পি এস ই-এর কাছ থেকে প্রাপ্ত সাম্প্রতিক চূড়ান্ত হিসাব অনুসারে, 47 টি এস পি এস ই-এর ক্ষেত্রে, যার মধ্যে 12,881.17 কোটি টাকার (মুলরাশি: 5,340.40 কোটি টাকা এবং সুদ: 7,540.77 কোটি টাকা) ঋণ বকেয়া রয়েছে (**সারণী 1.13**)। এটি তাৎপর্য পূর্ণ এই কারণে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ এস পি এস ই-এর (56 শতাংশ) ঋণ পরিশোধ বকেয়া আছে। 84 টি এস পি এস ই-এর মধ্যে 62 টির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাবের (2022-23 অর্থবর্ষের জন্য) অনুপলব্ধতার কারণে, বকেয়া পরিশোধের চূড়ান্ত অবস্থান জানা যায়নি।

সারণী 1.13: সরকার কর্তৃক রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহগুলিকে (এস পি এস ই) প্রদত্ত বকেয়া ঋণের স্থিতি

ক্রমিক সংখ্যা	যে সময়কাল পর্যন্ত চূড়ান্ত হিসাব উপলব্ধ	এস পি এস ই-এর সংখ্যা যারা তাদের চূড়ান্ত হিসাব জমা দিয়েছে	এস পি এস ই-এর সংখ্যা যার ঋণ পরিশোধ বকেয়া ছিল	বকেয়া মুলরাশি	বকেয়া সুদ
				(কোটি টাকায়)	
1.	2022-23	22	12	1,287.92	2,076.99
2.	2021-22	36	20	3,504.21	4,887.34
3.	2020-21	7	4	79.70	111.02
4.	2019-20	3	1	10.84	7.78
5.	2018-19	7	3	191.82	338.32
6.	2017-18	2	1	4.81	0.15
7.	2016-17	3	3	124.84	10.18
8.	2015-16	1	-	-	-
9.	2012-13	1	1	26.78	25.99
10.	2007-08	1	1	26.69	47.43
11.	2006-07	1	1	82.79	35.57
মোট		**84**	**47**	**5,340.40**	**7,540.77**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

ডি পি এল জানিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 391.69 কোটি টাকার সরকারী ঋণকে ইক্যুইটিতে রূপান্তরিত করার অনুমোদন দিয়েছে, যা ঋণ পরিশোধ হিসাবে সরকারকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এবং ডি পি এল গ্যারান্টি কমিশন দেয়নি। 2022-23 অর্থবর্ষে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 5.23 কোটি টাকার মুলরাশি, এবং 1.72 কোটি টাকার সুদ পরিশোধ করেছে, যেখানে ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল 48.50 কোটি টাকা মুলরাশি এবং সুদ হিসাবে 42.46 কোটি টাকা পরিশোধ করেছে।

1.5 সরকারী কোম্পানীর পরিচালন দক্ষতা

1.5.1 পরিচালন এবং অ-পরিচালন কার্যক্রম থেকে উৎপাদন করা লাভের বিশ্লেষণ

পরিচালন আয় হল কোম্পানীর মূল ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে উৎপন্ন আয়। অ-পরিচালন আয়ের মধ্যে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ বা মূল ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কহীন কারণগুলির

দ্বারা উৎপন্ন লাভ এবং ক্ষতি (ব্যয়) অন্তর্ভুক্ত। **সারণী 1.14**-এ 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত তাদের সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব বই অনুসারে সমস্ত কর্মরত এস পি এস ই-এর পরিচালন আয় এবং অ-পরিচালন আয়ের[14] ক্ষেত্র ভিত্তিক বিবরণী দেখানো হল।

সারণী 1.14: এস পি এস ই-এর কার্যক্রম এবং অন্যান্য আয় থেকে ক্ষেত্র ভিত্তিক বিশদ বিবরণী

ক্ষেত্রের নাম	কর্মরত এস পি এস ই-এর সংখ্যা	টার্নওভার/অপারেশন থেকে রাজস্ব	রাজ্য সরকারের ভর্তুকি	অন্যান্য আয়	মোট রাজস্ব	মোট রাজস্বের % হিসাবে টার্নওভার
		(কোটি টাকায়)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4+5)	(7)=(3/6)*100
কৃষি ও সহায়ক	11	723.46	84.59	103.89	911.94	79.33
অর্থ	9	624.20	13.56	186.47	824.23	75.73
পরিকাঠামো	12	1,332.22	-	166.55	1,498.77	88.89
উৎপাদন	9	132.11	-	30.20	162.31	81.39
বিদ্যুৎ	6	43,042.56	770.96	2,032.22	45,845.74	93.89
পরিষেবা	14	20,099.56	963.81	116.96	21,180.33	94.90
অন্যান্য	4	787.22	-	7.04	794.26	99.11
মোট	**65**	**66,741.33**	**1,832.92**	**2,643.33**	**71,217.58**	**93.72**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

সারণী 1.14 থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অর্থ, কৃষি ও সহায়ক, এবং উৎপাদন খাতে এস পি এস ই গুলির পরিচালন আয় তাদের মোট রাজস্বের 75.73 থেকে 81.39 শতাংশ পর্যন্ত, যা পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ এবং পরিষেবা গুলির মতো অন্যান্য খাতের তুলনায় কম, যেগুলি প্রায় 88.89 থেকে 94.90 শতাংশ অবদান রাখে। 65টি কর্মরত এস পি এস ই-এর মধ্যে নয়টির পরিচালন আয় ছিল না, যা নির্দেশ করে যে, তাদের মূল কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে পরিকাঠামো, পরিষেবা এবং উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে দুটি করে ও কৃষি, অর্থ এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের প্রতিটি থেকে একটি করে এস পি এস ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিদ্যুৎ এবং পরিষেবা ক্ষেত্র ভর্তুকির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পেয়েছে, যা বিতরণ করা মোট ভর্তুকির পরিমাণের যথাক্রমে 42.06 এবং 52.58 শতাংশ। সেবা ক্ষেত্রে ভর্তুকির একটি বড় অংশ পাঁচটি পরিবহন নিগমকে[15] দেওয়া হয়েছে।

1.5.2 বিনিয়োজিত মূলধনের প্রতিদান

বিনিয়োজিত মূলধনের প্রতিদান (আর ও সি ই) হল এমন একটি অনুপাত যা কোন কোম্পানীর মুনাফা এবং দক্ষতার সাথে যে মূলধন নিযুক্ত তা পরিমাপ করে। আর ও সি ই গণনা করা হয় একটি কোম্পানীর সুদ এবং কর প্রদানের আগে কোম্পানীর আয়ের (ই বি আই টি) সাথে বিনিয়োজিত মূলধন ভাগ করে।

[14] *অপারেটিং আয় "অপারেশনস/টার্নওভার থেকে রাজস্ব" নামেও পরিচিত এবং অ-পরিচালন আয় বলতে "অন্যান্য আয়" বোঝায়।*

[15] *(i) কলকাতা রাজ্য পরিবহন নিগম (ii) ক্যালকাটা ট্রামওয়ে কোম্পানী লিমিটেড (iii) দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম (iv) উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম এবং (v) পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগম লিমিটেড।*

বিনিয়োজিত মূলধন হল একটি কোম্পানীর ব্যবসায় বিনিয়োগ করা মোট অর্থ। এটি গণনা করা হয় মোট সম্পদ *বিয়োগ* চলতি দায় বা শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল *যোগ* দীর্ঘমেয়াদী দায় হিসাবে। ঋণাত্মক বিনিয়োজিত মূলধন এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে একটি কোম্পানীর চলতি দায় তার মোট সম্পদের চেয়ে বেশি।

30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত তাদের সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব অনুযায়ী কর্মরত এস পি এস ই গুলির আর ও সি ই-এর বিবরণী, **সারণী 1.15**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 1.15: কর্মরত এস পি এস ই-এর নিয়োগকৃত মূলধনের উপর রিটার্ন

ক্ষেত্রের নাম	কর্মরত এস পি এস ই-এর সংখ্যা	ই বি আই টি	নিযুক্ত মূলধন	আর ও সি ই (শতাংশে)
		(কোটি টাকায়)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3/4)*100
কৃষি ও সহায়ক	11	79.41	250.74	31.67
অর্থ	9	399.16	9,410.47	4.24
পরিকাঠামো	12	43.66	3,275.42	1.33
উৎপাদন	9	(-)71.92	(-) 677.75	-
বিদ্যুৎ	6	4,894.08	39,527.73	12.38
পরিষেবা	14	(-)54.93	(-) 5,465.09	-
অন্যান্য	4	132.35	250.29	52.88
মোট	**65**	**5,421.81**	**46,571.81**	**11.64**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

সারণী 1.15 থেকে, এটি বলা যেতে পারে যে, "অন্যান্য" ক্ষেত্রের (52.88 শতাংশ) এবং কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রের (31.67 শতাংশ) এস পি এস ই গুলি উচ্চ প্রতিদান তৈরি করেছে যেখানে উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর প্রতিদান ঋণাত্মক এসেছে। উৎপাদন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে আর ও সি ই গণনা করা যায়নি, কারণ এতে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমান ঋণাত্মক ছিল।

1.5.3 এস পি এস ই দ্বারা ইক্যুইটির ওপর প্রতিদান

ইক্যুইটির ওপর প্রতিদান (আর ও ই) হল আর্থিক কর্মক্ষমতার একটি পরিমাপ, যা ব্যবস্থাপকগণ মুনাফা অর্জনের জন্য কতটা কার্যকরীভাবে শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল ব্যবহার করেছে এবং এটা গণনা করা হয় নীট আয়কে (অর্থাৎ কর প্রদানের পরে নীট মুনাফা) শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল দ্বারা ভাগ করে, যা শতাংশ হিসাবে দেখানো হয়।

কোন কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল গণনা করা হয় শেয়ার আবেদন মূল্য সহ আদায়ীকৃত মূলধন ও পুঞ্জীভূত ক্ষতি এবং বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় বাদে মুক্ত সঞ্চয় যোগ করে। শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল ইক্যুইটি হিসাবেও পরিচিত। একটি ধনাত্মক শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটির তার দায়বদ্ধতাগুলি মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে যেখানে ঋণাত্মক শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির অর্থ দায়গুলি সম্পত্তিকে ছাপিয়ে গেছে। যদি একটি কোম্পানীর পুঞ্জীভূত ক্ষতি তার শেয়ার মূলধনের চেয়ে বেশি হয়, তবে তার শেয়ারহোল্ডারের তহবিল ঋণাত্মক হয়।

30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত তাদের সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাবে সমস্ত কর্মরত এস পি এস ই-এর ক্ষেত্রে গণনা করা সেক্টর-ভিত্তিক আর ও ই **সারণী 1.16**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 1.16: ইক্যুইটির উপর প্রতিদান

ক্ষেত্রের নাম	কর্মরত এস পি এস ই-এর সংখ্যা	কর দানের পরে সর্বমোট লাভ/ক্ষতি (কোটি টাকায়)	শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল[16] (কোটি টাকায়)	ইক্যুইটিতে রিটার্ন যান (শতাংশে)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3/4)*100
কৃষি ও সহায়ক	11	16.38	178.13	9.20
অর্থ	9	59.75	3,312.37	1.80
পরিকাঠামো	12	(-) 8.29	3,096.48	-
উৎপাদন	9	(-) 172.86	(-) 1,500.18	-
বিদ্যুৎ	6	1,348.64	19,128.36	7.05
পরিষেবা	14	(-) 446.87	(-) 8,023.09	-
অন্যান্য	4	85.19	162.68	52.37
মোট	**65**	**881.94**	**16,354.75**	**5.39**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

এস পি এস ই-এর ইক্যুইটির সর্বোচ্চ প্রতিদান ছিল 'অন্যান্য' ক্ষেত্রে। এটি দুটি এস পি এস ই যথা, সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (26.68 শতাংশ) এবং পশ্চিমবঙ্গ পাঠ্যপুস্তক নিগম লিমিটেড[17] (24 শতাংশ)-এর ভাল ফলাফলের কারণে হয়েছে। অন্যদিকে পরিকাঠামো, উৎপাদন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল বা কর দানের পরে সর্বমোট লাভ ঋণাত্মক হওয়ার কারণে তাদের আর ও ই গণনা করা যায়নি।

1.6 লোকসান বহনকারী এস পি এস ই

1.6.1 লোকসান হয়েছে

30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত তাদের সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব অনুযায়ী যে এস পি এস ই-গুলি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তাদের ক্ষেত্র-ভিত্তিক তথ্য **সারণী 1.17**-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 1.17: শেষ নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এমন এস পি এস ই

ক্ষেত্রের নাম	কর্মরত এস পি এস ই গুলির সংখ্যা যা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে	কর দানের পরে ক্ষতি (কোটি টাকায়)
কৃষি ও সহায়ক	5	(-) 36.72
অর্থ	2	(-) 29.69
পরিকাঠামো	3	(-) 70.09
উৎপাদন	8	(-) 174.75
বিদ্যুৎ	1	(-) 0.17
পরিষেবা	10	(-) 504.66
অন্যান্য	2	(-) 16.35
মোট	**31**	**(-) 832.43**

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

16 *'পেইড-আপ' প্রতিনিধিত্ব করে ভাগ মূলধন 'প্লাস' বিনামূল্যে মজুদ এবং উদ্বৃত্ত 'বিয়োগ' জমে ক্ষতি 'বিয়োগ স্থগিত রাজস্ব ব্যয়'।*

17 *সরস্বতী প্রেস লিমিটেডের অধীন প্রতিষ্ঠান।*

সারণী 1.17-তে দেখানো হয়েছে যে, পরিষেবা খাতের অধীনে থাকা এস পি এস ই গুলি সর্বাধিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে যার পরেই আছে উৎপাদন এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রের এস পি এস ই গুলি।

পরিষেবা খাতের অধীনে যে এস পি এস ই গুলি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলি হল সি এস টি সি[18] (135.05 কোটি টাকা), এস বি এস টি সি[19] (109.43 কোটি টাকা) এবং ডব্লিউ বি টি সি[20] (91.71 কোটি টাকা)। একইভাবে, গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই নিগম লিমিটেড (65.83 কোটি টাকা) এবং শালিমার ওয়ার্কস (1980) লিমিটেড (34.78 কোটি টাকা) উৎপাদন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (43.02 কোটি টাকা) এবং পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (26.06 কোটি টাকা) পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

1.6.2 এস পি এস ই গুলিতে নীট মূল্য/ মূলধনের ক্ষয়

'নীট মূল্য' বলতে আদায়ীকৃত মূলধন এবং মুক্ত সঞ্চয় ও উদ্বৃত্তের মোট যোগফল থেকে পুঞ্জীভূত ক্ষতি এবং বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের বিয়োগফলকে বোঝায়। মূলত, এটি একটি পরিমাপ যা শেয়ারহোল্ডারদের কাছে সংস্থাটি কতটা মূল্যবান তা যাচাই করে এবং এটি শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। একটি ঋণাত্মক নীট মূল্য নির্দেশ করে যে, শেয়ারহোল্ডারদের সমস্ত বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত ক্ষতি এবং বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় দরুন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। **সারণী 1.18** মোট আদায়ীকৃত মূলধন, মুক্ত সঞ্চয়, পুঞ্জীভূত ক্ষতি সহ রিজার্ভ ও সারপ্লাস এবং সেই এস পি এস ই গুলির নীট মূল্য নির্দেশ করে, যাদের নীট মূল্য ঋণাত্মক হয়েছে।

সারণী 1.18 ঋণাত্মক সর্বমোট মূল্য আছে এমন এস পি এস ই-এর ক্ষেত্র ভিত্তিক বিবরণী

ক্ষেত্রের নাম	এস পি এস ই-এর সংখ্যা	পরিশোধিত মূলধন	বিনামূল্যে রিজার্ভ	রিজার্ভ এবং উদ্বৃত্ত	শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল/ সর্বমোট মূল্য
		(কোটি টাকায়)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4+5)
কৃষি ও সহায়ক	5	85.99	0.61	(-) 750.80	(-) 664.20
অর্থ	2	51.96	-	(-) 182.51	(-) 130.55
উৎপাদন	22	420.98	11.14	(-) 4,708.77	(-) 4,264.88[21]
বিদ্যুৎ	3	1,820.38	-	(-) 3,550.34	(-) 1,729.96
পরিষেবা	7	53.81	813.96	(-) 9,583.51	(-) 8,715.74
অন্যান্য	2	0.99	-	(-) 243.81	(-) 242.82
মোট	**41**	**2,434.11**	**825.71**	**(-) 19,019.72**	**(-) 15,748.15**

(**উৎস:** *এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব*)

সারণী 1.18 থেকে এটা স্পষ্ট যে, 41 টি এস পি এস ই (84 টি এস পি এস ই-এর মধ্যে) এর ঋণাত্মক নীট মূল্য ছিল (-) 15,748.15 কোটি টাকা। 41 টি এস পি এস ই-এর মধ্যে,

18 *কলকাতা রাজ্য পরিবহন নিগম।*

19 *দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম।*

20 *পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম।*

21 *'ন্যাশনাল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানী (1984) লিমিটেড'-এর 11.50 কোটি টাকার শেয়ার ওয়ারেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ রসিদ এবং উৎপাদন ক্ষেত্রের অন্তর্গত দ্য ইনফিউশনস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের 0.27 কোটি টাকা বিবেচনা করা হয়।*

24 টি কর্মরত এস পি এস ই-এর নীট মূল্য ছিল (-) 12,596.65 কোটি টাকা যেখানে 17 টি নিষ্ক্রিয় এস পি এস ই-এর (রাজ্যের মোট 19 টি নিষ্ক্রিয় এস পি এস ই-এর মধ্যে) নীট মূল্য ছিল (-) ₹ 3,151.48 কোটি টাকা ।

41 টি এস পি এস ই যাদের ঋণাত্বক নীট মূল্য রয়েছে এর মধ্যে, উৎপাদন ক্ষেত্রের 22 টি এস পি এস ই এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের সাতটি এস পি এস ই তাদের নীট মূল্য যথাক্রমে (-) 4,264.88 কোটি টাকা এবং (-) 8,715.74 কোটি টাকা অবলোপন করেছে।

যে এস পি এস ই গুলির নীট মূল্যের পরিমান সর্বাধিক ছিল সেগুলি হল (i) কলকাতা রাজ্য পরবহন নিগম (3,003 কোটি টাকা) (ii) পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম (2,967 কোটি টাকা) এবং (iii) দুর্গাপুর প্রকল্প লিমিটেড (1,726 কোটি টাকা)।

এই 41 টি এস পি এস ই-এর জন্য, রাজ্য সরকার যথাক্রমে 2,415 কোটি টাকা এবং 4,383 কোটি টাকা ইক্যুইটি এবং ঋণ দিয়েছিল।

এই 19 টি এস পি এস ই-এর মোট সম্পত্তি এবং মোট দায় ছিল 199.81 কোটি টাকা যা ঋণাত্বক সঞ্চিতি ও উদবৃত্ত সমন্বয়ের পরে হয়েছিল।

এই 41 টি এস পি এস-এর কর-পরবর্তী নীট লোকসান হল (-) 919.63 কোটি টাকা। (-) 919.63 কোটি টাকার ক্ষতির মধ্যে, দুটি ক্ষেত্র যেমন, উৎপাদন ক্ষেত্র {(-) 361.89 কোটি টাকা} এবং পরিষেবা ক্ষেত্র {(-) 461.34 কোটি টাকা} মোট 823.23 কোটি টাকা লোকসান বহন করেছে।

ভারতের মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের তদারকির ভূমিকা

1.7 এস পি এস ই-এর সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা

সরকারী কোম্পানীর আর্থিক বিবৃতি {কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 2 (45)-এ সংজ্ঞায়িত} সি এ জি দ্বারা ধারা 139 (5) বা (7) অনুযায়ী নিযুক্ত সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা নিরীক্ষিত হয় এবং তারা ধারা 143(5)-এর অধীনে কোম্পানীর আর্থিক বিবৃতি সহ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সি এ জি-কে জমা দেয়। এই আর্থিক বিবৃতিগুলি ধারা 143 (6)-এর অধীনে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে সি এ জি দ্বারা সম্পূরক নিরীক্ষার আওতাধীন।

সংবিধিবদ্ধ নিগমগুলির নিরীক্ষা তাদের নিজ নিজ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। আটটি কর্মরত সংবিধিবদ্ধ নিগমের মধ্যে, সি এ জি হল ছয়টি নিগমের[22] একমাত্র নিরীক্ষক। বাকি দুটি[23] কর্মরত সংবিধিবদ্ধ নিগমের ক্ষেত্রে আর্থিক নিরীক্ষা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা এবং সম্পূরক নিরীক্ষা সি এ জি দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি অকর্মরত নিগমের ক্ষেত্রে, যথা, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল অথরিটি, সি এ জি-কে আইন অনুযায়ী আর্থিক নিরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় নি।

1.8 এস পি এস ই গুলি দ্বারা হিসাব জমা দেওয়া

1.8.1 সময়মত হিসাব জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 394 অনুসারে, একটি সরকারী কোম্পানীর কার্যকলাপের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তার বার্ষিক সাধারণ সভার (এ জি এম) তিন মাসের মধ্যে প্রস্তুত করতে হয় এবং প্রস্তুতির পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি

[22] *(i) কলকাতা রাজ্য পরিবহন নিগম (ii) দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম (iii) উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম (iv) পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও অর্থ নিগম (v) পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ নিগম এবং (vi) পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম।*

[23] *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পণ্যাগার নিগম এবং পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগম।*

অনুলিপি এবং সি এ জি দ্বারা করা সম্পূরক নিরীক্ষার মন্তব্য সহ রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি রাজ্য বাজেট থেকে কোম্পানী গুলিতে বিনিয়োগ করা পাবলিক ফান্ডের ব্যবহারের উপর প্রয়োজনীয় আইনী নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 96 অনুযায়ী প্রতিটি কোম্পানীকে প্রতি ক্যালেন্ডার বছরে একবার শেয়ারহোল্ডারদের একটি এ জি এম করতে হয়। এটি আরও বলে যে, পরপর দুটি এ জি এম-এর তারিখের মধ্যে 15 মাসের বেশি সময় থাকবে না। কোম্পানী আইন, 2013-এর 129 ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিটি বিবেচনার জন্য উক্ত এ জি এম-এ উপস্থাপন করতে হবে।

কোম্পানী আইন 2013-এর ধারা 129(7) অনুসারে কোম্পানী আইন 2013-এর ধারা 129-এর বিধানগুলি না মেনে চলার জন্য দায়ী কোম্পানীর পরিচালক সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর জরিমানা এবং কারাদণ্ডের বিধান রাখে। উপরোক্ত আদেশাবলী থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন এস পি এস ই-এর বার্ষিক হিসাব মুলতুবি ছিল এবং 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত বকেয়া ছিল, যা নিয়ে **অনুচ্ছেদ 1.8.2**-এ আলোচনা করা হয়েছে।

1.8.2 এস পি এস ই গুলি দ্বারা হিসাব প্রস্তুতে সময়োপযোগীতা

2022-23 অর্থবর্ষের জন্য 84 টি এস পি এস ই-এর চূড়ান্ত হিসাবগুলি 30 সেপ্টেম্বর 2023-এর মধ্যে জমা দিতে হবে। 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 31 মার্চ 2023-এ শেষ হওয়া বিগত পাঁচটি অর্থবর্ষে সমস্ত এস পি এস ই-এর চূড়ান্ত হিসাব জমা দেওয়ার বকেয়া বিবরণী, **সারণী 1.19**-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণী 1.19: সমস্ত এস পি এস ই-এর হিসাব জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বকেয়া বিবরণী

অর্থবর্ষ	হিসাব		1 বছর পর্যন্ত বিলম্বিত হিসাব		2-3 বছরের জন্য বিলম্বিত হিসাব		4-5 বছর বিলম্বিত হিসাব		5 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিলম্বিত হিসাব		বকেয়া হিসাব সহ এস পি এস ই-এর সংখ্যা	
	এস পি এস ই	হিসাব	এস পি এস ই	হিসাব	এস পি এস ই	হিসাব	এস পি এস ই	হিসাব	এস পি এস ই	হিসাব	এস পি এস ই	হিসাব
2018-19	35	35	30	30	08	17	05	21	06	52	49	120
2019-20	07	07	53	53	14	32	05	23	06	58	78	166
2020-21	25	28	32	32	16	38	06	26	07	69	61	165
2021-22	23	26	32	35	16	43	08	31	06	65	62	174
2022-23	22	22	36	36	10	23	09	38	07	66	62	163

*(**উৎস:** এস পি এস ই গুলির সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব)*

সারণী 1.19 থেকে দেখা যায় যে, 62 টি এস পি এস ই-এর ক্ষেত্রে মোট 163 টি হিসাব বকেয়া ছিল যার মধ্যে 14 টি নিষ্ক্রিয় এস পি এস ই-এর 74 টি হিসাব এবং 48 টি কর্মরত এস পি এস ই-এর 89 টি হিসাব বকেয়া ছিল। 2022-23-এর পাশাপাশি আগের বছরগুলির জন্য চূড়ান্ত হিসাবের অনুপস্থিতিতে পরবর্তী নিরীক্ষায় 84 টি এস পি এস ই-এর মধ্যে 62 টি-তে ***(পরিশিষ্ট-1)*** বিনিয়োগ এবং ব্যয়ের সঠিকভাবে হিসাব করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা যায়নি এবং যে উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হয়েছিল তা অর্জন করা হয়েছিল কিনা তা পরিমাপ করা যায়নি। এইকারণে এই এস পি এস ই গুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিনিয়োগ রাজ্য আইনসভার তত্ত্বাবধানের বাইরে ছিল।

1.9 সি এ জি-এর তত্ত্বাবধান- হিসাব নিরীক্ষা এবং সম্পূরক নিরীক্ষা

ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক

কোম্পানীগুলিকে কোম্পানী আইন, 2013-এর তফসিল (iii) এ নির্ধারিত বিন্যাসে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাধ্যতামূলক অ্যাকাউন্টিং মানগুলি মেনে, অ্যাকাউন্টিং মান সম্পর্কিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সাথে পরামর্শ করে তাদের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়। সংবিধিবদ্ধ নিগমগুলিকে তাদের হিসাব সি এ জি-এর পরামর্শক্রমে প্রণীত বিধিগুলির অধীনে নির্ধারিত বিন্যাসে প্রস্তুত করতে হয় এবং এই নিগমগুলিকে পরিচালনাকারী আইনগুলিতে হিসাবগুলির সাথে সম্পর্কিত অন্য বিধান গুলিও মেনে চলতে হয়।

1.9.1 সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সরকারী কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষা

কোম্পানী আইন 2013-এর ধারা 139-এর অধীনে সি এ জি দ্বারা নিযুক্ত সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের, কোম্পানী আইন 2013-এর ধারা 143 অনুসারে সরকারী কোম্পানীগুলির হিসাবখাতের নিরীক্ষা করতে হবে এবং তাদের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

সি এ জি পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজগুলির নিরীক্ষায় সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণ করে এবং একটি তদারকির ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা তাদের জন্য অর্পিত কার্যগুলি সঠিকভাবে এবং কার্যকরভাবে সম্পাদন করেছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই কার্যকলাপের মাধ্যমে, সি এ জি কোম্পানী আইন 2013-এর ধারা 143(5)-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের উপর নির্দেশ জারি করতে পারে এবং কোম্পানী আইন 2013-এর ধারা 143(6)-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের তৈরী করা প্রতিবেদনের উপর মন্তব্য করতে পারে।

1.9.2 সরকারী কোম্পানীর হিসাবের সম্পূরক নিরীক্ষা

কোম্পানী আইন, 2013 বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে নির্ধারিত আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামো অনুসারে আর্থিক বিবৃতি তৈরির প্রধান দায়িত্ব হল একটি সংস্থার ব্যবস্থাপকগণের। কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 139-এর অধীনে সি এ জি দ্বারা নিযুক্ত সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 143-এর অধীনে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আই সি এ আই)-এর অনুশীলন এবং সি এ জি দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে কোম্পানীর আর্থিক বিবৃতির ওপর স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের জন্য দায়বদ্ধ। কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 143 অনুযায়ী সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের তাদের দ্বারা তৈরী নিরীক্ষা প্রতিবেদন সি এ জি-কে জমা দিতে হয়।

সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সহ নির্বাচিত সরকারী কোম্পানীগুলির প্রত্যয়িত হিসাবের উপর সি এ জি একটি সম্পূরক নিরীক্ষার মাধ্যমে পর্যালোচনা করে। এই ধরনের পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে, উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ, যদি থাকে, তা কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 143(6)-এর অধীনে উল্লেখ করা হয়, যা বার্ষিক সাধারণ সভার সামনে রাখা হয়।

1.10 সি এ জি-এর তদারকি ভূমিকার ফলাফল

এস পি এস ই গুলির হিসাব নিরীক্ষা

30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত, 65 টি কর্মরত কোম্পানী/নিগম তাদের 66 টি হিসাব মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-I), পশ্চিমবঙ্গ এবং মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II), পশ্চিমবঙ্গ কার্যালয়ে পাঠিয়েছে। সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত 42 টি কোম্পানীর 43 টি হিসাবের সম্পূরক নিরীক্ষা করা হয়েছিল। সি এ জি দ্বারা নিযুক্ত সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং সি এ জি দ্বারা পরিচালিত সম্পূরক নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, এস পি এস ই গুলির হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের মান যথেষ্ট উন্নত করা দরকার।

সরকারী কোম্পানীগুলোর আর্থিক বিবরণীর সম্পূরক নিরীক্ষায় জারি করা কিছু উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ***পরিশিষ্ট-2***-এ বিস্তারিত আছে।

1.10.1 সি এ জি দ্বারা পরিচালিত সম্পূরক নিরীক্ষার ফলে নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সংশোধনের উদাহরণ

সি এ জি দ্বারা পরিচালিত সম্পূরক নিরীক্ষার ফলস্বরূপ নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সংশোধনের উদাহরণগুলি **সারণী 1.20**-এ দেখানো হয়েছে ।

সারণী 1.20: সম্পূরক নিরীক্ষার ফলে নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সংশোধনের উদাহরণ

নিগমের নাম	বছর	সংক্ষিপ্ত মন্তব্য	পুনর্বিবেচিত মন্তব্য
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2020-21	2020-21 সালে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে 461.87 লক্ষ টাকা পরিষেবা সংযোগ শুল্ক প্রদান করা হয়েছিল এবং ব্যয়টি সম্পদের অধীনে বুক করা হয়েছিল এবং 7.66 লক্ষ টাকা অবচয় ধার্য করা হয়েছিল।	স্থায়ী সম্পদে 461.87 লক্ষ টাকা ব্যয়ের বুকিং, লাভ ক্ষতি হিসাবে হিসাবভুক্ত না হওয়ার কারণে, সম্পদের বিবরণী এবং অন্যান্য ব্যয়কে 454.21 লক্ষ টাকা (সর্বমোট অবচয় 7.66 লক্ষ টাকা বাদ দিয়ে) দ্বারা অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, ওই অর্থবর্ষের জন্য সমপরিমাণ মুনাফা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।
		বিলম্বিত কর, অর্থাৎ আর্থিক বিবৃতি এবং আয়কর রিটার্ন অনুসারে স্থায়ী সম্পদের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য ছিল 2,783.41 লক্ষ টাকা। এটি সম্পত্তি, যন্ত্র এবং সরঞ্জামের নীট মূল্যে (অনুদান এবং ডব্লিউ ডি ভি ধার্য করে) হিসাব করা হয়েছিল। যাইহোক, কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, উল্লিখিত সম্পদের নীট মূল্য থেকে অনুদান বাদ দেওয়া উচিত ছিল। এটি না করার ফলে 330.13 লক্ষ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।	আর্থিক বিবৃতি অনুযায়ী এবং আয়কর আইন অনুযায়ী, স্থায়ী সম্পদের পরিমানের পার্থক্য নির্ধারণ করার সময় অনুদান থেকে অর্জিত সম্পদের পরিমান হিসাব করা হয়েছিল। এটি করের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল না, যার ফলে 'আর্থিক বিবৃতি এবং আয়কর রিটার্নে স্থায়ী সম্পদ বহনের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য' উপ-শিরোনামের অধীনে 330.09 লক্ষ টাকার অতিরিক্ত গণনা করা হয়েছে, ফলস্বরূপ, লাভ ও ক্ষতি বিবৃতিতে 330.09 লক্ষ টাকার অতিরিক্ত বিলম্বিত ট্যাক্স ক্রেডিট হয়েছে, এবং ওই অর্থবর্ষের জন্য লাভ হয়েছে, সেইসাথে মোট আয় 330.09 লক্ষ টাকা দ্বারা বেশি দেখানো হয়েছে এবং বিলম্বিত কর দায়ের পরিমাণ সমানভাবে কম দেখানো হয়েছে।
দ্য দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড	2022-23	2021-22 অর্থবর্ষের জন্য, পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তির বিচ্যুতিতে কোম্পানীটি "অন্যান্য অপারেটিং রেভিনিউ" শিরোনামে আয় হিসাবে 13.25 কোটি টাকার ফ্লাই অ্যাশ বিক্রি হিসাব করেছিল, যার ফলে অপারেটিং রেভিনিউ বেশি দেখানো হয়েছে এবং "ফ্লাই অ্যাশ ইউটিলাইজেশন তহবিল"-এর পরিমান 13.25 কোটি টাকা কম দেখানো হয়েছে। 2022-23 অর্থবর্ষে কোম্পানীর দ্বারা সংশোধনমূলক দাখিলা পাস করা হয়নি।	নোট 2 (iii) অনুসারে, কোম্পানীটি 2022-23 অর্থবর্ষ থেকে ফ্লাই অ্যাশ বিক্রির হিসাবনিকাশের জন্য নীতি পরিবর্তন করেছিল এবং 3রা নভেম্বর 2009 তারিখে এম ও ই এন্ড এফ দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে 2022-23 অর্থবর্ষের জন্য তা "ফ্লাই অ্যাশ ইউটিলাইজেশন তহবিল"-এর অধীনে সংগৃহীত খরচের পরিমাণের জন্য হিসাব করেছিল। তবে, আগের অর্থবর্ষের জন্য কোনও হিসাবনিকাশ করা হয়নি।

দুটি এস পি এস ই[24]-এর আর্থিক বিবৃতির উপর সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনগুলি, **সারণী 1.20**-এ দেখানো হিসাবে সি এন্ড এ জি দ্বারা পরিচালিত আর্থিক বিবৃতিগুলির সম্পূরক নিরীক্ষার ফলস্বরূপ সংশোধন করা হয়েছিল।

1.10.2 ব্যবস্থাপনা চিঠি

আর্থিক নিরীক্ষার উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল নিরীক্ষক এবং কর্পোরেট সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আর্থিক বিবৃতিগুলির নিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা।

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 143 (6) (b)-এর অধীনে এস পি এস ই-এর আর্থিক বিবৃতিতে উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণগুলি, সি এ জি-এর মন্তব্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হিসাবখাতের উপর এই মন্তব্যগুলি ছাড়াও, আর্থিক প্রতিবেদনে বা রিপোর্টিং প্রক্রিয়ায় সি এ জি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা অনিয়ম বা ঘাটতিগুলিও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য 'ব্যবস্থাপনা চিঠি'র মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণকে জানানো হয়।

এই ব্যবস্থাপনা পত্রগুলিতে যে বিষয়গুলির উপর মূলত জোর দেওয়া হয়েছিল তা হল:

- হিসাবসংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতির প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা;
- নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে সংসোধন;
- পুরানো জেরের মিলকরণের অভাব;
- সম্পদ, দায়, আয় এবং ব্যয় ইত্যাদির ভুল শ্রেণীবিভাগ;
- 'নোট টু অ্যাকাউন্টস'-এ অপর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ বা তথ্য প্রকাশ না করা;
- সি এ জি-এর নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথ রিপোর্টিং না করা, এবং
- সঠিক হিসাব বইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ না করা।

সংশ্লিষ্ট এস পি এস ই-এর ব্যবস্থাপকগণ আশ্বাস দিয়েছিল যে পরবর্তী বছরে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ***পরিশিষ্ট-3***-এ দেখানো হিসাবে, উপরের বিষয়গুলির উপর ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ডিসেম্বর 2023 পর্যন্ত 18 টি এস পি এস ই-কে 23 টি 'ব্যবস্থাপনা চিঠি' জারি করা হয়েছিল।

1.11 কর্পোরেট শাসন

1.11.1 ভূমিকা

কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গ্রাহক, সরবরাহকারী, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, ব্যাঙ্কার এবং বৃহত্তর সমাজ সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের আস্থা তৈরির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। একটি কোম্পানী কর্পোরেট গভর্ন্যান্সের নিয়ম ও পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়াও, যে কোনও এস পি এস ই-এর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ফ্রেমওয়ার্ক চারটি স্তম্ভের উপর নির্ভর করে, যথা স্বচ্ছতা, সম্পূর্ণ প্রকাশ, স্বাধীন পর্যবেক্ষণ এবং সমতা। কর্পোরেট গভর্ন্যান্সের নীতিগুলি যথাযথভাবে মেনে চললে ব্যবসায় স্বচ্ছতা আসে এবং স্টেকহোল্ডারদের আস্থা বাড়ে।

1.11.2 কোম্পানী আইন, 2013-তে থাকা বিধানগুলি

কোম্পানী আইন, 2013 (আইন) কোম্পানী আইন, 1956 এর পরিবর্তে 29 আগস্ট 2013-তে প্রণীত হয়েছিল। এছাড়াও, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, পরিচালকদের

[24] *পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এবং দ্য দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড।*

নিয়োগ ও যোগ্যতা, পর্ষদের সভা এবং এর ক্ষমতা এবং হিসাবসংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানী বিধিমালা 2014 জারি করে (31 মার্চ 2014)। কোম্পানী আইন, 2013 কোম্পানী বিধিগুলির সাথে একত্রে কর্পোরেট শাসনের জন্য একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো প্রদান করে। পাশাপাশি এর অন্যান্য যৌক্তিকতা গুলি ছিল:

- পাবলিক কোম্পানীতে স্বাধীন পরিচালকদের নিয়োগ এবং পেশাগত আচরণের জন্য দায়িত্ব এবং নির্দেশিকা সহ স্বাধীন পরিচালকদের যোগ্যতা {কোম্পানী (পরিচালকদের নিয়োগ এবং যোগ্যতা) বিধিমালা, 2014-এর বিধি 5-এর সাথে কোম্পানী আইনের ধারা 149 (6) একত্রিত করে}।
- কিছু নির্দিষ্ট কমিটির যেমন অডিট কমিটির {কোম্পানীর (পরিচালকদের নিয়োগ ও যোগ্যতা) বিধিমালা, 2014-এর বিধি 4 এবং কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 177 (1)} বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠা, মনোনয়ন এবং পারিশ্রমিক কমিটি {কোম্পানী আইনের ধারা 178 (1), 2013 এবং কোম্পানীর (পর্ষদের সভা এবং এর ক্ষমতা) বিধিমালা, 2014} এবং কোম্পানী আইন, 2013-এর হুইসেল ব্লোয়ার মেকানিজম, কোম্পানী আইন 2013-এর ধারা 177 (9) এবং কোম্পানীর (পর্ষদের সভা এবং তার ক্ষমতা) বিধিমালার ধারা 7 একত্রিত করে।
- 100 কোটি টাকা বা তার বেশি পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বা 300 কোটি টাকা বা তার বেশি টাকার টার্নওভার থাকা পাবলিক কোম্পানীতে বোর্ডে একজন মহিলা পরিচালকের নিয়োগ বাধ্যতামূলক {কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 149 (1) ও কোম্পানী (পরিচালকদের নিয়োগ ও যোগ্যতা) বিধিমালা, 2014-এর ধারা 3 অনুযায়ী}।
- প্রতি বছর পরিচালনা পর্ষদের ন্যূনতম চারটি সভা এমনভাবে আয়োজন করা যাতে বোর্ডের পরপর দুটি সভার মধ্যে 120 দিনের বেশি ব্যবধান না থাকে {কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 173 (1)}।

1.11.3 কর্পোরেট গভর্ন্যান্স বিধানের সম্মতির পর্যালোচনা

31 মার্চ 2023 পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গে ভারতের সি এ জি-এর নিরীক্ষা অধিকার ক্ষেত্রে 84 টি এস পি এস ই (75 টি সরকারী কোম্পানী এবং নয়টি সংবিধিবদ্ধ নিগম) ছিল। এস পি এস ই গুলি দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এস পি এস ই গুলির দ্বারা কর্পোরেট গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত বিধানগুলির রূপায়ণের বিশ্লেষণ, নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

1.11.4 পরিচালন পর্ষদের গঠন এবং সভা

পরিচালন পর্ষদ (বি ও ডি) এমন একটি সংস্থা যা শাসন নীতি এবং কর্মপন্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্পোরেট গভর্ন্যান্সের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এটা অপরিহার্য যে, বি ও ডি কর্পোরেট গভর্ন্যান্সের প্রতি মনোনিবেশ করবে ও তাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে এবং এর সদস্যদের নিয়মিত বৈঠক করতে হবে। কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 173 (1) অনুসারে, প্রতিটি কোম্পানী তার নিবন্ধনের তারিখের 30 দিনের মধ্যে পরিচালন পর্ষদের প্রথম সভা করবে এবং তারপরে প্রতিবছর তার পরিচালন পর্ষদের ন্যূনতম চারটি সভা করবে। প্রতি বছর এমনভাবে সভা গুলি আয়োজন করতে হবে যাতে পরপর দুটি সভার মধ্যে 120 দিনের বেশি ব্যবধান না থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে, রাজ্যের মাত্র 49 টি এস পি এস ই এই বিধি মেনে 2022-23 অর্থবর্ষে চারটি বা তার বেশি বোর্ড মিটিং করেছে।

এছাড়াও, 16 টি এস পি এস ই-এর ক্ষেত্রে, দেখা গেছে যে, বোর্ডের দুটি সভার মধ্যবর্তী সময়সীমা 120 দিনের নির্ধারিত সময়সীমার চেয়ে বেশি ছিল, যেমনটি ***পরিশিষ্ট-4***-এ দেখানো হয়েছে।

1.11.5 পর্ষদে স্বাধীন পরিচালকের প্রতিনিধিত্ব

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 149 (6) অনুসারে একজন স্বাধীন পরিচালক বলতে একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা সার্বক্ষণিক পরিচালক বা মনোনীত পরিচালক ছাড়া অন্য একজন পরিচালককে বোঝায়, যিনি সততা এবং প্রাসঙ্গিক দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার অধিকারী।

বোর্ডে স্বাধীন পরিচালকদের উপস্থিতি, পরিচালনার সিদ্ধান্তের উপর একটি স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি নিতে সক্ষম শেয়ারহোল্ডার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার একটি উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়। কোম্পানী (পরিচালক নিয়োগ ও যোগ্যতা) বিধিমালা, 2014-এর বিধি 4 অনুযায়ী, নিম্নোক্ত কোম্পানীগুলিতে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে কমপক্ষে দুইজন পরিচালক থাকতে হবে:

- 10 কোটি টাকা বা তার বেশি পরিশোধিত শেয়ার মূলধন সমন্বিত পাবলিক কোম্পানী; বা
- 100 কোটি টাকা বা তার বেশি ব্যবসামূল্য রয়েছে এমন পাবলিক কোম্পানী; বা
- পাবলিক কোম্পানী যাদের সামগ্রিকভাবে, বকেয়া ঋণ, ডিবেঞ্চার এবং আমানতের পরিমান 50 কোটি টাকার বেশি।

উপরোক্ত বিধানগুলির আলোকে, এটি দেখা গেছে যে, 46 টি এস পি এস ই যাদের একজন স্বাধীন পরিচালক (আই ডি) থাকা প্রয়োজন ছিল, তাদের মধ্যে মাত্র 13 টি এস পি এস ই তাদের পর্ষদে একজন স্বাধীন পরিচালক নিয়োগ করেছিল। দুটি এস পি এস ই এই ব্যাপারে কোনো তথ্য প্রদান করেনি ***(পরিশিষ্ট-5)*** ।

1.11.6 পর্ষদে মহিলা পরিচালক (ডব্লিউ ডি)-এর প্রতিনিধিত্ব

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 149 (1) এবং কোম্পানী (পরিচালকদের নিয়োগ এবং যোগ্যতা) বিধিমালা, 2014-এর বিধি 3 অনুযায়ী, নিম্নলিখিত মানদণ্ড পূরণকারী প্রতিটি পাবলিক কোম্পানীর পর্ষদে কমপক্ষে একজন মহিলা পরিচালক (ডব্লিউ ডি) থাকতে হবে :

- পরিশোধিত শেয়ার মূলধন 100 কোটি টাকা বা তার বেশি, বা
- 300 কোটি টাকা বা তার বেশি ব্যবসামূল্য।

দেখা গেছে যে, 17 টি এস পি এস ই-এর নিজ নিজ পর্ষদের একজন করে মহিলা পরিচালক থাকা প্রয়োজন ছিল, তবে শুধুমাত্র 11 টি এস পি এস ই ***(পরিশিষ্ট-6)*** ডব্লিউ ডি নিয়োগ করেছিল। দুটি এস পি এস ই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেনি।

1.12 অডিট কমিটি এবং পর্ষদের অন্যান্য কমিটি

1.12.1 অডিট কমিটির গঠন

অডিট কমিটি কোম্পানীর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স মেকানিজমের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এটি আর্থিক প্রতিবেদন এবং প্রকাশের তত্ত্বাবধানের সাথে যুক্ত। এটি কোম্পানীর আর্থিক তথ্য পরিবেশন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অখণ্ডতার প্রতি আস্থা বাড়ায়। এটি নিরীক্ষকের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা এবং নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করে। এটি আর্থিক বিবৃতি এবং তার উপর নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পরীক্ষা করে।

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 177 (1) এবং কোম্পানী (বোর্ডের সভা এবং এর ক্ষমতা) বিধিমালা, 2014-এর বিধি 6 অনুসারে, প্রতিটি তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানীর, এবং 10 কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন সহ সমস্ত পাবলিক কোম্পানী অথবা 100 কোটি টাকা বা তার বেশি ব্যবসামূল্য আছে; বা জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানী এবং সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি কোম্পানীগুলি ব্যতীত 50 কোটি টাকা বা তার বেশি ডিবেঞ্চার বা ডিপোজিট আছে, এরূপ কোম্পানীর বোর্ডকে অডিট কমিটি গঠন করতে হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মোট 46 টি এস পি এস ই-এর ***(পরিশিষ্ট-5)*** অডিট কমিটি থাকা প্রয়োজন, তবে শুধুমাত্র 12 টি এস পি এস ই অডিট কমিটি গঠন করেছিল। এছাড়াও দুটি এস পি এস ই প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেনি ***(পরিশিষ্ট-5)*** ।

1.12.2 মনোনয়ন এবং পারিশ্রমিক কমিটি

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 178(1) এবং কোম্পানী (বোর্ডের সভা এবং এর ক্ষমতা) বিধিমালা, 2014-এর বিধি 6 অনুযায়ী, প্রতিটি তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানীর, এবং 10 কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন সহ সমস্ত পাবলিক কোম্পানী অথবা 100 কোটি টাকা বা তার বেশি ব্যবসামূল্য আছে; বা সামগ্রিকভাবে 50 কোটি টাকা বা তার বেশি মূল্যের বকেয়া ঋণ বা ধার বা ডিবেঞ্চার বা আমানত আছে, এরূপ কোম্পানীর পর্ষদকে একটি মনোনয়ন এবং পারিশ্রমিক কমিটি (এন আর সি) গঠন করতে হবে। এন আর সি-তে কমপক্ষে তিনজন পরিচালক থাকা উচিত, যাদের সবাই অ-নির্বাহী পরিচালক এবং কমপক্ষে অর্ধেক স্বাধীন পরিচালক হতে হবে; এছাড়াও কমিটির চেয়ারম্যানকে একজন স্বাধীন পরিচালক হতে হবে; এন আর সি এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবে যারা পরিচালক হওয়ার জন্য যোগ্য এবং যারা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরে নিযুক্ত হতে পারে, বোর্ডকে তাদের নিয়োগ এবং অপসারণের সুপারিশ করবে এবং প্রতিটি পরিচালকের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করবে। এন আর সি একজন পরিচালকের যোগ্যতা, ইতিবাচক গুণাবলী এবং স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মানদণ্ড প্রণয়ন করবে এবং পরিচালক, প্রধান ব্যবস্থাপক কর্মী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের পারিশ্রমিক সম্পর্কিত একটি নীতি বোর্ডের কাছে সুপারিশ করবে।

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 178 (8) অনুযায়ী, ধারা 177 (অডিট কমিটি) এবং ধারা 178 (মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি)-এর বিধান লঙ্ঘিত হলে তা কোম্পানীর ক্ষেত্রে শাস্তি যোগ্য অপরাধ এবং শাস্তি হিসাবে জরিমানার পরিমান এক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে এবং কোম্পানীর প্রত্যেক খেলাপি কর্মকর্তা সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদের কারাদণ্ডে বা পঁচিশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডেই দণ্ডিত হতে পারেন।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 46 টি এস পি এস ই-এর ***(পরিশিষ্ট-5)***, এন আর সি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। যাইহোক, 31 মার্চ 2023 তারিখে শুধুমাত্র নয়টি এস পি এস ই, এন আর সি গঠন করেছিল, যেখানে দুটি এস পি এস ই প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেনি।

1.12.3 হুইসেল ব্লোয়ার মেকানিজম (ডব্লিউ বি এম)

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 177(9) এবং কোম্পানী (বোর্ডের সভা এবং এর ক্ষমতা) বিধিমালার বিধি 7 অনুসারে প্রতিটি তালিকাভুক্ত কোম্পানী বা যেসব কোম্পানী জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে, ব্যাংক ও সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে 50 কোটি টাকার বেশি ঋণ করেছে এমন কোম্পানী; তাদের পরিচালক এবং কর্মচারীদের জন্য একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা স্থাপন করবে যাতে তাদের অনৈতিক আচরণ, সন্দেহভাজন জালিয়াতি বা কোম্পানীর আচরণবিধি বা নীতিমালা লঙ্ঘনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ এবং অভিযোগ করা যেতে পারে। এই ধারাটির নীতি এমন ব্যবস্থাও করে যাতে কোনো নিপীড়িত ব্যক্তিও পর্যাপ্ত সুরক্ষা পায়।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 2022-23 অর্থবর্ষের মধ্যে সাতটি[25] এস পি এস ই-এর হুইসেল ব্লোয়ার মেকানিজম গঠন করার কথা ছিল, কিন্তু একটি[26] এস পি এস ই হুইসেল ব্লোয়ার মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করেনি।

1.13 অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাঠামো

1.13.1 অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ভূমিকা

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকদের প্রতিষ্ঠান (আই আই এ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকে যা একটি প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মানকে আরও উন্নত করার জন্য একটি স্বাধীন, উদ্দেশ্যমূলক এবং পরামর্শমূলক কার্যকলাপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যকলাপ একটি সংস্থাকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং তা উন্নত করার জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক, সুশৃঙ্খল পদ্ধতির মাধ্যমে তার উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করতে সহায়তা করে। তদনুসারে, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ভূমিকা হল একটি সংস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, শাসন পদ্ধতি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলি সঠিকভাবে কার্যকর আছে কি না সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে আশ্বাস প্রদান করা।

আই সি এ আই[27] দ্বারা জারি করা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার কাঠামো (ফেব্রুয়ারি 2009), অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার শাসন পদ্ধতিকে উন্নত করতে এবং সাংগঠনিক উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতার উপর একটি স্বাধীন নিশ্চয়তা প্রদান করে।

1.13.2 আইনি কাঠামো

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 138(1) এবং কোম্পানী (হিসাবখাত) বিধিমালা, 2014-এর বিধি 13 অনুযায়ী, (ক) প্রতিটি তালিকাভুক্ত কোম্পানী; (খ) প্রতিটি তালিকাবিহীন পাবলিক কোম্পানী যাদের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন 50 কোটি টাকা বা তার বেশি; বা পূর্ববর্তী অর্থবর্ষে 200 কোটি টাকা বা তার বেশি ব্যবসামূল্য আছে; বা বকেয়া ঋণ বা ব্যাংক বা সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে 100 কোটি টাকা বা তার বেশি ঋণ আছে; বা পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের যেকোনো সময়ে 25 কোটি টাকা বা তার বেশি বকেয়া আমানত আছে এই সকল কোম্পানীকে পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে কোম্পানীর কার্যাবলী এবং কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য একজন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে, যিনি হয় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, বা এই ধরণের অন্য যেকোন পেশাদার হতে পারেন। কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 138 (2) অনুযায়ী, যেসকল নিয়ম অনুসারে, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা এবং পর্ষদকে রিপোর্ট করা হবে তার পদ্ধতিগুলি কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ করতে পারে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 22 টি এস পি এস ই ***(পরিশিষ্ট**-7)*, যাদের উল্লিখিত আইনের বিধান অনুসারে একজন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন ছিল, তারমধ্যে 15 টি এস পি এস ই, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মগুলির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করেছিল এবং দুটি এস পি এস ই তাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করেছিল ***(পরিশিষ্ট**-7)*। অধিকন্তু, দুটি এস পি এস ই প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেনি এবং তিনটি এস পি এস ই 2022-23 অর্থবর্ষে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করেনি।

25 *দ্য দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থ নিগম লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানী লিমিটেড এবং ওয়েবফিল লিমিটেড।*

26 *পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড।*

27 *স্ট্যান্ডার্ডস অফ ইন্টারনাল অডিট (এস আই এ) 120।*

1.14 কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

1.14.1 ভূমিকা

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সি এস আর) হল ব্যবসায়িকভাবে নৈতিক আচরণ করার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করে। এটি সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং সাধারণ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে স্বীকৃতি দিতে স্থায়িত্ব, সামাজিক প্রভাব এবং নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়। সি এস আর ধারণাটি দেওয়া এবং নেওয়ার আদর্শের উপর নির্ভর করে। কোম্পানীগুলো সমাজ থেকে কাঁচামাল, মানবসম্পদ ইত্যাদির আকারে সম্পদ সংগ্রহ করে। সি এস আর কার্যক্রম সম্পাদন করে কোম্পানীগুলো সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দিচ্ছে।

ভারত হল বিশ্বের প্রথম দেশ যেটি, এপ্রিল 2014-তে কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 135 এবং তফসিল VII কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে সি এস আর বাধ্যতামূলক করেছে। কোম্পানী আইন, 2013 এবং কোম্পানী সি এস আর বিধি 2014 কোম্পানী দ্বারা সামাজিক ব্যয়কে বাধ্যতামূলক এবং নিয়ন্ত্রণ করে। কোম্পানী আইন, 2013-এর অধীনে সি এস আর অনুশাসনের অন্তর্ভুক্তি হল উন্নয়নের সুফল প্রদানের এবং কর্পোরেট সেক্টরকে রাজ্যের উন্নয়ন নীতির সাথে যুক্ত করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার পরিপূরক একটি প্রচেষ্টা।

1.14.2 আইনি কাঠামো

কোম্পানী আইন, 2013-এর ধারা 135 (আইন) অনুযায়ী, কোম্পানীগুলির যে কোনও অর্থবর্ষে নীট মূল্য, ব্যবসামূল্য এবং নীট মুনাফার উপর ভিত্তি করে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সি এস আর)-এর পরিমানের মানদণ্ড নির্ধারণ করে। সি এস আর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা সি এস আর কার্যক্রম নির্বাচন, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত পদ্ধতি উল্লেখ করে। কোম্পানীগুলি তাদের সি এস আর নীতিতে যে কার্যকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে সেগুলি আইনের তফসিল VII-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আইনের ধারা 135 এবং আইনের তফসিল VII-এর বিধানগুলি রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহ (এস পি এস ই) সহ সমস্ত কোম্পানীর জন্য প্রযোজ্য।

আইনটি যেকোন কোম্পানীর সি এস আর কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক পূর্ববর্তী তিন অর্থবর্ষের গড় নীট মুনাফার কমপক্ষে দুই শতাংশ (আইনের ধারা 198 অনুসারে গণনাকৃত) ব্যয় করা বাধ্যতামূলক করে। কোম্পানী যদি এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে ব্যর্থ হয়, তবে অব্যয়কৃত অর্থ কোম্পানী আইন 2013-র ধারা 135-এর উপধারা (5) বা উপধারা (6)-এর বিধান অনুসারে তফসিল VII বা অব্যয়কৃত কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসাবখাতে নির্দিষ্ট তহবিলে স্থানান্তর করা হবে। যদি একটি কোম্পানী উপধারা (5) বা উপধারা (6) এর বিধানগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে কোম্পানীকে তফসিল VII-এ উল্লিখিত তহবিল বা অব্যয়কৃত কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি হিসাবখাতে প্রয়োজনীয় পরিমানের দ্বিগুন অর্থ বা এক কোটি টাকা, যেটি কম স্থানান্তর করতে হবে, এবং কোম্পানীর প্রত্যেক খেলাপি কর্মকর্তা ঐ তহবিলে বা অব্যয়কৃত কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি হিসাবখাতে স্থানান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের এক-দশমাংশ, বা দুই লক্ষ টাকা, যেটি কম, সেটি জরিমানা বাবদ দিতে হবে।

ফেব্রুয়ারি 2014-এ, ভারতের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এম সি এ) কোম্পানী (কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি) বিধিমালা, 2014 জারি করেছে। সি এস আর বিধিগুলি 1 এপ্রিল 2014 থেকে সমস্ত কোম্পানীর জন্য প্রযোজ্য হয়েছে। আইনের অধীনে সি এস আর-এর বিধানগুলি এপ্রিল 2014 থেকে কার্যকর হয়েছে; এগুলি হল, সি এস আর কমিটির গঠন, সি এস আর নীতি প্রণয়ন এবং সি এস আর কার্যক্রমে নির্ধারিত অর্থ ব্যয়।

1.14.3 সি এস আর-এর প্রযোজ্যতা

কোম্পানী আইন 2013-এর ধারা 135 (1) অনুযায়ী, যেকোন অর্থবর্ষে 500 কোটি টাকা বা তার বেশি টাকার নীট সম্পদ, বা 1,000 কোটি টাকা বা তার বেশি টাকার ব্যবসামূল্য বা পাঁচ কোটি বা তার বেশি টাকা নীট মুনাফা থাকা প্রতিটি কোম্পানী তিন বা ততোধিক পরিচালক নিয়ে গঠিত পর্ষদের একটি কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কমিটি গঠন করবে, যার মধ্যে অন্তত একজন পরিচালক হবেন একজন স্বাধীন পরিচালক। অধিকন্তু, আইনের 135 (9) ধারায় বলা হয়েছে যে, যেখানে উপধারা (5)-এর অধীনে একটি কোম্পানীর দ্বারা ব্যয় করা অর্থ 50 লক্ষ টাকার বেশি নয়, সেখানে উপধারা (1) অনুযায়ী কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং এই ধারার অধীনে প্রদত্ত এই ধরনের কমিটির কার্যাবলি, এই ধরনের ক্ষেত্রে, এই ধরনের কোম্পানীর পরিচালন পর্ষদ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে।

19 টি এস পি এস ই কোম্পানী আইনের 135 (1) ধারায় নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করে তাদের সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব অনুযায়ী, যার মধ্যে শুধুমাত্র নয়টি এস পি এস ই, সি এস আর কমিটি গঠন করে। তিনটি এস পি এস ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং বাকি 16 টি এস পি এস ই গুলিকে সি এস আর কার্যকলাপের জন্য পূর্ববর্তী তিন অর্থবর্ষের গড় সর্বমোট লাভের কমপক্ষে দুই শতাংশ হিসাবে 37.66 কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে, অন্যদিকে 10 টি এস পি এস ই খরচ করেছে 25.98 কোটি টাকা ***(পরিশিষ্ট-8)***।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ সমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ সমূহ

বিদ্যুৎ দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

2.1 পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে অনর্থক ব্যয় এবং তহবিল অবরুদ্ধ থাকা

ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর গুলির সংস্কার ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ না করার ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল) 4.64 কোটি টাকার অনর্থক ব্যয় হয়।

পরিবেশ (সুরক্ষা) বিধি[28], 1986-এর তফসিল-I অনুসারে, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বারা পরিবেশ দূষণকারী পদার্থ বিশেষত: পার্টিকুলেট ম্যাটার (পি এম) নির্গমনের মান 150 মিলিগ্রাম প্রতি সাধারণ ঘনমিটারে (এম জি/ এন এম^3) নির্ধারণ করা হয়েছিল (জানুয়ারি 1989)। পরবর্তীকালে, ডিসেম্বর 2015-এ, উপরোক্ত মান কমিয়ে 100 এম জি/ এন এম^3 করা হয়েছিল সেই সকল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যে যেগুলি ডিসেম্বর 2003 পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল), একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অন্তর্গত কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের (কে টি পি এস) মোট ক্ষমতা ছিল 1,260 মেগাওয়াট এবং এর অন্তর্গত মোট ছয়টি ইউনিটের প্রতিটির ক্ষমতা ছিল 210 মেগাওয়াট। এর মধ্যে ইউনিট 1, 2 এবং 3, অক্টোবর 1984 এবং সেপ্টেম্বর 1990-এর মধ্যে স্থাপন[29] করা হয়েছিল এবং এগুলির পি এম নির্গমনের মাত্রা 750 এম জি/ এন এম^3-এর বেশী ছিল না। সেপ্টেম্বর 2011-তে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সি পি সি বি) কে টি পি এস পরিদর্শন করে এবং ডিসেম্বর 2011-তে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-কে নির্ধারিত মাত্রাগুলি পূরণ করার জন্য সুনির্দিষ্ট একটি সময়সীমা সহ কার্যপরিকল্পনা জমা দেওয়ার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, সেপ্টেম্বর 2012-তে সি পি সি বি-কে জানিয়েছিল যে সমস্ত ইউনিটের কাজ 2018-19 অর্থবর্ষে শেষ হবে। কিন্তু ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে, অক্টোবর 2012-তে সি পি সি বি একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ফলস্বরূপ, ফেব্রুয়ারি 2014[30]-তে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তিনটি ইউনিটের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটরস-এর (ই এস পি[31]) সংস্কার ও আধুনিকীকরণ (আর এন্ড এম) ক্ষেত্রে 'নীতিগত' বিনিয়োগ অনুমোদন করে।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, মেসার্স কে সি কটরেল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (বিক্রেতা) কে 137.03 কোটি টাকা মূল্যে কাজটি প্রদান করেছিল (মার্চ 2017)। প্রতিটি ইউনিট বন্ধ করার 240 দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা ছিল। তারপর একটি সফল পারফরম্যান্স গ্যারান্টি (পি জি) পরীক্ষা করা হবে এবং 30 দিন পর্যবেক্ষণ করা হবে অর্থাৎ ইউনিট বন্ধ হওয়ার থেকে পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত মোট 270 দিন[32] লাগার কথা। 2017 সালের এপ্রিল মাসে

---

[28] *পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, 1986 এর ধারা 6 এবং 25 এর অধীনে জারি করা (1986 এর 29)।*

[29] *ইউনিট # 1: 09 সেপ্টেম্বর 1990, ইউনিট # 2: 09 মার্চ 1986 এবং ইউনিট # 3: 12 অক্টোবর 1984।*

[30] *ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর পরিচালন পর্ষদের 157 তম সভা।*

[31] *ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটরস (ই এস পি) ফ্লাই অ্যাশকে আটকাতে এবং সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটারকে নির্ধারিত নির্গমন মাত্রার মধ্যে রাখতে পাওয়ার স্টেশনে ব্যবহার করা হয়।*

[32] *240 দিন + 30 দিন।*

ইউনিট 3 বন্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, এটি সেপ্টেম্বর 2019-এ পুনরায় চালু করা হয়েছিল এবং 2021 সালের জুন মাসে পি জি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপরে, ইউনিট 1 এবং 2 যথাক্রমে জুন 2018 এবং জুলাই 2020-তে বন্ধ করা হয়েছিল।

অন্যান্য আরও দক্ষ ইউনিটের তুলনায় এই ইউনিটগুলি চালানোর পরিবর্তনশীল খরচ বেশি ছিল। অর্থবর্ষ 2016-17 থেকে 2019-20-এর মধ্যে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, ইউনিট 1 এবং 2 চালানোর জন্য গড়ে 81.46 কোটি টাকার বার্ষিক ক্ষতি স্বীকার করেছে। পরবর্তীকালে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল ইউনিট 1 এবং 2 উভয়কে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় (সেপ্টেম্বর 2020), কারণ ঐ ইউনিটগুলি দক্ষতার সাথে চলছিল না এবং দূষণ সংক্রান্ত মাত্রাগুলি পূরণ করতে পারছিল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয় ইউনিট বাতিল করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে (ফেব্রুয়ারি 2022)।

এরমধ্যে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল অক্টোবর 2020-তে, ইউনিট 1 এবং 2-এর ই এস পি সম্পর্কিত সকল কাজ বন্ধ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তারপরে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল ডিসেম্বর 2020-তে বিক্রেতার সাথে চুক্তি সমাপ্ত করা এবং বকেয়া নিষ্পত্তির জন্যে উদ্ভূত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। বিক্রেতার সাথে আলোচনা করে, কমিটি ইউনিট 1 এবং 2-এর পণ্য সরবরাহ এবং পরিষেবার জন্য মোট 20.47 কোটি টাকা দর সুপারিশ করে (ডিসেম্বর 2020) এবং ক্রয় আদেশে একটি সংশোধন করতে বলে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে (নভেম্বর 2022):

- ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, ই এস পি, কয়লা মিল এবং সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে যাতে নির্গমনের মাত্রাগুলি অর্জন করা যায় তা দেখার জন্য মেসার্স স্টেগ এনার্জি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর দ্বারা একটি বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) জমা করে (ফেব্রুয়ারি 2015)। ডি পি আর তৈরিতে (এপ্রিল 2016) কয়লার ক্যালোরিফিক মান 3,800 কিলোক্যালোরি/ কেজি বিবেচনা করা হয়েছিল, যেখানে কে টি পি এস-এ 2014-15 থেকে 2016-17 অর্থবর্ষ পর্যন্ত প্রাপ্ত কয়লার প্রকৃত গড় ক্যালোরিফিক মান কম ছিল যথা 3,040.42 কিলোক্যালোরি/ কেজি থেকে 3,201.77 কিলোক্যালরি/ কেজির মধ্যে।
- ই এস পি কাজটি 2017 সালের মার্চ মাসে দেওয়া হয়েছিল, যখন ইউনিট 1 এবং 2 উভয়ই 25 বছরেরও[33] বেশি সময় ধরে চালু ছিল। উপরন্তু, ইউনিট 1 এবং 2-এর সম্পাদিত সরবরাহ এবং পরিষেবাগুলির জন্য 20.47 কোটি টাকা খরচের মধ্যে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল 14.83 কোটি টাকা পরিশোধ করেছে এবং অবশিষ্ট 5.64 কোটি টাকা বাকি ছিল (এপ্রিল 2022)।

এর উত্তরে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল জানায় (ফেব্রুয়ারি 2023) যে:

1) ভারতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের প্রতিবন্ধকতা হ্রাসের উপর সি ই এ-এর অধ্যয়ন প্রতিবেদন (নভেম্বর 2013) অনুযায়ী, একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের কাজের পরে, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যেমন আর এন্ড এম কাজ করা যেতে পারে যাতে আরও 15 থেকে 20 বছর নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভাবে ইউনিটটি চলতে পারে। তদনুসারে, ফেব্রুয়ারী 2018-তে[34] ইউনিট 1 থেকে 3-এর আর এন্ড এম কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
2) 4,500 কে সি এ এল/ কে জি-এর গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালু সহ কয়লা প্রাপ্তি এবং 26 মেট্রিক টন/ ঘন্টা পূর্ণ ক্ষমতায় ছয়টি কয়লা মিলের কার্যক্রমকে বিবেচনা করে

[33] *ইউনিট 1-এর বয়স ছিল 26 বছর 06 মাস 13 দিন এবং ইউনিট 2-এর বয়স ছিল 31 বছর 13 দিন।*
[34] *07 ফেব্রুয়ারী 2018-তে অনুষ্ঠিত পরিচালন পর্ষদের 187 তম সভার 14 নং দফা।*

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ (আর এন্ড এম) করার পরিকল্পনা করেছিল। এই অনুমান, যদিও অবাস্তব ছিল, কারণ, কয়লা মিলিং সিস্টেম উন্নত না করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব ছিল না।

3) যেহেতু ইউনিট 1 এবং 2 স্বাভাবিক মানের নীচে চলছিল এবং দূষণের মাত্রাগুলি পূরণ করতে পারেনি, তাই ডব্লিউ বি পি ডি সি এল উভয় ইউনিটকেই অবসরের সিদ্ধান্ত নেয় (সেপ্টেম্বর 2020)। যেহেতু, ইউনিট 3-তে ই এস পির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিল, তাই এটি অবসরের জন্য বিবেচনা করা হয়নি।

4) 20.47 কোটি টাকার আলোচিত মূল্যের মধ্যে, 15.83 কোটি টাকা ছিল প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য, যা কে টি পি এস-এ ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং বাকি 4.64 কোটি টাকা ছিল শ্রমশক্তির খরচ।

ডব্লিউ বি পি ডি সি এল মেনে নিয়েছে যে, সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ কাজের প্রস্তাব করার সময় বিবেচিত অনুমানগুলি অবাস্তব ছিল, যা নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করে যে, ভ্রান্ত অনুমান এবং পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে 4.64 কোটি টাকার অনর্থক ব্যয় হয়েছে।

সরকার উত্তর দেয় (আগস্ট 2023) যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল দ্বারা ইউনিট 1, 2 এবং 3 কে আরও 15-20 বছরের জন্য চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং আর এন্ড এম চুক্তির কাজ দেওয়া হয়েছিল 4,500 কে সি এ এল/ কেজি গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালু সহ ক্যাপটিভ কয়লা পাওয়া যাবে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে। 4,500 কে সি এ এল/ কেজি গ্রস ক্যালোরিফিক ভ্যালু সহ কয়লা প্রাপ্যতার পূর্বশর্ত ছিল অবাস্তব এবং মিলিং সিস্টেমের আপগ্রেডেশন ছাড়া কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব নয়, যার সাথে মূলধন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত। যেহেতু ইউনিট 1 এবং 2 উভয়ই স্বাভাবিক মানের নীচে পরিচালিত হচ্ছিল এবং দূষণের মাত্রাগুলি পূরণ করতে পারেনি, সেহেতু ডব্লিউ বি পি ডি সি এল উভয় ইউনিটের অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (সেপ্টেম্বর 2020)।

এইভাবে, সরকার অবাস্তব অনুমান এবং ঘাটতি পরিকল্পনার সত্যতা স্বীকার করেছে, যার ফলে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর পুরনো ইউনিটগুলির সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের প্রস্তাবনা করা হয়েছে, যার ফলস্বরূপ 4.64 কোটি টাকার অ-ফলপ্রসূ ব্যয় হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

2.2 একটি অলাভজনক কয়লা ব্লকের উপর অনাবশ্যক ব্যয়

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এমন একটি কয়লা ব্লকের উপর 52.89 কোটি টাকার ব্যয় নির্বাহ করে যা বাণিজ্যিকভাবে অফলপ্রসু হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী বন্টনকারীদের দ্বারা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যে 204 টি কয়লা ব্লকের বণ্টন বাতিল করেছে (আগস্ট/ সেপ্টেম্বর 2014), তার মধ্যে কাস্তা[35] (পূর্ব) কয়লা ব্লক অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর, ভারত সরকারের (জি ও আই) কয়লা মন্ত্রক (এম ও সি) সরকারী কোম্পানী/ সংবিধিবদ্ধ নিগমগুলিকে এই বাতিল ব্লকগুলির মধ্যে 42টি ব্লককে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের চূড়ান্ত ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব দেয় (18 ফেব্রুয়ারী 2015)। তদনুসারে, কাস্তা (পূর্ব) কয়লা ব্লক বণ্টন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল), এম.ও.সি-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় (30 মার্চ 2015) এবং উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী 25 কোটি টাকা অগ্রিম ফি বাবদ জমা করে (31 মার্চ 2016)।

35 *কাস্তা (পূর্ব) কয়লা ব্লক পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত।*

এম.ও.সি, জি ও আই, কাস্তা (পূর্ব) কয়লা ব্লকটি ডব্লিউ বি পি ডি সি এল কে বণ্টন করে (মে 2016)। বণ্টন পত্রের সাথে সংযুক্ত নির্ধারিত নির্দেশিকা এবং মাইলফলক চার্ট অনুসারে কয়লা ব্লকের উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর উপর ন্যস্ত ছিল। তাছাড়া, বণ্টন চুক্তি অনুসারে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, এম ও সি, জি ও আই কে 20.50 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি (বি জি) জমা দিয়েছিল (ডিসেম্বর 2017)।

ব্লকটির উন্নয়নের জন্য, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, খনি এবং জ্বালানী গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (সি আই এম এফ আর)[36] কে পরামর্শদাতা হিসাবে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, খনির পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য নিযুক্ত করে (মার্চ 2017)। এই পরিকল্পনাটি এম ও সি, জি ও আই-এর কাছে বণ্টন আদেশের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ নভেম্বর 2016-এ জমা দেওয়ার কথা ছিল। অধিকন্তু, খনির পরিকল্পনা তৈরির জন্য সি আই এম এফ আর-এর দেওয়া শংসাপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে খনির পরিকল্পনার প্রস্তুতি আরও বিলম্বিত হয়। এর ফলে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, খনির পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য পরামর্শদাতা হিসাবে ভারতীয় খনি পরিকল্পনাকারী এবং পরামর্শদাতা (আই এম পি সি ও এন) কে নিযুক্ত করে (আগস্ট 2018)। ডব্লিউ বি পি ডি সি এল কেন্দ্রীয় খনি পরিকল্পনা এবং নকশা প্রতিষ্ঠান (সি এম পি ডি আই)-এর কাছে খনির পরিকল্পনাটি জমা দেয়[37] (সেপ্টেম্বর 2018), যেখানে ভূতাত্ত্বিক সহযোজনে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা হয় এবং এম ও সি, জি ও আই কে তাদের সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী, এম ও সি, জি ও আই বণ্টন আদেশের একটি সংশোধনী জারি করে (ডিসেম্বর 2018)।

ফলস্বরূপ, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল নভেম্বর 2016-এর নির্ধারিত তারিখ থেকে 28 মাস দেরীতে, ফেব্রুয়ারি 2019-তে এম ও সি, জি ও আই-এর কাছে খনির পরিকল্পনা জমা করে।

এ প্রসঙ্গে নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে:

- খনির পরিকল্পনা প্রস্তুত করার পর ডব্লিউ বি পি ডি সি এল সিদ্ধান্তে পৌঁছয় (ফেব্রুয়ারি 2019), যে কয়লা ব্লকটি অর্থনৈতিকভাবে অ-ফলপ্রসূ ছিল। এরপর ব্লকটির সমর্পণের জন্য এম ও সি, জি ও আই -এর কাছে আবেদন করা হয় (ফেব্রুয়ারি 2019) এবং মার্চ 2019-এ জি ও ডব্লিউ বি-র কাছে অনুরূপ একটি প্রস্তাবও পেশ করা হয়। 2021 সালের মে মাসে, এম ও সি, জি ও আই, কাস্তা (পূর্ব) কয়লা ব্লকের চুক্তি এবং বণ্টন আদেশ বাতিল করে।
- দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডি ভি সি) (পূর্ববর্তী বন্টনকারী) উক্ত ব্লকের জন্য 5.28 কোটি টাকা ব্যয় করে খনিজ অনুসন্ধান নিগম লিমিটেড (এম ই সি এল)[38]-এর থেকে একটি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন অর্জন করেছিল, যা পরবর্তীকালে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল 5.28 কোটি টাকা এম ও সি, জি ও আই-কে প্রদান করে (এপ্রিল 2016) লাভ করেছিল। দেখা গেছে যে, কাস্তা (পূর্ব) সংলগ্ন ব্লকের অংশ ছিল, সেটি আরও দুটি কয়লা ব্লক নিয়ে গঠিত ছিল। ডি ভি সি দেখেছিল (সেপ্টেম্বর 2008) যে, যতক্ষন পর্যন্ত না দুটি সংলগ্ন ব্লক একই বন্টনকারীকে সমন্বিত কয়লা খনির প্রকল্পের উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে, ততক্ষণ কাস্তা (পূর্ব) ব্লকের উত্তোলন অফলপ্রসূ হবে।

[36] *বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল (সি এস আই আর)-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করে।*

[37] *কয়লা মন্ত্রকের নির্দেশ সংখ্যা 34011/ (48)/ 2009-সি পি এ এম তারিখ 15ই জুলাই 2015 অনুসারে, সি এম পি ডি আই থেকে একটি শংসাপত্রের প্রয়োজন ছিল যা নতুন খনির পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যবহৃত ভূতাত্ত্বিক সমন্বয় (দ্রাঘিমাংশ এবং অক্ষাংশ) ন্যস্ত করা আদেশ অনুযায়ী হয় এবং খনির পরিকল্পনায় উল্লেখিত ভূতাত্ত্বিক সমন্বয়গুলি অন্য কোনও ব্লক অথবা সংলগ্ন ব্লককে দখল না করে।*

[38] *এম ই সি এল ভারত সরকারের খনি মন্ত্রণালয়ের অধীনে খনিজগুলির পদ্ধতিগত অনুসন্ধানের জন্য কাজ করে। এম ই সি এল এর উদ্দেশ্য হল "খনিজ অনুসন্ধান এবং খনিজ উত্তোলনের জন্য উচ্চ মানের, সাশ্রয়ী এবং সময়বদ্ধ ভূ-বৈজ্ঞানিক পরিষেবা প্রদান করা"।*

পরবর্তীকালে, এম ও সি, জি ও আই, ডি ভি সি-এর বন্টন বাতিল করে (মে 2009)। তৎসত্ত্বেও, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল ঐ একই কয়লা ব্লকের জন্য 2015 সালে আবেদন করে।

- এম ও সি, জি ও আই সমগ্র বি জি ভাঙিয়ে নিয়েছে (আগস্ট 2020: 13.33 কোটি টাকা, মে 2021: 7.17 কোটি টাকা)।
- উপরন্তু, মার্চ 2016 থেকে মার্চ 2020 এর মধ্যে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল কাস্তা (পূর্ব) কয়লা ব্লকের জন্য 32.39 কোটি টাকা[39] ব্যয় করে।

রাজ্য সরকার জানিয়েছে (এপ্রিল 2023) যে, কাস্তা (পূর্ব) কয়লা ব্লকটি এর আগে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (সি আই এল) এবং ডি ভি সি-কে পর্যায়ক্রমে পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা প্রযুক্তিগতভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে অফলপ্রসূ বলে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। উপরন্তু, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসাবে কয়লা ব্লকটির জন্য আবেদন করে, যেখানে অত্যধিক বাণিজ্যিক ঝুঁকির মাত্রা থাকে, যার ফলে সেই উদ্যোগটি ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। এর পরে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল তার লোকসান কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং কয়লা ব্লকটি সমর্পণ করে।

উত্তরটি সুনিশ্চিত করে যে, দুটি পূর্ববর্তী বণ্টনকারী, যথা সি আই এল এবং ডি ভি সি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে ব্লকটি বাণিজ্যিকভাবে অফলপ্রসূ ছিল। তা সত্ত্বেও, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল এটির জন্য আবেদন করে এবং কয়লা ব্লকটি তাদের বরাদ্দ করা হয়। এছাড়াও, একটি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন, যা ইতিমধ্যেই উপলব্ধ ছিল, অনুসারে দেখা গেছিল যে একটি একক ব্লক স্বাধীনভাবে কার্যকর নয়। তা সত্ত্বেও, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল শুধুমাত্র কাস্তা (পূর্ব) ব্লকের জন্য আবেদন করেছিল, যদিও, এটি একটি সংলগ্ন ব্লকের অংশ ছিল, যা অন্য দুটি কয়লা ব্লক নিয়ে গঠিত।

রাজ্য সরকার আরও জানিয়েছে (সেপ্টেম্বর 2023) যে, প্রযুক্তিগতভাবে ভৌগোলিক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে পাওয়া তথ্য অনুসারে, এটি কোনোভাবেই বলা যায় না যে, খনিগুলি অর্থনৈতিক ভাবে ফলপ্রসূ ছিল বা ছিল না। ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, খনির পরিকল্পনা তৈরী করার পরেই বুঝতে পারে যে, ব্লকটি ফলপ্রসূ নয় এবং তৎক্ষণাৎ ব্লকটি সমপর্ণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তারা আরও বলেছে যে, পূর্ববর্তী বন্টনকারীদের কেউই খনির পরিকল্পনা প্রস্তুত করেনি, তাই তাদের দ্বারা ব্লকটি সমপর্ণের সিদ্ধান্ত তাদের ইচ্ছা/ বিচক্ষণতার উপরেই নির্ভরশীল ছিল।

সরকারের উত্তরটি থেকে দেখা যায় যে, কয়লা ব্লকগুলি একটি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার পর চিহ্নিত করা হয়, এবং এটি আবেদনকারীদের আবেদন করার পূর্বেই মূল্যায়ন করা উচিত যে, ব্লকটি ফলপ্রসূ কি না। এই ক্ষেত্রে, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল, পূর্ববর্তী বন্টনকারীদের দ্বারা কাস্তা (পূর্ব) কয়লা ব্লকের বরাদ্দ না নেওয়ার বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই ব্লকের জন্য আবেদন করে। এছাড়াও, ডব্লিউ বি পি ডি সি এল-এর আগেই ডি ভি সি দ্বারা প্রস্তুত করা ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রাপ্ত করা উচিত ছিল এবং জ্বালানী সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির দশম প্রতিবেদনটি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত ছিল। সময়োপযোগী যথোপযুক্ত নিয়ম পালন না করার ফলে ডব্লিউ বি পি ডি সি এল কে কয়লা ব্লক বন্টন এবং তৎক্ষণাৎ সমর্পনের কারণে 52.89 কোটি টাকার অনাবশ্যক ব্যয়[40] হয়েছে।

---

[39] *32.39 কোটি টাকার মধ্যে রয়েছে এম ও সি, জি ও আই কে প্রদান করা অগ্রিম পারিশ্রমিক (25 কোটি টাকা), এম ও সি, জি ও আই কে প্রদান করা ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন খরচ (5.28 কোটি টাকা), জি ও ডব্লিউ বি-কে প্রদান করা গ্যারান্টি পারিশ্রমিক (1.11 কোটি টাকা) সি আই এম এফ আর কে উপদেষ্টা পারিশ্রমিক (93.89 লক্ষ টাকা), মাইনিং প্ল্যান তৈরির জন্য নতুন খনির পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যবহৃত ভূতাত্ত্বিক সমন্বয় সংক্রান্ত শংসাপত্রের জন্য সি এম পি ডি আই-কে প্রদান করা শংসাপত্র পারিশ্রমিক (5.90 লক্ষ টাকা)।*

[40] *32.39 কোটি টাকা (খনিতে মোট ব্যয়) + 20.50 কোটি টাকা (নগদীকৃত বি জি) = 52.89 কোটি টাকা।*

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড

2.3 ইকো পার্কে সৌর গম্বুজ প্রস্তুত করার জন্য প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিক আদায় না করা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) ইকো পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাটে একটি সৌর গম্বুজ প্রস্তুত করেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক বিধি, 1979-এর অধীনে প্রদত্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে 2.58 কোটি টাকার প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিক দাবি করেনি।

পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক বিধি, 1979 (ডব্লিউ বি এফ আর)-এর বিধান[41] অনুসারে, বিভিন্ন ধরণের কাজ সম্পাদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি সংস্থা আনুমানিক খরচের ওপর নির্ধারিত হারে প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। এই প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিক দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, কার্যপ্রদান, তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, বিল পরীক্ষা, মূল্য প্রদান ও সেইসাথে ব্যবহার এবং সমাপ্তি শংসাপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত শক্তির উৎস দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (জি ও ডব্লিউ বি)[42] রাজারহাট নিউ টাউনের ইকো পার্কে একটি সৌর গম্বুজ স্থাপনের জন্য পৌর বিষয়ক ও নগর উন্নয়ন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি (এম এ ইউ ডি ডি) এর কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করে (ফেব্রুয়ারি 2014)। পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি এইচ আই ডি সি ও) এবং এম এ ইউ ডি ডি দ্বারা অর্থায়ন করা এই প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) দ্বারা বাস্তবায়িত হবে, যার আনুমানিক ব্যয় 38.05 কোটি টাকা[43]। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল সৌরশক্তি সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা এবং এটি একটি পর্যটন আকর্ষণ হিসেবেও পরিকল্পিত ছিল।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রাথমিক পরিকল্পনা, নকশা, যন্ত্রবিদ্যা, স্থাপত্য/ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য প্রস্তুতকরণ, দরপত্রের নথি/ নকশা, কাজের পরিমানের বিল ইত্যাদি কাজের জন্য মেসার্স ডি সি পি এল (পরামর্শদাতা)- কে দায়িত্ব প্রদান করে (নভেম্বর 2014)। পরবর্তীকালে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রকল্পের নকশা, প্রযুক্তিবিদ্যা, সরবরাহ, নির্মাণ, স্থাপন এবং সম্পাদনের জন্য মেসার্স ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কোম্পানী (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (ঠিকাদার)-কে 41.52 কোটি টাকা মূল্যে নিয়োগ[44] করে (ডিসেম্বর 2016)। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রকল্প চূড়ান্ত করতে কর সহ 53.29 কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে বলে অনুমান করে (এপ্রিল 2021) এবং 2022 সালের অক্টোবর পর্যন্ত ঠিকাদারকে 46.97 কোটি টাকা[45] প্রদান করে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে (ফেব্রুয়ারি 2023) যে:

- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল ফেব্রুয়ারী 2017 থেকে ডিসেম্বর 2017-এর মধ্যে প্রকল্পের পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করার জন্য তার কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করেছিল প্রতিটি পর্যায়ের সর্বক্ষণ তত্ত্বাবধানের জন্য।

---

41 *নিরীক্ষা শাখা, অর্থ বিভাগ, জি ও ডব্লিউ বি -এর 25 জুন 2012 তারিখের 5400 F(Y) নং বিজ্ঞপ্তির 47 ডি বিধির 4 এবং 6 ধারা অনুসারে।*

42 *15 নভেম্বর 2019 তারিখের 858-হোম (কনস)/ আর টু আর (কনস)-08/ 2016 নং বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস দপ্তরটির নাম পরিবর্তন করে বিদ্যুৎ দপ্তর করা হয়েছে।*

43 *1.45 কোটি টাকা পরামর্শ মূল্য সহ (প্রথম পর্যায়: 57.98 লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় পর্যায়: 86.97 লক্ষ টাকা)।*

44 *মে 2016 সালের উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে।*

45 *22 তম রানিং অ্যাকাউন্ট বিল পর্যন্ত।*

- একটি সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দরপত্র প্রদান করা, পরামর্শক/ ঠিকাদার নিয়োগ, বিল চেক করা, ঠিকাদারকে অর্থ প্রদান, অর্থ ব্যবহারের শংসাপত্র জমা দেওয়া ইত্যাদি কাজ করেছিল, যার জন্য ডব্লিউ বি এফ আর অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয়ের উপর 5.50 শতাংশ[46] হারে প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিকের অধিকারী ছিল।
- একটি সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল চুক্তি/ সমঝোতাপত্র (মৌ) স্বাক্ষর করেনি যেখানে কাজের বিশদ শর্তাবলী এবং প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিকের কথা বলা থাকে। ফলস্বরূপ, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রকল্পটির জন্য 2.58 কোটি টাকার[47] প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিক দাবি করেনি।

সরকার বলেছে (মে 2023) যে, সৌর গম্বুজ প্রস্তুত করা হয়েছে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে। তদুপরি, প্রকল্পের বাণিজ্যিক ব্যবহারের থেকেও শিক্ষাগত কাজে ব্যবহারের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল সৌর গম্বুজ প্রস্তুত করেছিল। তাই এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিকের বিষয় বিবেচনা করা হয়নি।

সরকারের এই উত্তর গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিক আদায় করা উচিত ছিল।

সরকার আরও জানিয়েছে (আগস্ট 2023) যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, কোম্পানী আইন 1956 এর অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানী হওয়ায় এর নিজস্ব একটি অসামরিক কাজের নীতি রয়েছে এবং ডব্লিউ বি এফ আর-এর বিধানগুলি এর জন্য প্রযোজ্য নয়। সরকার আরও উত্তর দিয়েছে যে, প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট খরচ, যে কোনও ক্ষেত্রে, শুল্ক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদায় করা হবে।

উত্তরটি এই ভাবে দেখা উচিত যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারী সংস্থা হিসাবে রাজ্য সরকারী সংস্থা/ নিগম নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে (জুন 2012)। এই ক্ষেত্রে নির্বাহকারী সংস্থা হিসাবে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর কাজটির পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব ছিল। এই কারণে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল উক্ত কাজের জন্য প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিক আদায় করার অধিকারী ছিল।

এইভাবে, ইকো পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাটে সৌর গম্বুজ তৈরির জন্য প্রযোজ্য 2.58 কোটি টাকার প্রতিনিধিত্ব পারিশ্রমিক দাবি না করায় তা গ্রাহকদের উপর অনিবার্য বোঝা হিসাবে চেপেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড

2.4 অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ঘাটতির কারণে ক্ষতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) প্রি-স্ট্রেসড সিমেন্ট কংক্রিটের খুঁটি সরবরাহের জন্য দেওয়া বরাতগুলি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে 3.38 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) বার্ষিক ভিত্তিতে তার বিভিন্ন বিভাগীয় মজুতাগারে, মজুত পণ্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যক্ষ যাচাই করে।

[46] *দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, কাজ প্রদান করার জন্য কাজের আনুমানিক খরচের দুই শতাংশ এবং তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, বিল চেক, অর্থপ্রদান, অর্থ ব্যবহার শংসাপত্র ও সমাপ্তির শংসাপত্রের জন্য 3.50 শতাংশ হারে।*

[47] *46.97 কোটি টাকার 5.5 শতাংশ হারে।*

এটি বার্ষিক প্রত্যক্ষ যাচাই প্রতিবেদনে প্রদর্শিত মজুত পণ্য পরিসংখ্যান এবং এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ই আর পি) -এর মজুত পণ্য হিসাবে উপস্থিত মজুত পণ্য পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। এই ধরনের প্রত্যক্ষ যাচাইকরণ অবশ্য কর্ড রোডে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মজুতাগার, অন্যান্য প্রান্তীয়/ বিভাগীয় মজুতাগার, হাইডেল মজুতাগার, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প মজুতাগার এবং পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রকল্পের মজুতাগারে সংরক্ষিত ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর উপাদান গুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। এটিতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীর হেফাজতে থাকা মজুত সামগ্রী (যেগুলি 2021-22 অর্থবর্ষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ যাচাই করা হয়নি) অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর ক্রয় এবং ঠিকাচুক্তি দপ্তর (পি এন্ড সি) চার্টার্ড এবং কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মগুলিকে নিযুক্ত করে মজুত উপাদান গুলির প্রত্যক্ষ যাচাইকরণের জন্য দায়বদ্ধ। এছাড়াও, পি এন্ড সি ক্রয় আদেশ এবং কাজের আদেশও জারি করে। এই ক্রয় আদেশগুলির মধ্যে রয়েছে ৪-মিটার প্রি-স্ট্রেসড সিমেন্ট কংক্রিটের (পি সি সি) খুঁটি এবং 9-মিটার পি সি সি খুঁটির উৎপাদন, সরবরাহ এবং কাজ পূর্ববর্তী বিতরণ।

মার্চ 2012 থেকে ডিসেম্বর 2013 পর্যন্ত, পি এন্ড সি, 8-মিটার পি সি সি খুঁটি (5,700 টি) এবং 9-মিটার পি সি সি খুঁটি (4,184 টি) তৈরি, সরবরাহ এবং কাজ পূর্ববর্তী বিতরণের জন্য একটি ঢালাই কারখানাকে (উৎপাদক)[48] 11 টি[49] ক্রয়ের আদেশ জারি করেছিল।

আদেশের প্রাসঙ্গিক প্রবিধান[50] এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের সমীক্ষা থেকে নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে (সেপ্টেম্বর 2022) যে,

- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর তরফে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চল, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল (আর এম), মনোনীত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা ছিলেন।
- খুঁটিগুলি তৈরি করার পর, প্রস্তুতকারকের আর এম-কে অবহিত করার পাশাপাশি খুঁটির প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করার বিষয়ে জ্ঞাত করার প্রয়োজন ছিল।
- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দ্বারা গৃহীত খুঁটিগুলি না নেওয়া পর্যন্ত সেগুলি প্রস্তুতকারকের মজুতাগারে রাখতে হবে এবং এই খুঁটিগুলির কোনও ক্ষয়ক্ষতি হলে তার জন্য প্রস্তুতকারক দায়ী থাকবেন।
- খুঁটি পরীক্ষা এবং গ্রহণের পরে, সেগুলিকে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর হিসাববইতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রস্তুতকারকের মজুতাগারে থাকা পি সি সি খুঁটি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আর এম-এর হিসাববইতে সেই হিসাব রাখার প্রয়োজন ছিল।
- প্রস্তুতকারকের দ্বারা পরবর্তী মাসের পঞ্চম কার্যদিবসের মধ্যে আর এম-এর কাছে যাচাইয়ের জন্য পূর্ববর্তী মাসের বিভাগ-ভিত্তিক উত্তোলনের বিবরণ সহ মাসিক প্রগতি প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। এই প্রতিবেদন জমা না দিলে, খুঁটির পরীক্ষা/ পরীক্ষার শংসাপত্র জারি করা/ বিল প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি স্থগিত রাখা হবে। তবে, উপলব্ধ তথ্যে, এই ধরনের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

---

48 *মেসার্স অনাদি পি সি সি পি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, একটি একক মালিকানাধীন কোম্পানী, রাজবাসা, খেমাসুলি, পি এস- খড়্গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনীপুর।*

49 *ডিসেম্বর 2012 থেকে ডিসেম্বর 2013 পর্যন্ত 8 মিটার পি সি সি খুঁটির জন্য 4 টি ক্রয় আদেশ এবং মার্চ 2012 থেকে ডিসেম্বর 2013 পর্যন্ত 9 মিটার পি সি সি খুঁটির জন্য 7 টি ক্রয় আদেশ।*

50 *ধারা নম্বর 6, 8 এবং 9, 18 নম্বর ধারা সহ।*

- জুন 2012 থেকে মে 2014 পর্যন্ত পরীক্ষার শংসাপত্র জারি করার পরে, গৃহীত খুঁটিগুলি মজুতাগারে রসিদ ভাউচারের (এস আর ভি র) মাধ্যমে হিসাব করা হয়েছিল, যদিও খুঁটিগুলি প্রস্তুতকারকের মজুতাগারেই সংরক্ষণ করা অব্যাহত ছিল। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল প্রস্তুতকারককে উপাদানের প্রকৃত সরবরাহ ছাড়াই 3.77 কোটি টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করে (সেপ্টেম্বর 2012 থেকে নভেম্বর 2014)।
- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল খুঁটির প্রকৃত সরবরাহ ছাড়াই সমস্ত কিস্তি প্রদান করে এবং শেষ পর্যন্ত আগস্ট 2015 এ, প্রস্তুতকারকের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। যাইহোক, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল খুঁটির প্রকৃত হেফাজত পেতে সফল হতে পারেনি এবং অবশেষে, আরও তিন বছর পর (জুলাই 2018), এই বিষয়ে সহযোগিতা না করার জন্য প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে একটি এফ আই আর[51] দায়ের করে।
- অধিকন্তু, মুখ্য প্রযুক্তিবিদ (বন্টন) নির্দেশ দিয়েছিলেন (মার্চ 2018) যে, খুঁটির প্রত্যক্ষ যাচাইকরণ প্রস্তুতকারকদের মজুতাগারে করা হবে। তবে এটি শুধুমাত্র 2022-23 অর্থবর্ষে মেনে চলা হয়েছিল।
- ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর আইনী উপদেষ্টা মতামত দিয়েছেন (এপ্রিল 2021) যে বকেয়া পরিমাণের তিন বছরের মধ্যে দাবি পেশ করতে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর ব্যর্থতা, দাবিটি সময়-বাধিত করেছে। তদুপরি, মামলা করার অধিকার তখনই আসে যখন কেউ বকেয়া অর্থ দিতে অস্বীকার করে, যা সময়-বাধিত নয়। ফলস্বরূপ, প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা বৃথা ছিল।

ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 2022-23 অর্থবর্ষের হিসাববইতে খুঁটি সরবরাহ না করার জন্য 3.38 কোটি টাকার সংস্থান করেছে।

সরকার উত্তর দিয়েছে (এপ্রিল 2023) যে, সমস্ত বিল এস আর ভি এবং অন্যান্য নথির উপর ভিত্তি করেও ক্রয় আদেশের শর্তাবলী অনুসারে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

তবে এই উত্তরটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ঘাটতিগুলি সমাধানের পথ দেখায়নি, যেমন (ক) মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা উপাদানের প্রকৃত বিতরণ ছাড়াই সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করা, (খ) ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীদের হেফাজতে থাকা প্রত্যক্ষ মজুত উপাদানগুলির পর্যায়ক্রমিক যাচাই না করা এবং (গ) উপকরণ সরবরাহ না করার জন্য প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপন করার ব্যর্থতা।

সরকার জানিয়েছে (জানুয়ারি 2024) যে, স্থানীয় থানায় এফ আই আর দায়ের সহ উল্লিখিত কারখানা থেকে খুঁটিগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য বারবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ওই উৎপাদনকারী সংস্থা থেকে পি সি সি খুঁটিগুলি উদ্ধার করা যায়নি। তারা আরও বলেছে যে, সেই সময়ে এস এ পি-ই আর পি সিস্টেমের অনুপস্থিতির কারণে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন পোল কাস্টিং সেন্টারে পি সি সি খুঁটিগুলির প্রকৃত মজুত সম্পর্কে প্রধান কার্য্যালয় থেকে কোন পর্যবেক্ষণ ছিল না। এছাড়াও, প্রতিটি পোল কাস্টিং সেন্টারে মজুত পণ্যগুলির বাস্তবিক পরীক্ষাও বছরের শেষে সম্পাদিত হয়েছে।

সরকারের উত্তরটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ঘাটতিগুলি নিশ্চিত করে যেমন উৎপাদনকারীর কাছ থেকে মাসিক প্রগতি প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা না নেওয়া, প্রস্তুতকারকের মজুতাগারে খুঁটির বাস্তবিক পরীক্ষা না করা এবং উৎপাদনকারী সংস্থার বিরুদ্ধে তার দাবিগুলি অনুসরণ না করা, এর ফলে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে 3.38 কোটি টাকার ক্ষতি বহন করতে হয়েছিল।

---

[51] *খড়গপুর স্থানীয় থানার এফ. আই. আর. নং 378/ 18, তারিখ 13 জুলাই 2018।*

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড

2.5 স্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন উপভোক্তার কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) বিদ্যমান প্রবিধানের অধীনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা আমানত না পাওয়া সত্ত্বেও একজন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে এবং তারপর সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করতে বিলম্ব করেছে, যার ফলে 6.76 কোটি টাকার বিদ্যুৎ শুল্ক আদায় করতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রন কমিশন (ডব্লিউ বি ই আর সি) এর প্রযোজ্য প্রবিধান[52] (এপ্রিল 2013), একটি সরবরাহ লাইসেন্সধারীকে সমস্ত উপভোক্তাদের তিন মাসের আনুমানিক খরচ অনুযায়ী, বিদ্যমান হারে নিরাপত্তা আমানত (এস ডি) জানাবার অনুমতি দেয়। অধিকন্তু, লাইসেন্সধারীদের তাদের নিরাপত্তা আমানতের পরিমান অপর্যাপ্ত হয়ে গেলে তা বাড়ানোর জন্য গ্রাহকদের অবহিত করতে হবে। সেই বিজ্ঞপ্তির এক মাসের মধ্যে গ্রাহকদের অতিরিক্ত পরিমাণ নিরাপত্তা আমানত জমা দিতে হবে। লাইসেন্সধারীদের এই অতিরিক্ত অর্থ, বা এর কিস্তির পরিমাণ, গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলের মাধ্যমে আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, অতিরিক্ত উচ্চ ভোল্টেজ (ই এইচ ভি), উচ্চ ভোল্টেজ (এইচ ভি) এবং নিম্ন ও মাঝারি ভোল্টেজ (এল এন্ড এম ভি) গ্রাহকদের, যাদের বিদ্যুৎ চাহিদা 50 কে ভি এ এবং তার বেশি, তারা নগদে, অথবা একটি অপরিবর্তনীয় ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির (বিজি) মাধ্যমে নিরাপত্তা আমানত জমা দিতে পারে। অতিরিক্ত, নিরাপত্তা আমানতগুলি মার্চ 2015 এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে (ফেব্রুয়ারি 2023) যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) এর কাছে মার্চ 2023 পর্যন্ত স্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন[53] মেসার্স রোহিত ফেরো টেক লিমিটেড[54] (আর এফ টি এল)-এর থেকে 6.76 কোটি টাকার বকেয়া ছিল।

আর এফ টি এল মার্চ 2010 থেকে উপভোক্তা ছিল এবং তার সঙ্গে 33 কেভি ভোল্টেজ সরবরাহ সহ 11,500 কে ভি এ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল। তদনুসারে, 2019-20 অর্থবর্ষের বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে, আর এফ টি এল-কে 2020-21 অর্থবর্ষের জন্য 10.47 কোটি টাকা নিরাপত্তা আমানত বজায় রাখতে হত। আর এফ টি এল অবশ্য নিরাপত্তা আমানত বাবদ কেবলমাত্র 1.17 কোটি টাকা দিয়েছিল। আর এফ টি এল বিদ্যুতের শুল্ক পরিশোধে অনিয়মিত ছিল এবং ডিসেম্বর 2019 থেকে বিদ্যুতের শুল্ক পরিশোধ করছিল না।

এরপরে, আর এফ টি এল 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেসে (সি আই আর পি)[55] যায়, যেখানে পাওনাদারদেরকে 21 ফেব্রুয়ারি 2020-এর মধ্যে তাদের দাবি জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল বিলম্বে 29 আগস্ট 2020 তারিখে বকেয়া 5.52 কোটি টাকার (01 ডিসেম্বর 2019 থেকে 06 ফেব্রুয়ারি 2020 পর্যন্ত) পরিবর্তে, 5 কোটি টাকার দাবি জমা দেয়। সি আই আর পি-এর অধীনে রেজোলিউশন প্রফেশনাল (আর পি), মার্চ 2020 থেকে অক্টোবর 2021-এর মধ্যে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর বিদ্যুৎ

---

52 *ডব্লিউ বি ই আর সি -এর (বিবিধ বিধান) প্রবিধান, 2013 এর ধারা 4.1, 4.2 এবং 4.2.6, বিজ্ঞপ্তি নং 52/ ডব্লিউ বি ই আর সি, তারিখ 02 এপ্রিল 2013।*

53 *বিদ্যুৎ আইন, 2003, একজন লাইসেন্সধারীকে, পূর্ব বিজ্ঞপ্তির পর, বিদ্যুতের কোনো শুল্ক বা অন্য কোনো শুল্ক পরিশোধ না করার জন্য, যে কোনো ব্যক্তিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ বা কোনো বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দেয়।*

54 *উপভোক্তা আইডি: 932324100।*

55 *দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, 2016-এর বিধানের অধীনে।*

শুল্ক বিভিন্ন কিস্তিতে পরিশোধ করেছে এবং নভেম্বর 2021 থেকে বিদ্যুৎ শুল্ক পরিশোধ করা বন্ধ করে দেয়।

ইতিমধ্যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল নিরাপত্তা আমানত জমা দেওয়ার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে (30 মার্চ 2021), কিন্তু আর এফ টি এল এটি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং উল্লেখ করেছিল যে সি আই আর পি ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারি 2020 -তে শুরু হয়েছে এবং ইনসলভেন্সি ও ব্যাংকরাপ্টসি কোড (আই বি সি) 2016- এর ধারা 14 অনুযায়ী মাননীয় জাতীয় কোম্পানী আইন ট্রাইব্যুনাল (এন সি এল টি) স্থিতাদেশ জারি করেছে।

01 ডিসেম্বর 2021 তারিখে আর এফ টি এল-এর বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং চুক্তিটি[56] 19 জানুয়ারী 2022-এ বাতিল করা হয়। আর এফ টি এল-এর নিরাপত্তা আমানত সহ ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 9.71 কোটি টাকার[57] চূড়ান্ত বিল উত্থাপন করেছিল (19 জানুয়ারী 2022)। তারপরে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, আর এফ টি এল- কে 10.74 কোটি টাকা (বিদ্যুৎ বকেয়া: 10.23 কোটি টাকা; জরিমানা এবং পুনরুদ্ধারের খরচ: 51.25 লক্ষ টাকা) জন্য একটি দাবিপত্র জারি করেছিল (02 ফেব্রুয়ারি 2022)।

মেসার্স টাটা স্টিল মাইনিং লিমিটেড (টি এস এম এল) এন সি এল টি-র আদেশ অনুযায়ী (07 এপ্রিল 2022) আর এফ টি এল অধিগ্রহণ করেছে। মেসার্স টি এস এম এল প্ল্যান্টটি গ্রহণ করেছে (11 এপ্রিল 2022) এবং 12 এপ্রিল 2022 তারিখে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে 5.67 কোটি টাকা[58] পরিশোধ করেছে। মেসার্স টি এস এম এল দাবি করেছে (জুলাই 2022) যে, 07 এপ্রিল 2022[59] তারিখের এন সি এল টি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সি আই আর পি-এর আগের ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দ্বারা দাবিকৃত বিলম্বে প্রদান সারচার্জ (এল পি এস সি) সহ 6.76 কোটি টাকা[60] শোধ হয়ে গেছে।

এই বিষয়ে, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

- ডব্লিউ বি ই আর সি -এর প্রবিধান 52-এর 4.2.1 ধারা[61] লঙ্ঘন করে, নিরাপত্তা আমানত অপর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল আর এফ টি এল -কে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছিল।
- যদিও আর এফ টি এল ডিসেম্বর 2019 এর পর থেকে বিদ্যুৎ শুল্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 24 মাস পরে ডিসেম্বর 2021-তে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করেছিল। এটি ডব্লিউ বি ই আর সি -এর প্রবিধান 55-এর 4.1.1 ধারা লঙ্ঘন

56 *2010 সালের মার্চ মাসে আর এফ টি এল এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল -এর মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।*

57 *জানুয়ারী 2020, ফেব্রুয়ারি 2020, মে 2021 এবং জুলাই 2021 থেকে ডিসেম্বর 2021 মাসের বিল সংক্রান্ত।*

58 *সি আই আর পি-পরবর্তী সময়ের জন্য 5.36 কোটি টাকা (এল পি এস সি সহ) + প্রাক-সি আই আর পি সময়ের জন্য 0.31 কোটি টাকা সহ)।*

59 *07 এপ্রিল 2022 তারিখের এন সি এল টি আদেশটি আর এফ টি এল-এর টি এস এম এল বনাম আর পি সংক্রান্ত বিষয়ে, যেখানে আর এফ টি এল অধিগ্রহণের জন্য টি এস এম এল দ্বারা জমা দেওয়া সমাধান পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। উল্লিখিত আদেশের মাধ্যমে টি এস এম এল 11 এপ্রিল 2022-এ আর এফ টি এল -এর প্ল্যান্ট অধিগ্রহণ করে।*

60 *07 ফেব্রুয়ারী 2020 পর্যন্ত, প্রাক-সি আই আর পি দাঁড়িয়েছে 6.76 কোটি টাকা (প্রধান ও নিরাপত্তা আমানত 4.56 কোটি টাকা + এল পি এস সি 2.20 কোটি টাকা)।*

61 *একজন উপভোক্তা, তার লাইসেন্সধারীর দাবিতে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আমানতের অপর্যাপ্ত অংশ পুনরায় পূরণ করতে পারে এবং বিজ্ঞপ্তির পরিষেবার তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে এটি জমা করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকবে যে, নিরাপত্তা আমানতের পুনঃপূরণ পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে 30 দিন পূর্ণ হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।*

করেছিল, যেখানে বলা আছে যে বিলে প্রদত্ত নির্ধারিত তারিখের 30 দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান না করা হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

- আর এফ টি এল ফেব্রুয়ারি 2020-তে সি আই আর পি-তে গেলেও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল নভেম্বর 2021 পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল।

সরকার, উত্তরে (জুন 2023), স্বীকার করেছে যে সি আই আর পি র আগের 6.76 কোটি টাকা বকেয়া পাওনা (ওএসডি), আজ পর্যন্ত বকেয়া আছে। উত্তরে আরও বলা হয়েছে যে আই বি সি, 2016 এর ধারা 14 (2) এর অধীনে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার উপর একটি স্থগিতাদেশ ছিল।

সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার স্থগিতাদেশের বিষয়ে, নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 28 ডিসেম্বর 2019 থেকে কার্যকর, আই বি সি, 2016-এর ধারা 14 (2A), যদি স্থগিতকালের সরবরাহের জন্য বকেয়া পরিশোধ না করা হয়, সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে, আর পি স্থগিতকালে নিয়মিত অর্থ প্রদান করেনি। তা সত্ত্বেও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল উপভোক্তার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করেনি।

সরকার আরও উত্তর দিয়েছে (আগস্ট 2023) যে, স্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনায় কর্মসংস্থানের ক্ষতির আশংকা করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি এবং এটিও বলেছে যে সি আই আর পি র আগের 6.76 কোটি টাকা বকেয়া পাওনা ছিল এবং এটি ফর্ম B-এর মাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল।

সরকারের উত্তরটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নিরাপত্তা আমানত অপর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও উপভোক্তাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল এবং ডব্লিউ বি ই আর সি-এর প্রবিধান 52-এর 4.2.1 ধারা লঙ্ঘন করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি।

এইভাবে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল পর্যাপ্ত নিরাপত্তা আমানত না থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করে উপভোক্তাদের অযাচিত সুবিধা দিয়েছিল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতেও বিলম্ব করেছিল, যার ফলে অনাদায়ী বিদ্যুৎ শুল্কের জন্য 6.76 কোটি টাকা রাজস্বের ক্ষতি হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড

2.6 গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বিলম্বে উপস্থাপনের জন্য সুদের ক্ষতি

মিটার ডেটা অধিগ্রহণ সিস্টেম (এম ডি এ এস) পুনর্গঠন করতে বিলম্বের কারণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) কেন্দ্রীভূত বৃহৎ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপনে বিলম্ব করেছে, যার ফলে 4.59 কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রন কমিশন (ডব্লিউ বি ই আর সি)-এর প্রবিধান নং 36/ 55 (সেপ্টেম্বর 2007/ আগস্ট 2013) অনুযায়ী, যেখানে মিটার রিডিং-এর জন্য মিটার রিডিং যন্ত্রপাতি/ স্বয়ংক্রিয় মিটার রিডিং ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় এবং যদি সেটি কার্ড/ বই/ প্রামাণ্য দলিলপত্রাদিতে নথিভুক্ত করা না যায়, তাহলে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি মিটার রিডিং নেওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন করবে। মাসিক বিলিং-এর ক্ষেত্রে, মিটার রিডিং সাধারণতঃ শেষ মিটার রিডিং-এর 28 থেকে 32 দিনের মধ্যে নেওয়া হয়, যদি না উপযুক্ত ক্ষেত্রে কমিশন থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির কার্যক্ষেত্রের পরিধি, গ্রাহকের শ্রেণী ইত্যাদি দেখে পৃথকভাবে ছাড় দেওয়া থাকে। উচ্চ ভোল্টেজ (এইচ ভি) এবং অতিরিক্ত উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত (ই এইচ ভি) গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন করতে হবে এবং বিদ্যুৎ বিল জমা দেওয়ার শেষ দিনটি সংশ্লিষ্ট বিলিং মাস শেষ হওয়ার 30 দিনের মধ্যে হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে, ভারতের মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের 31 মার্চ 2015 এবং 31 মার্চ 2016-এর প্রতিবেদনের যথাক্রমে 3.4 এবং 2.1.8.2 নং অনুচ্ছেদে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দ্বারা বিদ্যুৎ বিল অযথা বিলম্বে উপস্থাপনের বিষয়টি নজরে আনা হয়েছিল। এটা দেখা গেছে যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কেন্দ্রীভূত বৃহৎ গ্রাহকদের (এইচ ভি এবং ই এইচ ভি)[62] জন্য মিটার রিডিং, রিমোট এক্সেস মিটার ডেটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেমের (এম-ডি এ এস)[63] মাধ্যমে নিয়ে থাকে। এম-ডি এ এস-এর মাধ্যমে মিটার রিডিং ব্যর্থ হলে স্পট মিটার রিডিং নেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও, সরকার জানিয়েছিল, (সেপ্টেম্বর 2018) যে, সমস্ত গ্রাহককে মোডেম-ভিত্তিক মিটার রিডিংয়ের আওতায় আনবার ফলে, মিটার রিডিং এবং বিল উপস্থাপনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় 'শূন্য'-তে নামিয়ে আনা হয়েছে।

যদিও, নিরীক্ষায় দেখা গেছে (ফেব্রুয়ারি 2023) যে, 2019-22 অর্থবর্ষে, 31,384 টি বিলের মধ্যে 15,017 টি বিল (অর্থাৎ বিলের 48 শতাংশ) এক দিন থেকে 110 দিন পর্যন্ত বিলম্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি মূলত এম-ডি এ এস-এর মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মিটার রিডিং রেকর্ড না করা এবং পরে স্পট মিটার রিডিং নেওয়ার কারণে হয়েছে। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, বিলম্বগুলি প্রধানত মোডেম এবং ডি সি ইউ-গুলির পুরোনো হওয়ার জন্য; মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা জিনিসের অভাব; মিটার ইত্যাদি সহ মোডেম পোর্টের সংযোগ সমস্যার সমাধান না করার জন্য হয়েছে। সময়মত রাজস্ব সংগ্রহের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, বিলম্বের সমস্যাটি যথাযথভাবে সমাধান করা হয়নি। বিল উপস্থাপনে বিলম্বের কারণে বিল প্রদানের নির্ধারিত তারিখ বাড়ানো হয়েছে, যার ফলে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর রাজস্ব আদায়ে বিলম্ব হয়েছে। এই বিলম্বিত আদায়ের জন্য ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর এপ্রিল 2019 থেকে মার্চ 2022 পর্যন্ত 4.59 কোটি টাকা[64] সুদের ক্ষতি হয়েছে।

সরকার, উত্তরে (জুন 2023) জানিয়েছে যে, (i) যখন এম-ডি এ এস-এ বৃহৎ রিডিং উপলব্ধ ছিল না, তখন বাস্তবিকভাবে মিটার রিডিং নেওয়া হয়েছিল (ii) কখনও কখনও, কিছু অসামঞ্জস্যের কারণে, কিছু বিলিং পরামিতি সংশোধন করা হয়েছিল, যার জন্য পুনরায় বিল উপস্থাপন করার প্রয়োজন হয়েছিল।

পরবর্তীকালে সরকার তার বিলম্ব স্বীকার করে আরও জানায় (মার্চ 2024) যে, এই বিলম্ব বিদ্যুতের বিলগুলির সংশোধন/ পুনরুত্থান, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসারে প্রাপ্ত রাশির হিসাবনিকাশ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল/ অবস্থানে সাইট অফিসগুলির দ্বারা নেওয়া প্রকৃত রিডিংয়ের কারণে হয়েছে। তারা আরও উত্তর দিয়েছে যে, মোডেমগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা যায়নি এবং 2022 ও 2023 সালে নতুন মোডেম কেনার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দ্বিগুণ ব্যয় এড়াতে মোডেম সংগ্রহের পরিবর্তে স্মার্ট মিটার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই আশা করে যে, তারা পরের মাসের ষষ্ঠ দিনের মধ্যে এইচ ভি এবং ই এইচ ভি গ্রাহকদের মাসিক বিল তৈরী করতে সক্ষম হবে।

[62] *1,499 কে ভি এ-এর বেশি লোড যুক্ত বৃহৎ গ্রাহকেরা।*

[63] *এম-ডি এ এস: মিটার ডেটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেম হল একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যা ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর আওতাধীন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় স্থাপন করা মিটার থেকে মিটার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। দূরবর্তী স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা বা আনার কাজ একটি মোডেমকে একটি মিটারে পুনরুদ্ধার করে বা একটি ডি সি ইউ (ডেটা কনসেনট্রেটর ইউনিট) দিয়ে মিটার ডেইসি চেইন করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়।*

[64] *2019-20, 2020-21 এবং 2021-22 বছরের জন্য যথাক্রমে 7.95 শতাংশ, 6.85 শতাংশ এবং 6.50 শতাংশ হারে নগদ ঋণে প্রদত্ত সুদের বিবেচনা করে।*

এইভাবে, উত্তরটি নিশ্চিত করে যে, বিল চূড়ান্তকরণে বিলম্ব এবং বিলম্বিত রাজস্ব আদায়ের ফলে 4.59 কোটি টাকার সুদের ক্ষতি হয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড

2.7 বরাদ্দকৃত বিদ্যুৎ গ্রহণ না করার কারণে অনর্থক ব্যয়

2017-18 অর্থবর্ষে কান্তি বিজলী উৎপাদন নিগম লিমিটেডের কাছ থেকে বরাদ্দকৃত বিদ্যুৎ না নেওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেডের (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য শুল্কের জন্য 39 কোটি টাকা অনর্থক ব্যয় করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকানাধীন একমাত্র বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী (ডিসকম)। 2008-09 এবং 2009-10 অর্থবর্ষে, পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে 3.19 শতাংশ এবং 2.76 শতাংশ বিদ্যুৎ লভ্যতার ঘাটতি ছিল। তদনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় (এম ও পি), ভারত সরকার (জি ও আই), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) বিদ্যুৎ দপ্তরের অনুরোধে[65], কান্তি বিজলী উৎপাদন নিগম লিমিটেড[66] (কে বি ইউ এন এল) থেকে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এ 34 মেগাওয়াট (এম ডব্লিউ) বিদ্যুৎ বরাদ্দ করেছিল (ডিসেম্বর 2010)।

কে বি ইউ এন এল-এর বিদ্যুৎ এর উৎস ছিল জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড, যেটি অক্টোবর 2012/ জানুয়ারি 2013 সালের মধ্যে মুজাফফারপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিট (এম টি পি এস, পর্যায়-II) সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছিল (এপ্রিল 2007)। পারস্পরিক সম্মত শর্তাবলীতে, এম টি পি এস পর্যায়-II থেকে 34 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, কে বি ইউ এন এল এর সাথে 25 বছরের জন্য একটি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পি পি এ) সম্পাদন করেছিল (ডিসেম্বর 2010)।

পি পি এ[67] অনুসারে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর ত্রুটির ক্ষেত্রে, কে বি ইউ এন এল এর অন্য বৃহৎ গ্রাহকদের জন্য একটি অংশ বা সম্পূর্ণ বরাদ্দ ক্ষমতা পুনর্বরাদ্দ করার অধিকার ছিল। অধিকন্তু, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, পি পি এ চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হলে কে বি ইউ এন এল এর চুক্তিটি বাতিল করার অধিকার ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল মাসিক বিদ্যুৎধারণ শুল্ক প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে, যতক্ষণ না বিকল্প গ্রাহকদের কাছে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল -এর বরাদ্দকৃত বিদ্যুতের শেয়ার বিক্রির জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়।

এই বিষয়ে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে একটি নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ জারি করা হয়েছিল (মার্চ 2023) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করে:-

- অক্টোবর 2012 এবং জানুয়ারী 2013-এর এম টি পি এস-এর পর্যায়-II-এর দুটি ইউনিটের কার্যক্রমের পরিকল্পিত আরম্ভের পরিবর্তে, বাণিজ্যিক কার্যক্রম যথাক্রমে মার্চ 2017 এবং জুলাই 2017-তে শুরু হয়েছিল।

---

[65] *কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনের কাছে 08 জানুয়ারী 2016-এর এম ও পি - জি ও আই -এর উত্তর, পিটিশন নং 182/ এম পি/ 2015-এ 31 মার্চ 2017 তারিখের আদেশের 16 অনুচ্ছেদ।*

[66] *কে বি ইউ এন এল হল জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (এন টি পি এস) এবং বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী লিমিটেড দ্বারা স্থাপিত একটি যৌথ উদ্যোগ কোম্পানী।*

[67] *ধারা নং 6.2.9 এবং 12.4।*

- ইতিমধ্যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করার এবং চালু করতে বিলম্বের জন্য কে বি ইউ এন এল-এর সাথে পি পি এ বন্ধ করার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে (ডিসেম্বর 2015)। পরবর্তীকালে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি), বিদ্যুৎ দপ্তরের মাধ্যমে, প্রকল্পগুলি চালু করতে বিলম্বের কারণে, কে বি ইউ এন এল থেকে বিদ্যুৎ বরাদ্দ বন্ধ করার জন্য, এম ও পি, জি ও আই-এর সাথে যোগাযোগ করে (জুন 2016)।
- কে বি ইউ এন এল, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে অনুরোধ করে যে (জানুয়ারি 2017) কে বি ইউ এন এল-এর বাস বার[68] থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় সঞ্চালন ইউনিট গুলির[69] সাথে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করার জন্য।
- পরিবর্তে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জানায় (ফেব্রুয়ারি 2017) যে, তাদের মধ্যে সম্পাদিত পি পি এ চুক্তি ডিসেম্বর 2015-এ সমাপ্ত হয়েছে এবং জি ও ডব্লিউ বি, জুন 2016 সালে, এম টি পি এস পর্যায়-II থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার জন্য জি ও আই -এর সাথে যোগাযোগ করে। কে বি ইউ এন এল উত্তরে জানায় যে, (মার্চ 2017), পি পি এ বাধ্যবাধকতা একতরফাভাবে শেষ করা যায় না, এবং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, পি পি এ-এর অধীনে প্রযোজ্য সমস্ত শুল্ক দিতে চুক্তিবদ্ধভাবে আবদ্ধ।
- এম টি পি এস-এর উভয় ইউনিটের বাণিজ্যিক কার্যক্রম যথাক্রমে 18 মার্চ 2017 এবং 01 জুলাই 2017-এ শুরু করার পর, কে বি ইউ এন এল মার্চ 2017 থেকে বিদ্যুৎ এর শুল্কের জন্য ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল কে বিল পাঠানো শুরু করে।
- পরবর্তীকালে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, পি পি এ পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত নেয় (ফেব্রুয়ারি 2018) এবং এপ্রিল 2018 থেকে কে বি ইউ এন এল থেকে বিদ্যুৎ গ্রহণ করা শুরু করে।

নিরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল মার্চ 2017 থেকে মার্চ 2018 সময়ের জন্য 33.46 কোটি টাকার[70] বকেয়া পরিশোধ করেনি, যা জুন 2022-এ সর্বমোট 64.25 কোটি টাকা[71] হয়েছিল। তারপরে কে বি ইউ এন এল, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এর বকেয়া 39 কোটি টাকা প্রদানের মাধ্যমে, কোনোরকম দাবি/ পাল্টা দাবি পুনরায় উত্থাপন করা ছাড়া এককালীন নিষ্পত্তির জন্য সম্মত হয়েছিল (জুন 2022)। ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল জুলাই থেকে ডিসেম্বর 2022-এর মধ্যে ছয়টি কিস্তিতে মোট 39 কোটি টাকা পরিশোধ করে।

রাজ্য সরকার উত্তর দিয়েছে (জুন 2023) যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল 'ঘাটতি প্রতিস্থাপন ক্ষমতা' সময়কালে কে বি ইউ এন এল-এর সাথে পি পি এ-চুক্তিতে প্রবেশ করেছে। তাই, কে বি ইউ এন এল-এর মত প্রায় একচেটিয়া উৎপাদনকারীর বিরুদ্ধে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর মতো সুবিধাভোগীরা শর্তাবলীর ভারসাম্য সুনিশ্চিত করতে অসহায় ছিল, কারণ এটি তাদের থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহকে প্রভাবিত করতে পারত।

উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, কে বি ইউ এন এল -এর সাথে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছিল, যেটি একতরফাভাবে বাতিল করা যেত না এবং তাই, ডব্লিউ

68 *পি পি এ-এর 3.0 ধারা অনুসারে, স্টেশনগুলির বাস বারগুলিতে বিদ্যুতের বিক্রয় হবে এবং বিদ্যুৎ গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল দায়বদ্ধ থাকবে। সময়মত বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য, কে বি ইউ এন এল প্রাথমিকভাবে উপভোক্তাদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সঞ্চালন ইউটিলিটিতে সংযোগ এবং দীর্ঘমেয়াদী সংযোগ এর জন্য একটি আবেদন করবে।*

69 *উৎপাদক ইউনিটের টার্বো-জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেমের বিভিন্ন আউটপুট সার্কিটে বিতরণ করার জন্য কন্ডাকটর উপাদান, একটি সংযোগ হিসাবে কাজ করে।*

70 *18.03.2017 থেকে 31.03.2018 পর্যন্ত সময়ের জন্য বকেয়া বিদ্যুৎধারণ এবং ক্ষতিপূরণ শুল্ক।*

71 *33.46 কোটি টাকার বকেয়া বিদ্যুৎধারণ এবং ক্ষতিপূরণ শুল্ক প্রদান এবং 30.79 কোটি টাকার বিলম্বে প্রদান অধিভার।*

বি এস ই ডি সি এল-এর পি পি এ থেকে একতরফাভাবে প্রত্যাহার করার প্রচেষ্টা বৈধ ছিল না। অধিকন্তু, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, পি পি এ বিলম্বে মান্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2018) যার ফলস্বরূপ যে সময়ের জন্য কে বি ইউ এন এল থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া হয়নি সেই সময়ের শুল্কও পরিশোধ করতে হয়েছিল।

রাজ্য সরকার আরও জানায় (সেপ্টেম্বর 2023) যে, পি পি এ-তে এটা উল্লেখ করা হয়নি যে, চুক্তিটি যেকোনও পরিস্থিতিতে বাতিল/ অবলোপ করা যাবে না, এবং কোনো পরিস্থিতিতে বিলম্বে শুরু হওয়ার জন্য বিদ্যুৎ ধারণ শুল্ক সুবিধাভোগীদের প্রদান করতে হবে। এটি শুধুমাত্র মার্চ 2018-তে সি ই আর সি-এর আদেশের পরে জারি করা হয়েছিল। তারা আরও বলেছে যে, কে বি ইউ এন এল থেকে গড় বিদ্যুৎ ক্রয়ের হার ছিল 6.03 টাকা/ কে ডব্লিউ এইচ। এই বিদ্যুৎ কে বি ইউ এন এল থেকে ক্রয় না করার ফলে এবং তার পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য 39 কোটি টাকা ব্যয় করার পরেও লাভ হয়েছে।

সরকারের উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি থেকে বিদ্যুতের বরাদ্দ, যা ক্রেতাদের দ্বারা চুক্তিভুক্ত হওয়া দীর্ঘমেয়াদী পি পি এ গুলির উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়, যা রাজ্য সরকার/ উপভোক্তাদের অনুরোধে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, এবং উপভোক্তারা একতরফাভাবে পি পি এ বন্ধ করে দেওয়ার অধিকারী নয়। উপভোক্তার সর্বদা পি পি-এর অধীনে বরাদ্দ বিদ্যুৎ ধারণের অধিকার রয়েছে এবং সেই অনুসারে তার নিজের শর্ত উল্লেখ করে বিদ্যুৎ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও বরাদ্দকৃত বিদ্যুতের জন্য বিদ্যুৎ ধারণের শুল্ক দিতে সে বাধ্য থাকে। অধিকন্তু, সরকারের বক্তব্য যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল, কে বি ইউ এন এল থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় না করার পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ কিনে লাভবান হয়েছে, সেটি এই আলোকে দেখা উচিত যে, 2017-18 অর্থবর্ষ থেকে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর গড় স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয়ের খরচ ছিল 3.89 টাকা/ কে ডব্লিউ এইচ, যেখানে কে বি ইউ এন এল -এর বিদ্যুতের গড় পরিবর্তনশীল খরচ ছিল শুধুমাত্র 2.26 টাকা/ কে ডব্লিউ এইচ। এছাড়াও, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-কে স্থির ব্যয়ও প্রদান করতে হয়েছিল, যা এটা ইঙ্গিত করে যে, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর স্বল্পমেয়াদী বিদ্যুৎ ক্রয় লাভজনক ছিল না।

এইভাবে, চুক্তির একতরফা বাতিলকরণ এবং কে বি ইউ এন এল থেকে বরাদ্দকৃত বিদ্যুৎ গ্রহণ না করার ফলে বিদ্যুৎ ধারণ শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক বাবদ মোট 39 কোটি টাকার অপব্যয় হয়েছে।

শিল্প, বাণিজ্য এবং উদ্যোগ দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

2.8 একটি বেসরকারী পক্ষকে বরাদ্দকৃত জমির ভুল মূল্য নির্ধারণের কারণে ক্ষতি

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি আই ডি সি এল) তার জমির মূল্য নির্ধারণের নীতি থেকে বিচ্যুতির জন্য এবং জমির ভিত্তিমূল্যের ভুল গণনার কারণে 12.86 কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ অভ্যন্তরীণ মীনক্ষেত্র (সংশোধন) আইন, 1993 এর ধারা 17 A (1) (B) অনুসারে, "কোনও ব্যক্তি উপরে উল্লিখিত বাঁধ বা কৃত্রিমভাবে অবনমিত ভূমি সহ কোন জলাশয়, কোন ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে শক্ত জমিতে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ভরাট করতে পারেনা"।

উক্ত আইনের 9 নম্বর ধারা অনুযায়ী, "রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বাঁধ বা প্রাকৃতিকভাবে বা কৃত্রিমভাবে অবনমিত ভূমি সহ কোন জলাশয় মৎস্য চাষ ব্যতীত ব্যবহার করা যাবে না"।

এছাড়াও, জাতীয় জল নীতি (2012) এর ধারা 8.2 অনুযায়ী, কোনো জলাশয়ের (যেমন নদী, হ্রদ, ট্যাঙ্ক, পুকুর ইত্যাদি) দখল এবং অভিমুখ পরিবর্তনের জন্য অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের (নভেম্বর 2019)[72], 22 নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, যে প্রকল্পগুলি স্থানীয় জলাশয়গুলিকে বুজিয়ে দিয়ে তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করে, সেগুলি সাংবিধানিক নীতির লঙ্ঘন করে এবং সেই প্রকল্পগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি আই ডি সি এল) শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ (আই সি ই) দপ্তরের অধীনে, শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডব্লিউ বি আই ডি সি এল-এর কাজগুলির মধ্যে রয়েছে: (i) শিল্পোদ্যান স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ (আই পি) (ii) এই প্লটগুলির উন্নয়ন এবং শিল্প শেড ও সুযোগ সুবিধা নির্মাণ করা (iii) শিল্প/ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্লট/ শেড বরাদ্দ করা।

ডব্লিউ বি আই ডি সি এল-এর শিল্পোদ্যানগুলির (আই পি), জমি এবং মডিউলের মূল্য নির্ধারণ নীতি অনুযায়ী ডব্লিউ বি আই ডি সি এল অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য জমি ও মডিউলের মূল্যের সাথে প্রশাসনিক খরচ (পরিকাঠামো বাদে) সমস্ত দফার ওপর 10 শতাংশ হারে অন্তর্ভুক্ত করে। বরাদ্দযোগ্য জমির[73] মধ্যে অর্থাৎ, শুধুমাত্র শিল্প ব্যবহারের জন্য যোগ্য বা উপযুক্ত জমির অংশের মধ্যে উপরোক্ত ব্যয় (অধিগ্রহণ খরচ + প্রশাসনিক খরচ) বন্টন করে এইধরণের জমির মূল্য নির্ধারণ করা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার (জি ও ডব্লিউ বি), শিল্প পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য 1,326.93 একর[74] সরকারী জমি, ডব্লিউ বি আই ডি সি এল- কে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (আগস্ট 2017)। আই জি আর, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা মূল্যায়নকৃত বর্তমান বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে জমির মোট মূল্য গণনা করা হয়েছিল এবং বর্তমান বাজার মূল্যের 50 শতাংশ হারে মূলধনী মান যুক্ত করা হয়েছিল। সুতরাং, জমির মোট মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল বর্তমান বাজার মূল্য + মূলধনীকৃত মান হিসাবে প্রাপ্ত জমির মোট মূল্য। ডব্লিউ বি আই ডি সি এল নদীয়ার হরিণঘাটায় 358.19 একর প্রাপ্ত জমির মধ্যে প্রায় 130 একর জমিতে একটি শিল্পোদ্যান (আই পি) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় (সেপ্টেম্বর 2017)।

জি ও ডব্লিউ বি, ফেব্রুয়ারি 2018 তে ডব্লিউ বি আই ডি সি এল-কে এই ধরনের জমির অধিগ্রহনের জন্য মোট 206.73 কোটি টাকা (মূলধনী মূল্য সহ বাজার মূল্য) অনুদান বাবদ বরাদ্দ করেছিল। ডব্লিউ বি আই ডি সি এল নদীয়ার হরিণঘাটায় 358.19 একর জমি অধিগ্রহণের জন্য এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর দপ্তরকে[75] 206.73 কোটি টাকা প্রদান করে (মার্চ 2018)।

ডব্লিউ বি আই ডি সি এল (অক্টোবর 2018) এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর দপ্তর থেকে 358.19 একর জমি (নিষ্কর) আইপি স্থাপনের জন্য অধিগ্রহন করে।

হরিণঘাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক (এইচ আই পি), নদীয়াতে বিনিয়োগের জন্য সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আগ্রহপত্র (ই ও আই) চেয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি ডব্লিউ বি আই ডি সি এল-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয় (আগস্ট 2018)। দীর্ঘমেয়াদী লিজের ভিত্তিতে 99 বছর সময়কালের জন্য, যেমন আছে তেমন ভিত্তিতে, এই আই পি-তে জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল একর প্রতি 63.49 লক্ষ টাকা[76]।

72 *2019 সালের দায়রা আপিল নং 5109 (জিতেন্দ্র সিং বনাম পরিবেশ মন্ত্রক ও অন্যান্য) 25 নভেম্বর 2019।*

73 *"বরাদ্দযোগ্য জমি" হল জমির একটি অংশ যা শিল্প ব্যবহারের জন্য যোগ্য বা উপযুক্ত। বরাদ্দযোগ্য জমি হবে সেই জমি যা শিল্প উন্নয়নের জন্য মনোনীত বা শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট জোনিং বিভাগের মধ্যে পড়ে।*

74 *হরিণঘাটা (নদিয়া): 358.19 একর, গোয়ালতোর (পশ্চিম মেদিনীপুর): 950.16 একর, বজবজ (দক্ষিণ 24 পরগণা): 9.85 একর এবং ডোমজুড় (হাওড়া): 8.73 একর।*

75 *ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ।*

76 *(206.73 কোটি টাকা/ 358.19 একর + 10% প্রশাসনিক খরচ) 3রা জুলাই 2018-এ ডব্লিউ বি আই ডি সি এল 336 তম পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।*

ডব্লিউ বি আই ডি সি এল-এর বিজ্ঞপ্তির জবাবে, মেসার্স ইনস্টাকার্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (আই এস পি), 991.00 কোটি টাকার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের নিরিখে এইচ আই পি-তে একটি আঞ্চলিক বিতরণ ক্ষেত্র স্থাপনের জন্য 107.35 একর জমির জন্য আবেদন করে (সেপ্টেম্বর 2018)। ডব্লিউ বি আই ডি সি এল-এর পরিচালন পর্ষদ-এর 337 তম সভায়, এইচ আই পি-তে আই এস পি-কে 107.35 একর জমি বরাদ্দের অনুমোদন দেয় (অক্টোবর 2018)। শিল্প সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের স্থায়ী কমিটিও এইচ আই পি-তে আই এস পি-কে জমি বরাদ্দের এই প্রস্তাব অনুমোদন করে (ডিসেম্বর 2018)।

ডব্লিউ বি আই ডি সি এল, আই এস পি-কে 107.35 একর জমি বরাদ্দ করে (জানুয়ারি 2019) যার মূল্য 68.16 কোটি টাকা[77] এবং 2019 সালের এপ্রিলে উল্লিখিত জমির প্রকৃত দখল হস্তান্তর করে। 2020 সালের মার্চ মাসে আই এস পি-কে অতিরিক্ত 1.77 একর[78] জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল, যার মূল্য ছিল 1.07 কোটি টাকা[79] এবং জুন 2020-এ হস্তান্তর করা হয়। ডব্লিউ বি আই ডি সি এল 99 বছরের জন্য আই এস পি-এর সাথে এইচ আই পি-তে 109.12 একর জমির জন্য লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করে (9 ফেব্রুয়ারি 2021)।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, (ডিসেম্বর 2022) এইচ আই পি -এর বিন্যাস পরিকল্পনা অনুযায়ী, 54.56 একর ঝিল এবং 1.331 একর পুকুর অর্থাৎ জলাশয় নিয়ে গঠিত। এইভাবে, উন্নয়নের জন্য উপলব্ধ মোট এলাকা ছিল মাত্র 302.299 একর[80]। তাই, ডব্লিউ বি আই ডি সি এল-এর জমি এবং মডিউলের মূল্য নির্ধারণের নীতি অনুসারে, মোট বরাদ্দযোগ্য জমির ভিত্তিমূল্য, একর প্রতি 75.23 লক্ষ টাকা[81] হওয়া উচিত ছিল। এইভাবে, উন্নয়নের জন্য উপলব্ধ মোট এলাকার ভিত্তিতে আই এস পি থেকে সংগ্রহ করা লিজ প্রিমিয়ামের পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল 82.09 কোটি টাকা[82]। যাইহোক, ডব্লিউ বি আই ডি সি এল দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আই এস পি থেকে লিজ প্রিমিয়াম সংগ্রহ করা হয়েছিল, শুধুমাত্র 69.23 কোটি টাকা[83]।

এইভাবে, ডব্লিউ বি আই ডি সি এল, মূল্য নির্ধারণ নীতি থেকে বিচ্যুতির কারণে ও উন্নয়নের জন্য উপলব্ধ এলাকা বিবেচনা না করে, জমির ভিত্তিমূল্যের ভুল গণনার কারণে 12.86 কোটি টাকা (82.09 কোটি টাকা – 69.23 কোটি টাকা) ক্ষতি স্বীকার করে।

সরকার উত্তর দেয় (মে 2023) যে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার পরে ডব্লিউ বি আই ডি সি এল-এর পরিচালন পর্ষদ দ্বারা হরিণঘাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জমির ভিত্তি মূল্য একর প্রতি 63.49 লক্ষ টাকা হিসাবে অনুমোদিত হয়েছিল (জুলাই 2018) এবং একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পক্ষকে জমি বরাদ্দ এবং তার ভিত্তিতে সংস্থাকে বরাদ্দ পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্তও মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছিল (ডিসেম্বর 2018)।

উত্তরটি, একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পক্ষকে জমি বরাদ্দের সময় কেন জমির ভিত্তিমূল্য গণনার জন্য ডব্লিউ বি আই ডি সি এল -এর মূল্য নির্ধারণ নীতি অনুসরণ করা হয়নি তার কারণগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। উপরন্তু, এইচ আই পি এর নকশা পরিকল্পনা অনুযায়ী 55.89 একর জমি জলাশয়ের মধ্যে ছিল যা শিল্প উন্নয়নের জন্য বরাদ্দযোগ্য ছিল না।

এইভাবে, উন্নয়নের জন্য প্রকৃত বরাদ্দযোগ্য এলাকা বিবেচনা না করেই জমির ভিত্তিমূল্য গণনা করায়, 12.86 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

---

[77] *(107.35 একর × 63.49 লক্ষ টাকা প্রতি একর)।*

[78] *1.77 একর জমির অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন তথ্যে পাওয়া যায়নি।*

[79] *11 মার্চ 2020 তারিখে জমির মূল্য ডব্লিউ বি আই ডি সি এল-তে জমা দেওয়া হয়েছিল।*

[80] *358.19 একর - (54.56 একর + 1.331 একর)।*

[81] *206.73 কোটি টাকা/ 302.299 একর + 10% প্রশাসনিক খরচ।*

[82] *109.12 একর × 75.23 লক্ষ টাকা।*

[83] *68.16 কোটি টাকা (107.35 একর) + 1.07 কোটি টাকা (1.77 একর)।*

জন উদ্যোগ এবং শিল্প পুনর্গঠন দপ্তর

দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড

2.9 মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও পদক্ষেপ গ্রহণের অভাবে পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেডের অংশীদারিত্ব বিক্রি এবং প্ল্যান্টের কার্যক্রম স্থগিত করার জন্য মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে না চলার কারণে, দপ্তরটিকে অলস শ্রমশক্তির বেতন ও মজুরি বাবদ 42.37 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় বহন করতে হয়।

দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড (ডি সি এল) কোম্পানীটি 1963 সালের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) সম্পূর্ণ মালিকাধীন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছিল। কোম্পানীটির একটি ক্লোর অ্যালকালি প্ল্যান্ট ছিল এবং এটি স্টিল প্ল্যান্ট গুলিতে বিভিন্ন পণ্য যেমন কস্টিক সোডা লাই, তরল ক্লোরিন, হাইড্রোজেন গ্যাস প্রভৃতির প্রধান সরবরাহকারী ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা গৃহীত (ফেব্রুয়ারি 2004 থেকে জুলাই 2010 সাল পর্যন্ত) আর্থিক কার্য্যক্রম পুনর্গঠন এবং ব্যবসায়িক সর্বোচ্চ অনুকূলকরণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোম্পানীটি 2007-2008 অর্থবর্ষ অবধি লোকসানে চলতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার 17 আগস্ট 2016 সালের মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোম্পানীটির ব্যবসায়ে রাজ্য সরকারের শেয়ারের অংশীদারিত্ব বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এমনভাবে যাতে সরকারের বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

এই বিষয়ে নিরীক্ষায় (জানুয়ারি 2022) নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে:

- পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোম্পানী আইন 2013 এর অধীনে বিভিন্ন আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ডি সি এল-এর ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য জন উদ্যোগ এবং শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরকে নির্দেশ (আগস্ট 2016) দেয়। মন্ত্রিসভার বৈঠকে (আগস্ট 2016) এটির শেয়ার স্থানান্তর ও রাজ্যের কোষাগারে প্রয়োজনীয় তহবিল জমা না হওয়া পর্যন্ত, শেয়ার বিক্রির প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য দপ্তর দ্বারা একটি লেনদেন উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়।
- পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (ডব্লিউ বি পি সি বি) কোম্পানীটির (ডি সি এল) প্ল্যান্ট পরিদর্শন (জুন 2019) করে এবং নিরাপত্তা কোড এবং আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি (এস ও পি)-এর সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে তাতে ত্রুটি খুঁজে পায়, যা প্ল্যান্টের ভিতর এবং আশেপাশের এলাকায় বিস্ফোরণ, অনিয়ন্ত্রিত আগুন এবং বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটাতে পারে।
- পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উল্লিখিত পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদনের[84] ভিত্তিতে, বিশেষজ্ঞ কমিটি (ডব্লিউ বি পি সি বি দ্বারা গঠিত) ডি সি এল-এর কার্যক্রম অস্থায়ীভাবে স্থগিত করার সুপারিশ করে (ডিসেম্বর 2019)। উক্ত কমিটি অন্তত এক বছর পর এই বিষয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করারও সুপারিশ করে (16 ডিসেম্বর 2019)।
- দপ্তরটি বিলম্বে সিদ্ধান্ত নেয় (ডিসেম্বর 2019, অর্থাৎ মন্ত্রিসভা বৈঠকের তিন বছরেরও বেশি সময় পরে), যথা- (ক) ডি সি এল -এর কার্যক্রম স্থগিত করার এবং (খ) ডি সি এল-এর সমস্ত (439 জন) কর্মচারীর[85] সম্পূর্ণ বেতন এবং ভাতা পরিশোধ করবার। দপ্তরটি স্থগিতাদেশ[86] জারি করে এবং কোম্পানীটি 2019 সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তার প্ল্যান্টের কার্যক্রম স্থগিত করে।

[84] *20 এবং 21 নভেম্বর 2019-এ ডি সি এল-এর প্ল্যান্টের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়।*

[85] *স্থায়ী কর্মচারী: 186, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী; 10 এবং ঠিকাদারদের মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মচারী: 243।*

[86] *মেমো নং.747/ পি ই এন্ড আই আর/ এস এম-21/ 2019, তারিখ 26.12.2019 ।*

- নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষন করেছে যে, ডি সি এল তার বিদ্যুৎ বিল মেটানোর জন্য এবং ঋণের ব্যয়ভার পরিশোধ করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা তহবিলের উপর নির্ভরশীল ছিল। যদিও কোম্পানীটি বেশিরভাগ বছর ধরে লোকসানে[87] চলছিল, তবুও, এটি তার নিজস্ব কার্যকলাপজনিত আয়[88] থেকে তার কর্মচারীদের বেতন মেটাতে সক্ষম ছিল। 2016-17 থেকে 2019-20 অর্থবর্ষে, কোম্পানীটি তার কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের জন্য তার কার্যকলাপজনিত আয়ের 12 শতাংশ থেকে 16 শতাংশ[89] ব্যবহার করেছিল। কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করার পর, কোম্পানীটি ডব্লিউ বি পি সি বি-এর সুপারিশ অনুযায়ী পরিবেশগত নিরাপত্তা বিষয়গুলি মেনে চলার জন্য 6.91 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দাবি করে (জানুয়ারি 2020)। দপ্তরটি অবশ্য তা প্রদান করেনি। যাই হোক দপ্তরটি ডি সি এল -কে বেতন, বিদ্যুৎ বিল, জলের বিল, ঋণ মেটানো এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের জন্য জুন 2020 থেকে মার্চ 2023 পর্যন্ত 63.69 কোটি টাকার[90] আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

- এইভাবে, দপ্তরটি আগস্ট 2016 সালের মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে অর্থাৎ এটি 2023 সালের মার্চ পর্যন্ত শেয়ার বিক্রির প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য লেনদেন উপদেষ্টা নিয়োগ করেনি। এটি এই বিষয়ে এক বছরের অস্থায়ী স্থগিতাদেশের পরেও প্ল্যান্টের অবস্থা পর্যালোচনা করেনি, যদিও ডব্লিউ বি পি সি বি-এর বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এটা করার প্রয়োজন ছিল। ফলস্বরূপ, সরকারী তহবিল থেকে শ্রমশক্তির বেতন ও মজুরি বাবদ 42.37 কোটি টাকার[91] পরিহারযোগ্য ব্যয় বহন করতে হয়েছে।

সরকার উত্তর দেয় (মে 2023) যে, আগস্ট 2016 সালের মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের পরে দপ্তরটি ডিসেম্বর 2016 থেকে মার্চ 2021 পর্যন্ত বেশ কয়েকবার স্থানান্তরিত হয়েছিল, তাছাড়া কোভিডের সময় দপ্তরটি খুব কম সময়ই তার দৈনন্দিন কাজকর্ম বজায় রাখতে পারে। 100 শতাংশ শেয়ার বিক্রির বিষয়ে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে ডি সি এল চালু রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। দূষণের নিয়মগুলি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ডব্লিউ বি পি সি বি-এর নির্দেশে ডিসেম্বর 2019 -এ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছিল। তাছাড়াও, বেতন ও মজুরি বন্ধ করা হলে এই ধরনের কর্মচারীদের পরিবারে একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। দপ্তরটি আরও উত্তর দেয় যে, দপ্তর দ্বারা শেয়ার বিক্রির বিষয়ে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল এবং নয় মাসের মধ্যে শেয়ার বিক্রীর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য লেনদেন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছিল (এপ্রিল 2023)।

দপ্তরটির উত্তর গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ একত্রীকরণ/ বিচ্ছিন্নকরণ/ স্থানান্তরণগুলি হল এক ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, যা একটি সময়োপযোগী এবং সঠিক পদ্ধতিতে করা উচিত। তদুপরি, এটা দেখা গেছে যে, কোভিড প্রাদুর্ভাবের সময়ও সরকার কাজ করেছিল। 2020 সালের ডিসেম্বরে ডব্লিউ বি পি সি বি-এর বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশগুলির অবস্থার পর্যালোচনা না

87 *অর্থবর্ষ 2016-17: 26.74 কোটি টাকা ক্ষতি, অর্থবর্ষ 2017-18: 7.73 কোটি টাকা লাভ, অর্থবর্ষ 2018-19: 16.41 কোটি টাকা ক্ষতি, অর্থবর্ষ 2019-20: 16.81 কোটি টাকা ক্ষতি এবং অর্থবর্ষ 2020-21: 30.79 কোটি টাকা ক্ষতি।*

88 *অর্থবর্ষ 2016-17: 88.73 কোটি টাকা, অর্থবর্ষ 2017-18: 66.92 কোটি টাকা, অর্থবর্ষ 2018-19: 81.68 কোটি টাকা, অর্থবর্ষ: 2019-20: 68.74 কোটি টাকা এবং অর্থবর্ষ 2020-21: শূন্য।*

89 *অর্থবর্ষ 2016-17: 12%, অর্থবর্ষ 2017-18: 16%, অর্থবর্ষ 2018-19: 14%, অর্থবর্ষ 2019-20: 16% এবং অর্থবর্ষ 2020-21: শূন্য।*

90 *বেতন ও মজুরি: 48.87 কোটি টাকা (জুন 2020 থেকে মার্চ 2023 পর্যন্ত) এবং বিদ্যুৎ ও জলের বিল: 14.82 কোটি টাকা (জানুয়ারি 2021 থেকে মার্চ 2023 পর্যন্ত)।*

91 *ডিসেম্বর 2020 থেকে মার্চ 2023 পর্যন্ত (ডিসেম্বর 2019 থেকে এক বছরের পর্যালোচনা সময়কাল বিবেচনা করে)।*

করা এবং ডি সি এল কে পরিবেশগত সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির সাথে সমতা নিশ্চিত করার জন্য ডি সি এল কে আর্থিক সহায়তা না দেওয়া, ডি সি এল এর কার্যক্রমের পুনরুজ্জীবনকে বাধা দিয়েছিল। লেনদেন উপদেষ্টা নিয়োগে অযৌক্তিকভাবে বিলম্ব করা হয়েছিল, যা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিলম্বিত বাস্তবায়নের ইঙ্গিত দেয়, যার ফলে দপ্তরটিকে পরিহারযোগ্য ব্যয় বহন করতে হয়েছিল।

এইভাবে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্ব এবং ডব্লিউ বি পি সি বি-এর বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের অবস্থা পর্যালোচনা না করার কারণে, অলস শ্রমশক্তির বেতন ও মজুরি বাবদ, দপ্তরটিকে 42.37 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় বহন করতে হয়েছিল।

অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

2.10 আই টি সি-এর অস্বীকৃতি এবং তার উপর সুদ প্রদান

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস এই ডি সি এল) দ্বারা ট্যাক্স চালান সংগ্রহ না করা/ সংরক্ষণ না করা এবং ভ্যাট রিটার্নের অমিলের কারণে 5.99 কোটি টাকার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বাতিল করা হয়েছে এবং এর ফলে 1.59 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ মূল্য সংযোজন কর আইন, 2003 (আইন) প্রণীত হয়েছিল মূলতঃ: (i) পশ্চিমবঙ্গে পণ্য বিক্রয়, বিক্রয়ের প্রতিটি পর্যায়ে পণ্যগুলিতে যুক্ত মূল্যের ভিত্তিতে এবং (ii) নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কিছু পণ্য ক্রয় করার উপর কর ধার্য করার জন্য।

আইনের 22 নম্বর ধারা অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে নিম্নলিখিত শর্ত এবং বিধিনিষেধ নির্ধারণ করে, যার মাধ্যমে একজন নিবন্ধিত ব্যবসায়ী ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আই টি সি) বা ইনপুট ট্যাক্স রিবেট দাবি করার অধিকারী হন:

(ক) পশ্চিমবঙ্গে আই টি সি একজন নিবন্ধিত ডিলারকে কর নির্ধারণ বছরে করযোগ্য পণ্য ক্রয় করে তার নিজের ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

(খ) আই টি সি ক্রয়যোগ্য পণ্য ক্রয়ের উপর ক্রয়কারী ডিলার কর্তৃক প্রদেয় করের পরিমাণ বাড়ানোর অনুমতি দেয় [ধারা 22 (4)]।

(গ) ক্রয়কারী ডিলার দ্বারা আই টি সি দাবি করা যাবে না যতক্ষণ না তিনি নিবন্ধিত ডিলারের কাছ থেকে করের পরিমাণ প্রমাণ করে এমন আসল ট্যাক্স চালান না পান [ধারা 22 (5)]।

আইনের VI নম্বর অধ্যায়ে একটি ডিলার/ নৈমিত্তিক ডিলার[92] দ্বারা প্রদত্ত রিটার্ন এবং বিবৃতি ও নথিগুলির সমীক্ষা এবং যাচাইকরণের বিধান করে, সেইসাথে একজন ডিলার দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হিসাবপত্র এবং অন্যান্য নথির নিরীক্ষার জন্যও বিধান করে। আইনের 33 নম্বর ধারা "প্রদেয় নীট কর প্রদান না করা বা বিলম্বিত কর প্রদানের জন্য বা ইনপুট ট্যাক্স রেয়াতের ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট অ-প্রত্যাবর্তনের জন্য সুদ" এর সাথে সম্পর্কিত।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল) পশ্চিমবঙ্গে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত, যার কারণে এটি একটি নিবন্ধিত ডিলার হিসাবে ত্রৈমাসিক ভ্যাট রিটার্ন (ধারা 32 এর অধীনে) দাখিল করে। এর ভ্যাট রিটার্ন এবং মূল্যায়ন

[92] *'ক্যাজুয়াল ডিলার' মানে একজন ডিলার ব্যতীত অন্য একজন ব্যক্তি যিনি প্রধান, এজেন্ট বা অন্য কোনো ক্ষমতায়, পশ্চিমবঙ্গে পণ্য ক্রয়, বিক্রয়, সরবরাহ বা বিতরণের সাথে মাঝে মাঝে লেনদেন করেন, নগদ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা কমিশনের জন্য, পারিশ্রমিক বা অন্যান্য মূল্যবান বিনিময়ের জন্য, তার পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে কি না (ডব্লিউ বি ভ্যাট আইন 2003-এর ধারা 2(7)।*

আদেশের সমীক্ষা করে, নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে (এপ্রিল 2022) যে, ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল এপ্রিল 2014 থেকে জুন 2017 এর মধ্যে, আইনের 22 নম্বর ধারা অনুযায়ী, 24.83 কোটি টাকার[93] আই টি সি দাবি করেছে, কিন্তু বাণিজ্যিক কর বিভাগ, ধর্মতলা সার্কেল (ট্যাক্স অথরিটি) যথাযথ কাগজপত্র এবং চালান তৈরি করার মাধ্যমে ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল তার দাবিগুলি প্রমাণ করতে না পারায় 5.99 কোটি টাকার[94] আই টি সি বাতিল করেছে, যা নীচে বিশদভাবে বর্ণিত হল:-

অর্থবর্ষ 2014-15: ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল-কে, কর কর্তৃপক্ষ, আই টি সি-এর জন্য তার দাবির পুনর্মিলন করার জন্য সময় দিয়েছিল, কিন্তু এটি দাবির সামঞ্জস্যবিধান করেনি এবং কর কর্তৃপক্ষের সামনে প্রয়োজনীয় নথিও পেশ করেনি। কর কর্তৃপক্ষের দ্বারা 4.73 কোটি টাকার আই টি সি-এর সম্পূর্ণ দাবি (জুলাই 2017) বাতিল[95] করা হয়েছিল এবং 8.70 কোটি টাকার (আইনের 33 নম্বর ধারা অনুযায়ী, 3.08 কোটি টাকার সুদ সহ) দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল 0.91 কোটি টাকা জমা করে (সেপ্টেম্বর 2017) এবং এর পাশাপাশি মূল্যায়ন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে (অক্টোবর 2017)। পরবর্তীকালে, ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল-এর পরিচালন পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'বিরোধ নিষ্পত্তি' আইন 1999-এর অধীনে নিষ্পত্তির জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2019) এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবে আরও 1.04 কোটি টাকা পরিশোধ করেছিল (মার্চ 2019)।

অর্থবর্ষ 2015-16: আই টি সি গড়মিল[96] (0.78 কোটি টাকা) এবং অননুমোদিত আই টি সি প্রতিবেদনের[97] (0.06 কোটি টাকা) কারণে কর কর্তৃপক্ষের দ্বারা 0.84 কোটি টাকার আই টি সি দাবি বাতিল করা হয়েছিল (জুন 2018)। কর কর্তৃপক্ষ আরও 0.29 কোটি টাকার ভ্যাট দাবি উত্থাপন করে, যা পরিশোধ করা হয়েছে (আগস্ট 2018)।

অর্থবর্ষ 2016-17: কর কর্তৃপক্ষের দ্বারা 0.42 কোটি টাকার আই টি সি দাবি অস্বীকৃত হয়েছিল[98] (জুলাই 2019), এবং 1.24 কোটি টাকার (যা আইনের 33 নম্বর ধারা অনুযায়ী 0.24 কোটি টাকা সুদের অন্তর্ভুক্ত) দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল "বিরোধ নিষ্পত্তি স্কিম, 2020"-এর মাধ্যমে এবং 31.03.2021 তারিখে 0.25 কোটি টাকা[99] পরিশোধ করে বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে।

নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সরবরাহকারীদের দ্বারা, কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য বিক্রয় গোপন করা, অর্থবর্ষ 2011-12 থেকে একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য ছিল। 2013-14 অর্থবর্ষে, 47 টি সরবরাহকারী ইউনিট ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করার সময় বিক্রয়কে কম করে দেখিয়েছিল, যার কারণে ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল, আই টি সি দাবি করতে পারেনি।

2014-15 থেকে 2016-17 অর্থবর্ষের জন্য বার্ষিক কর দায়বদ্ধতার সংক্ষিপ্ত অবস্থানটি <u>সারণী-I-তে দেওয়া হয়েছে</u>।

93 *অর্থবর্ষ 2014-15: 4.73 কোটি টাকা; অর্থবর্ষ 2015-16: 9.08 কোটি টাকা; অর্থবর্ষ 2016-17: 10.73 কোটি টাকা; অর্থবর্ষ 2017-18: 0.29 কোটি টাকা (মোট: 24.83 কোটি টাকা)।*

94 *অর্থবর্ষ 2014-15: 4.73 কোটি টাকা; অর্থবর্ষ 2015-16: 0.84 কোটি টাকা; অর্থবর্ষ 2016-17: 0.42 কোটি টাকা; অর্থবর্ষ 2017-18: শুন্য (মোট: 5.99 কোটি টাকা)।*

95 *সমর্থনকারী নথির অভাবের কারণে দাবিটি বাতিল করা হয়েছে।*

96 *আই টি সি অমিল মানে ডিলারের দাবিকৃত আই টি সি এবং তাদের পণ্য সরবরাহকারীর দ্বারা রিপোর্ট করা সংশ্লিষ্ট কর দায়বদ্ধতার অমিলিত পার্থক্য।*

97 *অননুমোদিত আই টি সি রিপোর্টে ডিলার দ্বারা আই টি সি দাবি করা হয়েছে কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যার অভাবে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অস্বীকৃত হয়েছে।*

98 *বিক্রেতার দ্বারা কোন অনলাইন পুনর্মিলন না হওয়ার কারণে অননুমোদিত।*

99 *1.0 কোটি টাকা প্রদেয় নিট করের 25 শতাংশ (অর্থাৎ 1.24 কোটি টাকা বাদ 0.24 কোটি টাকা) পরিশোধ করা হয়েছে।*

সারণী 2.1: 2014-15 থেকে 2016-17 বছরের জন্য বার্ষিক কর দায়

বিবরণী	2014-15	2015-16	2016-17	মোট
	(লক্ষ টাকায়)			
(ক) প্রদত্ত কর/ টি সি এস/ আই টি সি অনুমোদিত	46.28	982.81	1,246.48	2,275.57
(খ) চাহিদা আদেশের পরে/ বিরোধ নিষ্পত্তি প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত পরিমাণ	195.51	29.29	24.91	249.71
(গ) সরবরাহকারীদের কর দেওয়া হয়েছে কিন্তু আই টি সি অননুমোদিত	473.44	84.15	41.71	599.30
(ঘ) ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল দ্বারা মোট ব্যয় {(ক)+(খ)+(গ)}	715.23	1,096.25	1,313.10	3,124.58
(ঙ) চাহিদা আদেশ অনুযায়ী প্রদেয় কর	607.73	1,012.09	1,346.13	2,965.95
(চ) ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল এর নীট ক্ষতি (+)/ লাভ (-) {(ঘ)-(চ)}	(+) 107.50	(+) 84.16	(-) 33.03	(+) 158.63

এইভাবে, কর কর্তৃপক্ষের কাছে মূল্যায়নের সময়ে মূল কর আদায় ও তার সংরক্ষণের চালান উপস্থাপিত করায় ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল-এর অক্ষমতা ও তার পাশাপাশি ভ্যাট রিটার্নে অমিল থাকার কারণে আইনের 22 (4) এবং 22 (5) নম্বর ধারায়, 5.99 কোটি টাকার আই টি সি অস্বীকৃতি ঘটেছে এবং এর ফলে ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল-এর 1.59 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

বিষয়টি সরকারকে জানানো হয়েছে (সেপ্টেম্বর 2022 এবং জুলাই 2023); উত্তর পাওয়া যায়নি (জুন 2024)।

কোলকাতা

08 নভেম্বর 2024

(বিভুদত্ত বসন্তিয়া)
প্রধান মহাগাণনিক
(নিরীক্ষা-II)
পশ্চিমবঙ্গ

প্রতিস্বাক্ষরিত

নতুন দিল্লী

11 নভেম্বর 2024

(গিরীশ চন্দ্র মুর্মু)
ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-1

(উল্লেখিত অনুচ্ছেদ 1.1.5.1, 1.3.1 এবং 1.8.2)

2022-23 অর্থবর্ষের জন্য সর্বশেষ চূড়ান্ত করা হিসাব অনুযায়ী সরকারী কোম্পানী এবং সংবিধিবদ্ধ নিগমের আর্থিক অবস্থা এবং কাজের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (30 সেপ্টেম্বর 2023 অনুযায়ী)

(5 থেকে 11 পর্যন্ত সারির রাশির সংখ্যা কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র/ এস পি এস ই-এর নাম	হিসাবখাতের সময়কাল	যে অর্থবর্ষে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে (সেপ্টেম্বর 23 পর্যন্ত)	পরিশোধিত মূলধন	মোট শেয়ারহোল্ডারের তহবিল/ নিট মূল্য	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	ব্যবসামূল্য/ অপারেশন থেকে রাজস্ব	ই বি আই টি (সুদ ও করের আগে আয়)	করের পরে লাভ/ ক্ষতি	নিযুক্ত মূলধন	নিযুক্ত মূলধনের উপর লাভ	ইক্যুইটির ওপর লাভ
				(কোটি টাকায়)							(শতাংশে)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(ক) কর্মরত সরকারী কোম্পানী												
কৃষি ও সহায়ক												
1	বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড	2021-22	2022-23	10.00	12.83	-	-	0.43	0.32	12.83	3.35	2.49
2	পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন নিগম লিমিটেড	2020-21	2022-23	4.62	13.36	29.00	21.75	1.98	1.56	42.36	4.67	11.68
3	রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2020-21	2022-23	3.06	(-) 24.21	2.64	20.77	(-) 0.44	(-) 0.19	(-) 21.57	-	-
4	পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শিল্প নিগম লিমিটেড	2022-23	2023-24	8.41	(-) 224.84	2.00	139.60	4.58	(-) 27.23	(-) 222.84	-	-
5	পশ্চিমবঙ্গ বায়োটেক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2015-16	2022-23	0.05	31.36	-	0.04	(-) 1.88	(-) 1.88	31.36	-	-
6	পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	6.30	163.00	-	68.58	1.67	(-) 2.61	163.00	1.02	-
7	পশ্চিমবঙ্গ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	15.64	(-) 4.08	0.57	161.31	(-) 4.92	(-) 4.81	(-) 3.51	-	-
8	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2016-17	2023-24	0.97	5.48	2.33	5.49	2.30	1.48	7.81	29.45	27.01
9	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ নিগম লিমিটেড	2018-19	2022-23	11.65	(-) 31.69	-	1.05	0.98	1.04	(-) 31.69	-	-
10	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিমিটেড	2020-21	2022-23	2.50	194.48	36.07	193.81	10.46	4.16	230.55	4.54	2.14
	মোট			**63.20**	**135.69**	**72.61**	**612.40**	**15.16**	**(-) 28.16**	**208.30**	**7.28**	**-**

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র/ এস পি এস ই-এর নাম	হিসাবখাতের সময়কাল	যে অর্থবর্ষে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে (সেপ্টেম্বর 23 পর্যন্ত)	পরিশোধিত মূলধন	মোট শেয়ারহোল্ডারের তহবিল/ নিট মূল্য	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	ব্যবসামূল্য/ অপারেশন থেকে রাজস্ব	ই বি আই টি (সুদ ও করের আগে আয়)	করের পরে লাভ/ ক্ষতি	নিযুক্ত মূলধন	নিযুক্ত মূলধনের উপর লাভ	ইক্যুইটির ওপর লাভ
				(কোটি টাকায়)							(শতাংশে)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
অর্থ												
11	ওয়েবেল ভেনচার ক্যাপিটাল লিমিটেড	2022-23	2023-24	0.05	0.72	-	0.03	0.02	0.01	0.72	2.86	1.39
12	পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2020-21	2022-23	5.20	(-) 124.95	43.60	-	(-) 1.27	(-) 7.04	(-) 81.35	-	-
13	পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	46.60	61.17	5.68	112.37	12.42	9.12	66.85	18.58	14.91
14	পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	435.93	779.38	-	83.30	2.59	1.77	779.38	0.33	0.23
15	পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন বিত্ত নিগম লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোম্পানী)	2021-22	2022-23	225.30	1,246.69	4,978.79	347.14	334.97	53.13	6,225.48	5.38	4.26
16	পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন সংস্থা	2019-20	2021-22	0.10	0.95	-	0.92	0.10	0.10	0.95	10.53	10.53
	মোট			**713.18**	**1,963.96**	**5,028.07**	**543.76**	**348.83**	**57.09**	**6,992.03**	**4.99**	**2.91**
পরিকাঠামো												
17	ম্যাকিনটস বার্ন লিমিটেড	2021-22	2022-23	0.31	250.87	1.60	523.19	16.37	8.10	252.47	6.48	3.23
18	নিউ টাউন কলকাতা গ্রীন স্মার্ট সিটি নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	1.00	239.32	-	-	0.04	0.02	239.32	0.02	0.01
19	নিউ টাউন টেলিকম পরিকাঠামো উন্নয়ন কোম্পানী লিমিটেড	2022-23	2023-24	1.05	47.02	-	15.06	14.57	10.53	47.02	30.99	22.39
20	সুন্দরবন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2017-18	2018-19	1.00	16.78	-	0.10	2.09	1.52	16.78	12.46	9.06

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র/ এস পি এস ই-এর নাম	হিসাবখাতের সময়কাল	যে অর্থবর্ষে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে (সেপ্টেম্বর 23 পর্যন্ত)	পরিশোধিত মূলধন	মোট শেয়ারহোল্ডারের তহবিল/ নিট মূল্য	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	ব্যবসামূল্য/ অপারেশন থেকে রাজস্ব	ই বি আই টি (সুদ ও করের আগে আয়)	করের পরে লাভ/ ক্ষতি	নিযুক্ত মূলধন	নিযুক্ত মূলধনের উপর লাভ	ইক্যুইটির ওপর লাভ
				(কোটি টাকায়)							(শতাংশে)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2020-21	2021-22	190.86	340.39	-	131.80	8.79	13.8	340.39	2.69	4.05
22	ওয়েবেল বৈদ্যুতিন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2022-23	2023-24	0.05	31.51	-	0.73	0.63	0.49	31.51	2.00	1.56
23	পশ্চিমবঙ্গ বৈদ্যুতিন শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2022-23	2023-24	235.67	193.34	16.20	364.61	13.23	5.96	209.54	4.64	3.08
24	পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	1,270.74	1,337.21	50.00	-	20.37	(-) 26.06	1,387.21	1.47	-
25	পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2020-21	2023-24	259.64	410.47	-	101.70	(-) 60.63	(-) 43.02	410.47	-	-
26	পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আবাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	10.40	47.20	-	175.88	6.53	4.83	47.20	13.83	10.23
27	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	7.60	43.27	-	4.23	(-) 1.01	(-) 1.01	43.27	-	-
	মোট			**1,978.32**	**2,957.38**	**67.80**	**1,317.30**	**20.98**	**(-) 24.84**	**3,025.18**	**0.69**	-
উৎপাদন												
28	দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড	2022-23	2023-24	253.04	(-) 64.15	72.33	-	(-) 21.41	(-) 25.81	8.18	-	-
29	ইলেক্ট্রো মেডিকেল এবং সহায়ক শিল্প লিমিটেড	2021-22	2022-23	16.40	(-) 83.97	37.10	4.78	(-) 0.73	(-) 0.73	(-) 46.87	-	-
30	বৃহত্তর কলকাতা গ্যাস সরবরাহ নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	41.15	(-) 575.86	255.59	-	(-) 33.23	(-) 65.83	(-) 320.27	-	-
31	ময়ূরাক্ষী কটন মিলস (1990) লিমিটেড	2021-22	2022-23	7.76	(-) 104.87	46.15	1.17	(-) 3.32	(-) 15.46	(-) 58.72	-	-
32	শালিমার ওয়ার্কস (1980) লিমিটেড	2021-22	2022-23	1.25	(-) 465.17	175.83	1.95	(-) 11.45	(-) 34.78	(-) 289.34	-	-
33	ওয়েবফিল লিমিটেড	2022-23	2023-24	8.53	13.03	0.21	43.26	3.72	1.89	13.24	28.10	14.50

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র/ এস পি এস ই-এর নাম	হিসাবখাতের সময়কাল	যে অর্থবর্ষে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে (সেপ্টেম্বর 23 পর্যন্ত)	পরিশোধিত মূলধন	মোট শেয়ারহোল্ডারের তহবিল/ নিট মূল্য	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	ব্যবসামূল্য/ অপারেশন থেকে রাজস্ব	ই বি আই টি (সুদ ও করের আগে আয়)	করের পরে লাভ/ ক্ষতি	নিযুক্ত মূলধন	নিযুক্ত মূলধনের উপর লাভ	ইক্যুইটির ওপর লাভ
				(কোটি টাকায়)							(শতাংশে)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
34	পশ্চিমবঙ্গ খনিজদ্রব্য উন্নয়ন এবং বাণিজ্য নিগম লিমিটেড	2022-23	2023-24	4.43	(-) 100.59	137.85	28.68	7.09	(-) 7.66	37.26	19.03	-
35	পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল ও ফাইটাকেমিক্যালস উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2018-19	2022-23	24.00	(-) 12.28	12.35	3.02	(-) 2.46	(-) 4.29	0.07	-	-
36	ওয়েস্টিংহাউস স্যাক্সবি ফার্মার লিমিটেড	2018-19	2021-22	7.74	(-) 106.32	85.02	49.25	(-) 10.13	(-) 20.19	(-) 21.30	-	-
	মোট			**364.30**	**(-) 1,500.18**	**822.43**	**132.11**	**(-) 71.92**	**(-) 172.86**	**(-) 677.75**	**-**	**-**
অন্যান্য												
37	বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড	2021-22	2022-23	0.10	(-) 235.31	81.55	5.10	(-) 2.73	(-) 13.95	(-) 153.76	-	-
38	সরস্বতী প্রেস লিমিটেড	2021-22	2022-23	5.50	157.21	-	237.52	56.51	41.95	157.21	35.95	26.68
39	শিল্পবার্তা মুদ্রণ প্রেস লিমিটেড	2021-22	2022-23	0.89	(-) 7.51	6.06	0.53	(-) 1.62	(-) 2.40	(-) 1.45	-	-
40	পশ্চিমবঙ্গ পাঠ্য পুস্তক নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	0.10	248.29	-	544.07	80.19	59.59	248.29	32.30	24.00
	মোট			**6.59**	**162.68**	**87.61**	**787.22**	**132.35**	**85.19**	**250.29**	**52.88**	**52.37**
বিদ্যুৎ												
41	বেঙ্গল বীরভূম কোলফিল্ডস লিমিটেড	2022-23	2023-24	0.10	(-) 1.33	-	-	0.01	0.01	(-) 1.33	-	-
42	দ্য দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড	2022-23	2023-24	1,815.29	(-) 1,726.44	2,621.37	1,172.41	315.24	10.09	894.93	35.23	-
43	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2022-23	2023-24	7,679.26	10,213.87	6,431.81	11,181.28	1,313.33	347.45	16,645.68	7.89	3.40
44	পশ্চিমবঙ্গ গ্রীন এনার্জি উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2022-23	2023-24	4.99	(-) 2.19	8.18	0.46	(-) 0.01	(-) 0.17	5.99	-	-

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র/ এস পি এস ই-এর নাম	হিসাবখাতের সময়কাল	যে অর্থবর্ষে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে (সেপ্টেম্বর 23 পর্যন্ত)	পরিশোধিত মূলধন	মোট শেয়ারহোল্ডারের তহবিল/ নিট মূল্য	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	ব্যবসামূল্য/ অপারেশন থেকে রাজস্ব	ই বি আই টি (সুদ ও করের আগে আয়)	করের পরে লাভ/ ক্ষতি	নিযুক্ত মূলধন	নিযুক্ত মূলধনের উপর লাভ	ইক্যুইটির ওপর লাভ
				(কোটি টাকায়)							(শতাংশে)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
45	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড	2022-23	2023-24	2,867.34	3,622.71	8,267.71	28,608.78	1,873.95	21.01	11,890.42	15.76	0.58
46	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানী লিমিটেড	2022-23	2023-24	1,105.52	7,021.74	3,070.30	2,079.63	1,391.55	970.25	10,092.04	13.79	13.82
মোট				**13,472.50**	**19,128.36**	**20,399.37**	**43,042.56**	**4,894.07**	**1,348.64**	**39,527.73**	**12.38**	**7.05**
পরিষেবা												
47	বিশ্ব বাংলা বিপণন নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	13.28	1.44	-	16.83	(-) 5.86	(-) 5.85	1.44	-	-
48	ওয়েবেল ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টারস লিমিটেড	2022-23	2023-24	0.05	31.45	-	0.84	0.78	0.60	31.45	2.48	1.91
49	ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড	2022-23	2023-34	1.20	75.84	-	488.85	6.44	4.78	75.84	8.49	6.30
50	পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড	2016-17	2022-23	1.08	(-) 22.50	311.29	3,852.13	53.28	(-) 6.05	288.79	18.45	-
51	পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল সার্ভিসেস নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	10.00	103.75	45.00	24.19	13.19	(-) 8.37	148.75	8.87	-
52	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পানীয় নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	20.00	91.44	-	15,298.89	65.87	49.69	91.44	72.04	54.34
53	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	1.01	(-) 801.06	302.17	25.45	(-) 25.06	(-) 75.61	(-) 498.89	-	-
54	পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড	2021-22	2022-23	130.00	215.79	-	-	3.76	2.72	215.79	1.74	1.26

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র/ এস পি এস ই-এর নাম	হিসাবখাতের সময়কাল	যে অর্থবর্ষে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে (সেপ্টেম্বর 23 পর্যন্ত)	পরিশোধিত মূলধন	মোট শেয়ারহোল্ডারের তহবিল/ নিট মূল্য	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	ব্যবসামূল্য/ অপারেশন থেকে রাজস্ব	ই বি আই টি (সুদ ও করের আগে আয়)	করের পরে লাভ/ ক্ষতি	নিযুক্ত মূলধন	নিযুক্ত মূলধনের উপর লাভ	ইক্যুইটির ওপর লাভ
				(কোটি টাকায়)							(শতাংশে)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
55	পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2020-21	2022-23	18.00	145.25	5.07	43.40	(-) 12.79	(-) 13.64	150.32	-	-
56	পশ্চিমবঙ্গ বাণিজ্য প্রসার সংস্থা	2021-22	2022-23	0.60	12.84	-	-	(-) 15.46	(-) 15.46	12.84	-	-
57	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম লিমিটেড	2022-23	2023-24	20.40	(-) 2,967.19	315.39	31.93	(-) 19.33	(-) 91.71	(-) 2,651.80	-	-
মোট				**215.62**	**(-) 3,112.95**	**978.92**	**19,782.51**	**64.82**	**(-) 158.90**	**(-) 2,134.03**	**-**	**-**
সর্বমোট - (ক) কর্মরত সরকারী কোম্পানী				**16,813.71**	**19,734.94**	**27,456.81**	**66,217.86**	**5,404.29**	**1,106.16**	**47,191.75**	**11.45**	**5.61**
(খ) কর্মরত সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন												
কৃষি ও সহায়ক												
58	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পণ্যাগার নিগম	2018-19	2021-22	7.61	42.44	-	111.06	64.25	44.54	42.44	151.39	104.95
মোট				**7.61**	**42.44**	**-**	**111.06**	**64.25**	**44.54**	**42.44**	**151.39**	**104.95**
অর্থ												
59	পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগম	2021-22	2022-23	227.34	239.27	63.24	52.30	3.48	(-) 22.65	302.51	1.15	-
60	পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ নিগম	2018-19	2022-23	150.00	486.16	853.52	27.71	41.19	19.65	1,339.68	3.07	4.04
61	পশ্চিমবঙ্গ তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতি উন্নয়ন এবং অন্যান্য অনগ্রসর জাতি উন্নয়ন এবং অর্থ নিগম	2021-22	2022-23	327.36	622.98	153.27	0.43	5.66	5.66	776.25	0.73	0.91
মোট				**704.70**	**1,348.41**	**1,070.03**	**80.44**	**50.33**	**2.66**	**2,418.44**	**2.08**	**0.20**

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র/ এস পি এস ই-এর নাম	হিসাবখাতের সময়কাল	যে অর্থবর্ষে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে (সেপ্টেম্বর 23 পর্যন্ত)	পরিশোধিত মূলধন	মোট শেয়ারহোল্ডারের তহবিল/ নিট মূল্য	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	ব্যবসামূল্য/ অপারেশন থেকে রাজস্ব	ই বি আই টি (সুদ ও করের আগে আয়)	করের পরে লাভ/ ক্ষতি	নিযুক্ত মূলধন	নিযুক্ত মূলধনের উপর লাভ	ইক্যুইটির ওপর লাভ
				(কোটি টাকায়)							(শতাংশে)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
পরিকাঠামো												
62	পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম	2021-22	2022-23	-	139.10	111.14	14.92	22.68	16.55	250.24	9.06	11.90
	মোট			-	**139.10**	**111.14**	**14.92**	**22.68**	**16.55**	**250.24**	**9.06**	**11.90**
পরিষেবা												
63	কলকাতা রাজ্য পরিবহন নিগম	2021-22	2022-23	9.62	(-) 3,003.08	637.72	49.31	(-) 83.22	(-) 135.05	(-) 2,365.36	-	-
64	উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম	2021-22	2022-23	10.69	(-) 1,107.09	499.87	133.02	15.15	(-) 43.49	(-) 607.22	-	-
65	দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম	2021-22	2023-24	11.01	(-) 799.97	441.49	134.72	(-) 51.68	(-) 109.43	(-) 358.48	-	-
	মোট			31.32	(-) 4,910.14	1,579.08	317.05	(-)119.75	(-) 287.97	(-) 3,331.06	-	-
	সর্বমোট - (খ) কর্মরত সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন			**743.63**	**(-) 3,380.19**	**2,760.25**	**523.47**	**17.51**	**(-) 224.22**	**(-) 619.94**	**-**	**-**
(গ) নিষ্ক্রিয় কোম্পানী/ কর্পোরেশন												
কৃষি ও সহায়ক												
66	পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড*	2018-19	2019-20	47.23	(-) 379.38	107.72	-	(-) 34.91	(-) 51.59	(-) 271.66	-	-
	মোট			**47.23**	**(-) 379.38**	**107.72**	**-**	**(-) 34.91**	**(-) 51.59**	**(-) 271.66**	**-**	**-**
অর্থ												
67	পশ্চিমবঙ্গ হস্তচালিত তাঁত ও যন্ত্রচালিত তাঁত উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2017-18	2022-23	46.76	(-) 5.58	4.81	-	0.02	(-) 0.15	(-) 0.79	-	-
	মোট			**46.76**	**(-) 5.58**	**4.81**	**-**	**0.02**	**(-) 0.15**	**(-) 0.79**	**-**	**-**

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র/ এস পি এস ই-এর নাম	হিসাবখাতের সময়কাল	যে অর্থবর্ষে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে (সেপ্টেম্বর 23 পর্যন্ত)	পরিশোধিত মূলধন	মোট শেয়ারহোল্ডারের তহবিল/ নিট মূল্য	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	ব্যবসামূল্য/ অপারেশন থেকে রাজস্ব	ই বি আই টি (সুদ ও করের আগে আয়)	করের পরে লাভ/ ক্ষতি	নিযুক্ত মূলধন	নিযুক্ত মূলধনের উপর লাভ	ইক্যুইটির ওপর লাভ
				(কোটি টাকায়)							(শতাংশে)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
উৎপাদন												
68	কার্টার পুলার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড	2007-08	2008-09	0.95	(-) 47.12	20.69	-	(-) 0.08	(-) 3.08	(-) 26.43	-	-
69	ইস্টার্ন ডিস্টিলারিজ অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড	2016-17	2021-22	0.20	(-) 16.83	26.63	15.45	(-) 5.20	(-) 6.51	9.80	-	-
70	কল্যাণী স্পিনিং মিলস লিমিটেড	2021-22	2022-23	14.63	(-) 1,397.42	571.82	-	(-) 37.23	(-) 105.28	(-) 825.60	-	-
71	কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যান্ড গ্লাস (1987) লিমিটেড	2006-07	2021-22	-	0.02	82.79	-	(-) 0.18	(-) 6.90	82.81	-	-
72	লিলি প্রোডাক্টস লিমিটেড	2021-22	2022-23	0.01	(-) 291.11	68.03	-	(-) 0.07	(-) 9.11	(-) 223.06	-	-
73	ন্যাশনাল আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানী (1984) লিমিটেড	2022-23	2023-24	0.50	(-) 44.94	7.74	-	(-) 0.51	(-) 1.75	(-) 37.20	-	-
74	নিও পাইপস অ্যান্ড টিউব কোম্পানী লিমিটেড	2021-22	2022-23	2.20	(-) 18.93	5.39	-	(-) 0.21	(-) 1.06	(-) 13.54	-	-
75	পালভার অ্যাশ প্রজেক্টস লিমিটেড	2019-20	2020-21	2.15	(-) 13.31	13.00	-	(-) 0.07	(-) 0.07	(-) 0.31	-	-
76	দ্য ইনফিউশনস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড	2022-23	2023-24	7.73	(-) 37.11	7.28	-	(-) 0.35	(-) 2.60	(-) 29.83	-	-
77	পশ্চিমবঙ্গ প্রজেক্টস লিমিটেড	2018-19	2022-23	1.89	(-) 0.67	-	-	(-) 0.08	(-) 0.09	(-) 0.67	-	-
78	পশ্চিম দিনাজপুর স্পিনিং মিলস লিমিটেড	2021-22	2022-23	12.75	(-) 539.13	230.33	-	(-) 16.10	(-) 50.50	(-) 308.80	-	-

ক্রমিক সংখ্যা	ক্ষেত্র/ এস পি এস ই-এর নাম	হিসাবখাতের সময়কাল	যে অর্থবর্ষে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে (সেপ্টেম্বর 23 পর্যন্ত)	পরিশোধিত মূলধন	মোট শেয়ারহোল্ডারের তহবিল/ নিট মূল্য	মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	ব্যবসামূল্য/ অপারেশন থেকে রাজস্ব	ই বি আই টি (সুদ ও করের আগে আয়)	করের পরে লাভ/ ক্ষতি	নিযুক্ত মূলধন	নিযুক্ত মূলধনের উপর লাভ	ইক্যুইটির ওপর লাভ
				(কোটি টাকায়)							(শতাংশে)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
79	পশ্চিমবঙ্গ সেরামিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2022-23	2023-24	2.93	(-) 74.18	74.31	-	(-) 0.25	(-) 0.25	0.13	-	-
80	পশ্চিমবঙ্গ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড	2022-23	2023-24	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
81	পশ্চিমবঙ্গ প্লাইউড অ্যান্ড অ্যালাইড প্রোডাক্টস লিমিটেড	2012-13	2023-24	0.09	(-) 53.28	26.78	-	-	-	(-) 26.50	-	-
82	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চর্ম শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2019-20	2021-22	3.95	(-) 10.27	10.84	-	(-) 0.09	(-) 0.42	0.58	-	-
83	পশ্চিমবঙ্গ শর্করা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2022-23	2023-24	15.23	(-) 207.37	47.01	-	(-) 0.09	(-) 6.39	(-) 160.36	-	-
মোট				**65.22**	**(-) 2,751.64**	**1,192.64**	**15.45**	**(-) 60.51**	**(-) 194.01**	**(-) 1,558.98**	**-**	**-**
সর্বমোট - (গ) নিষ্ক্রিয় কোম্পানী/ কর্পোরেশন				**159.21**	**(-) 3,136.60**	**1,305.17**	**15.45**	**(-) 95.38**	**(-) 245.75**	**(-) 1,831.41**	**-**	**-**
(ঘ) নিষ্ক্রিয় সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন												
পরিষেবা												
84	গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল অথরিটি	2021-22	2022-23	-	(-) 14.85	16.85	-	0.01	(-) 0.04	2.00	-	-
সর্বমোট - (ঘ) নিষ্ক্রিয় সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন				**-**	**(-) 14.85**	**16.85**	**-**	**0.01**	**(-) 0.04**	**2.00**	**-**	**-**
সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ)				**17,716.55**	**13,203.30**	**31,539.08**	**66,756.78**	**5,326.44**	**636.19**	**44,748.38**	**11.90**	**4.82**

* এই এস পি এস ই-টির এন সি এল টি-এর অধীনে লিকুইডেশনের কাজ চলছে।

পরিশিষ্ট -2

(উল্লেখিত অনুচ্ছেদ-1.10)

01.04.2022 থেকে 31.03.2023 পর্যন্ত এস পি এস ই-এর হিসাবসমূহের উপর জারি করা উল্লেখযোগ্য মন্তব্যের সারাংশ

এস পি এস ই-এর নাম	নিরীক্ষার বছর	উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ
ম্যাকিনটোস বার্ন লিমিটেড	2021-22	4.64 কোটি টাকা রাজস্বের অ-স্বীকৃতি এবং নির্মাণ চুক্তি সম্পাদনের জন্য 27.90 কোটি টাকা ব্যয়ের ফলে নির্মাণ ব্যয়কে 27.90 কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে এবং পরিচালনা থেকে রাজস্বের 4.64 কোটি টাকা অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, ঐ বছরের জন্য অতিরিক্ত 23.26 কোটি টাকা মুনাফা দেখানো হয়েছে।
বৃহত্তর কলকাতা গ্যাস সরবরাহ নিগম লিমিটেড	2021-22	শেয়ার মূলধনের হিসাব-নিকাশ না করার কারণে, শেয়ার মূলধন 59.07 কোটি টাকা অবমূল্যায়িত করা হয়েছে, ফলে "অন্যান্য চলতি দায়"-এর সমপরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	টাটা মোটরস লিমিটেড-এর পরিত্যক্ত সিঙ্গুর প্রকল্পের বিবেচনা না করার কারণে 'গ্রাহকদের সাথে চুক্তি থেকে রাজস্ব' 11.78 কোটি টাকার বেশী দেখানো হয়েছে। ফলস্বরূপ, "অন্যান্য চলতি দায়" সমপরিমাণ কম দেখানো হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল সার্ভিসেস নিগম লিমিটেড	2020-21	31.03.2021 তারিখে প্রদেয়, অর্জিত কিন্তু বকেয়া নয়, ঋণের উপর এরূপ সুদের হিসাব না করার কারণে অন্যান্য চলতি দায় গুলিকে কম দেখানোর পাশাপাশি 2020-21 অর্থবর্ষের জন্য লাভের পরিমান 17.75 কোটি টাকা বেশী দেখানো হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ নিগম	2017-18	প্রাপ্য অর্জিত সুদের ভুল গণনার ফলে লাভ ও লোকসান হিসাবে সুদ বাবদ আয় 12.95 কোটি টাকা বেশী দেখানো হয়েছে। এর ফলে মুনাফা বেশী দেখানো হয়েছে।

পরিশিষ্ট-3

(উল্লেখিত অনুচ্ছেদ-1.10.2)

এস পি এস ই-এর তালিকা যেখানে পরিচালকবর্গের চিঠি জারি করা হয়েছে

ক্রমিক সংখ্যা	এস পি এস ই-এর নাম (নির্দিষ্ট বছরের মধ্যে হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে)
1	পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (2020-21)
2	পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড (2016-17)
3	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পণ্যাগার নিগম (2017-18) (2018-19)
4	উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম (2018-19) (2019-20) (2020-21) (2021-22)
5	দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম (2019-20)
6	কলকাতা রাজ্য পরিবহন নিগম (2021-22)
7	পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (2018-19)
8	পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ নিগম (2017-18)
9	পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল সার্ভিসেস নিগম লিমিটেড (2020-21)
10	পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড (2019-20 এবং 2020-21)
11	গ্লুকোনেট হেলথ লিমিটেড (2019-20)
12	ইলেক্ট্রো মেডিকেল এবং সহায়ক শিল্প লিমিটেড (2020-21)
13	পশ্চিমবঙ্গ নারী উন্নয়ন সংস্থা (2019-20)
14	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ নিগম লিমিটেড (2018-19)
15	ওয়েবফিল লিমিটেড (2022-23)
16	সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (2022-23)
17	পশ্চিমবঙ্গ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড (2022-23)
18	কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যান্ড গ্লাস (1987) লিমিটেড (2006-07)

পরিশিষ্ট-4

(উল্লেখিত অনুচ্ছেদ-1.11.4)

এস পি এস ই-এর তালিকা যেখানে দুটি পর্ষদ সভার মধ্যবর্তী সময়কাল ছিল 120 দিনের বেশী

ক্রমিক সংখ্যা	এস পি এস ই-এর নাম	পর্ষদ সভার তারিখ	পূর্ববর্তী পর্ষদ সভার তারিখ	ব্যবধান (দিনে)
1	বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড	27-02-2023	19-10-2022	131
2	দ্য দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড	29-03-2023	18-11-2022	131
3	কার্টার পুলার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড	23-06-2022	16-12-2022	176
4	দ্য ইনফিউশনস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড	30-08-2022	11-04-2022	141
5	পশ্চিমবঙ্গ গ্রীন এনার্জি উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	20-12-2022	12-08-2022	130
6	পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	26-08-2022	05-04-2022	143
7	পশ্চিমবঙ্গ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	24-02-2023	15-09-2022	162
8	পশ্চিমবঙ্গ সেরামিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	22-02-2023	01-09-2022	174
9	পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন বিত্ত নিগম লিমিটেড	19-12-2022	10-08-2022	131
10	পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড	28-02-2023	20-09-2022	161
11	কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যান্ড গ্লাস (1987) লিমিটেড	23-06-2022	04-11-2022	134
12	পশ্চিমবঙ্গ প্লাইউড অ্যান্ড অ্যালাইড প্রোডাক্টস লিমিটেড	23-06-2022	16-12-2022	176
13	পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	28-06-2022	22-11-2022	147
		22-11-2022	24-03-2023	122
14	পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল ও ফাইটাকেমিক্যালস উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	25-07-2022	22-12-2022	150
15	পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	19-05-2022	23-09-2022	127
16	শিল্পবার্তা মুদ্রণ প্রেস লিমিটেড	06-04-2022	09-08-2022	125
		09-08-2022	01-03-2023	204

পরিশিষ্ট-5

(উল্লেখিত অনুচ্ছেদ- 1.11.5, 1.12.1 এবং 1.12.2)

মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি এবং অডিট কমিটিতে স্বাধীন পরিচালকের উপস্থিতির বিশ্লেষণ

ক্রমিক সংখ্যা	এস পি এস ই-এর নাম	স্বাধীন পরিচালকগণ	মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি	অডিট কমিটি
1	বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড	না	না	না
2	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম লিমিটেড	না	না	না
3	দ্য কল্যাণী স্পিনিং মিলস লিমিটেড	না	না	না
4	বৃহত্তর কলকাতা গ্যাস সরবরাহ নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ
5	দ্য পশ্চিম দিনাজপুর স্পিনিং মিলস লিমিটেড	না	না	না
6	পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না	না	না
7	পশ্চিমবঙ্গ শর্করা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না	না	না
8	দ্য দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
9	ইলেক্ট্রো মেডিকেল এবং সহায়ক শিল্প লিমিটেড	না	না	না
10	দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড	না	হ্যাঁ	না
11	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
12	পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
13	পশ্চিমবঙ্গ বৈদ্যুতিন শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না	না	না
14	পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল ও ফাইটাকেমিক্যালস উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না	না	না
15	পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না	না	না
16	পশ্চিমবঙ্গ হস্তচালিত তাঁত ও যন্ত্রচালিত তাঁত উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না	না	না
17	পশ্চিমবঙ্গ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না	না	না
18	পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ	না	না
19	পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন বিত্ত নিগম লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোম্পানী)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
20	বিশ্ব বাংলা বিপণন নিগম লিমিটেড	না	না	না
21	পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আবাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	তথ্য প্রদান করা হয়নি		
22	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পানীয় নিগম লিমিটেড	না	না	না
23	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
24	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানী লিমিটেড	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
25	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ নিগম লিমিটেড	না	না	না
26	পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
27	পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল সার্ভিসেস নিগম লিমিটেড	না	না	না
28	পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ

ক্রমিক সংখ্যা	এস পি এস ই-এর নাম	স্বাধীন পরিচালকগণ	মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি	অডিট কমিটি
29	পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না	না	না
30	পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
31	ম্যাকিনটোস বার্ন লিমিটেড	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ
32	পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শিল্প নিগম লিমিটেড	না	না	না
33	সরস্বতী প্রেস লিমিটেড	না	না	না
34	ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড	তথ্য প্রদান করা হয়নি		
35	পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ	না	না
36	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিমিটেড	না	না	না
37	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পণ্যাগার নিগম	না	না	না
38	পশ্চিমবঙ্গ পাঠ্য পুস্তক নিগম লিমিটেড	না	না	হ্যাঁ
39	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগম লিমিটেড	না	না	না
40	দ্য শালিমার ওয়ার্কস (1980) লিমিটেড	না	না	না
41	লিলি প্রোডাক্টস লিমিটেড	না	না	না
42	বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড	না	না	না
43	ওয়েস্টিংহাউস স্যাক্সবি ফার্মার লিমিটেড	না	না	না
44	পশ্চিমবঙ্গ খনিজদ্রব্য উন্নয়ন এবং বাণিজ্য নিগম লিমিটেড	না	না	না
45	পশ্চিমবঙ্গ সেরামিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না	না	না
46	কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যান্ড গ্লাস (1987) লিমিটেড	না	না	না

পরিশিষ্ট-6

(উল্লেখিত অনুচ্ছেদ- 1.11.6)

পর্ষদে মহিলা পরিচালকের উপস্থিতির বিশ্লেষণ

ক্রমিক সংখ্যা	এস পি এস ই-এর নাম	পর্ষদে মহিলা পরিচালক উপস্থিত কিনা
1	দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড	না
2	দ্য দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড	হ্যাঁ
3	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ
4	পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না
5	পশ্চিমবঙ্গ বৈদ্যুতিন শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	না
6	পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ
7	পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	তথ্য প্রদান করা হয়নি
8	পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ
9	পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন বিত্ত নিগম লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোম্পানী)	না
10	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড	হ্যাঁ
11	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানী লিমিটেড	হ্যাঁ
12	পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ
13	ম্যাকিনটোস বার্ন লিমিটেড	হ্যাঁ
14	ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড	তথ্য প্রদান করা হয়নি
15	পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ
16	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পানীয় নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ
17	পশ্চিমবঙ্গ পাঠ্য পুস্তক নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ

পরিশিষ্ট-7

(উল্লেখিত অনুচ্ছেদ- 1.13.2)

যে সকল এস পি এস ই-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজন ছিল

ক্রমিক সংখ্যা	এস পি এস ই-এর নাম	এস পি এস ই-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল কিনা
1	ম্যাকিনটোস বার্ন লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
2	ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড	তথ্য প্রদান করা হয়নি
3	দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড	না
4	দ্য দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
5	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
6	পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস আই ডি সি লিমিটেড)	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
7	পশ্চিমবঙ্গ বৈদ্যুতিন শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
8	পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
9	পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	তথ্য প্রদান করা হয়নি
10	পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা
11	পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন বিত্ত নিগম লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোম্পানী)	হ্যাঁ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা
12	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিমিটেড	না
13	পশ্চিমবঙ্গ কৃষি শিল্প নিগম লিমিটেড	না
14	পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
15	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পানীয় নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
16	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
17	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানী লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
18	সরস্বতী প্রেস লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
19	পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
20	পশ্চিমবঙ্গ পাঠ্য পুস্তক নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
21	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম
22	ওয়েবফিল লিমিটেড	হ্যাঁ, সি এ ফার্ম

পরিশিষ্ট-8

(উল্লেখিত অনুচ্ছেদ-1.14.3)

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	এস পি এস ই-এর নাম	সর্বশেষ চূড়ান্ত হিসাব	পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় মুনাফার 2% সি এস আর খাতে বাধ্যতামূলক ব্যয় (কোটি টাকায়)	সি এস আর খাতে ব্যয় (কোটি টাকায়)
1	ম্যাকিনটোস বার্ন লিমিটেড	2021-22	0.27	-
2	নিউ টাউন টেলিকম পরিকাঠামো উন্নয়ন কোম্পানী লিমিটেড	2021-22	0.17	0.11
3	সরস্বতী প্রেস লিমিটেড	2021-22	0.60	-
4	দ্য দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড	2022-23	-	-
5	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2022-23	8.55	8.97
6	পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস আই ডি সি লিমিটেড)	2020-21	0.35	0.22
7	ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড	2022-23	0.12	-
8	পশ্চিমবঙ্গ বৈদ্যুতিন শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2022-23	0.17	0.22
9	পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড	2016-17	-	-
10	পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	0.26	0.26
11	পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	-	-
12	পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	0.66	-
13	পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন বিত্ত নিগম লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোম্পানী)	2021-22	1.26	0.44
14	পশ্চিমবঙ্গ পাঠ্য পুস্তক নিগম লিমিটেড	2021-22	1.08	-
15	পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আবাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড	2021-22	0.14	0.04
16	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পানীয় নিগম লিমিটেড	2021-22	1.58	1.58
17	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড	2022-23	9.63	1.73
18	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানী লিমিটেড	2022-23	12.19	12.41
19	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিমিটেড	2020-21	0.63	-
মোট			**37.66**	**25.98**

শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ

শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ

ক্রমিক সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত রূপ	বর্ণনা
1	এ জি এম	বার্ষিক সাধারণ সভা
2	বি ও ডি	কেন্দ্র পর্ষদ
3	বি জি	ব্যাংক গ্যারান্টি
4	সি এ জি	মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক
5	সি এ	চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট
6	সি এম ডি	চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
7	সি ও পি ইউ	কমিটি অন পাবলিক আন্ডারটেকিং
8	সি এস আর	কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা
9	সি এস টি সি	কলকাতা রাজ্য পরিবহন নিগম
10	সি পি সি বি	কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
11	সি আই আর পি	কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া
12	সি আই এম এফ আর	সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ মাইনিং অ্যান্ড ফুয়েল রিসার্চ
13	সি এম পি ডি আই	কেন্দ্রীয় খনি পরিকল্পনা ও নকশা সংস্থা
14	সি আই এল	কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড
15	ডি পি এল	দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড
16	ডি সি এল	দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড
17	ডি ও পি	বিদ্যুৎ দপ্তর
18	ডি পি আর	বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন
19	ডি ভি সি	দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন
20	ডিসকম	ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী
21	ই বি টি	সুদ এবং করের আগে উপার্জন
22	ই ও আই	দরখাস্ত আহ্বান
23	ই আর পি	এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং
24	ই এস পি	ইলেকট্রস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর
25	ই এইচ ভি	অতিরিক্ত উচ্চ ভোল্টেজ
26	জি ও আই	ভারত সরকার
27	জি ও ডব্লিউ বি	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
28	জি পি	গ্যারান্টীর সময়সীমা
29	জি এস ডি পি	মোট রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন
30	জি সি ভি	গ্রস ক্যালোরিফিক মান
31	এইচ ভি	উচ্চ ভোল্টেজ
32	এইচ আই পি	হরিণঘাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক
33	আই টি সি	ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট
34	আই সি আর	সুদের পর্যাপ্ততা অনুপাত
35	আই ডি	স্বাধীন পরিচালক
36	আই আই এ	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক ইনস্টিটিউট

ক্রমিক সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত রূপ	বর্ণনা
37	আই সি ই	শিল্প বাণিজ্য ও উদ্যোগ
38	আই পি	শিল্প পার্ক
39	আই সি এ আই	ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া
40	কে টি পি এস	কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
41	কে বি ইউ এন এল	কান্তি বিজলী উৎপাদন নিগম লিমিটেড
42	এল পি এস সি	বিলম্বে পেমেন্ট সারচার্জ
43	এল এন্ড এম ভি	নিম্ন এবং মাঝারি ভোল্টেজ
44	এল এন্ড এল আর এন্ড আর আর ডি	ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ
45	এল ও আই	অভিপ্রায় পত্র
46	এম ও পি	বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়
47	এম সি এ	কর্পোরেট বিষয়ক দপ্তর
48	এম এ ইউ ডি ডি	পৌর বিষয়ক ও নগর উন্নয়ন বিভাগ
49	এম ও ইউ	সমঝোতা পত্র
50	এম-ডি এ এস	মিটার ডেটা অধিগ্রহণ সিস্টেম
51	এম সি	কয়লা মন্ত্রণালয়
52	এম সি এল	মিনারেল এক্সপ্লোরেশন কর্পোরেশন লিমিটেড
53	এন আর সি	মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি
54	এন সি এল টি	জাতীয় কোম্পানী আইন ট্রাইব্যুনাল
55	এন আই টি	দরপত্র আমন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তি
56	ও এন্ড এম	অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ
57	পি এম	বস্তুকণা
58	পি সি ডি	সংগ্রহ ও চুক্তি বিভাগ
59	পি জি	কর্মক্ষমতা গ্যারান্টি
60	পি সি	প্রি-স্ট্রেসড সিমেন্ট কংক্রিট
61	পি পি এ	বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি
62	পি ই এন্ড আই আর	পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং শিল্প পুনর্গঠন
63	আর ও সি ই	বিনিয়োজিত মূলধনের ওপর প্রতিদান
64	আর ও ই	রিটার্ন অন ইক্যুইটি
65	এস আর ভি	স্টোর রসিদ ভাউচার
66	এস ডি	নিরাপত্তা আমানত
67	এস পি এস	রাজ্য পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ
68	এস ও পি	স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি
69	এস পি এল	সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
70	এস আই এ	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মান
71	এস বি এস টি সি	দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম
72	টি পি এস	তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

ক্রমিক সংখ্যা	সংক্ষিপ্ত রূপ	বর্ণনা
73	ভি এ টি	মূল্য সংযুক্ত কর
74	ডব্লিউ বি ই আর সি	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
75	ডব্লিউ বি এফ আর	পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক নিয়ম
76	ডব্লিউ বি পি সি বি	পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
77	ডব্লিউ বি এস আই ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
78	ডব্লিউ বি এস ই বি	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ
79	ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড
80	ডব্লিউ বি এস ই টি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানী লিমিটেড
81	ডব্লিউ বি পি ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
82	ডব্লিউ বি টি ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
83	ডব্লিউ বি টি বি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ পাঠ্যপুস্তক নিগম লিমিটেড
84	ডব্লিউ বি ডব্লিউ ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ পতিত জমি উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
85	ডব্লিউ বি এম	হুইসেল ব্লোয়ার মেকানিজম
86	ডব্লিউ বি এস বি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পানীয় নিগম লিমিটেড
87	ডব্লিউ বি এইচ আই ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
88	ডব্লিউ বি এইচ ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
89	ডব্লিউ বি ই আই ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ বৈদ্যুতিন শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
90	ডব্লিউ বি টি সি	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম লিমিটেড
91	ডব্লিউ বি আই ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড
92	ডব্লিউ ডি	মহিলা পরিচালক